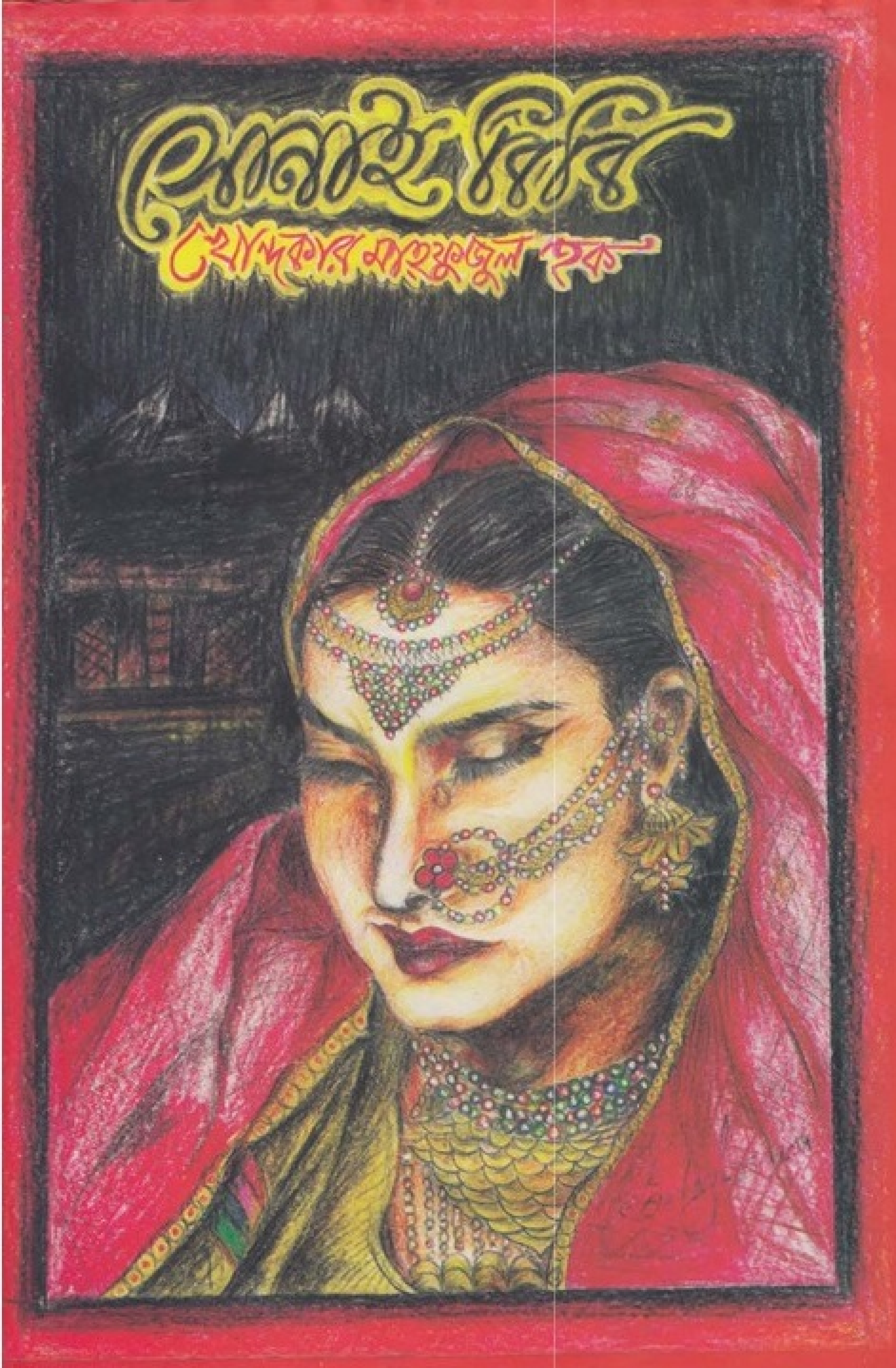
সোনাই বিবি
খোন্দকার মাহফুজুল হক

# সোনাই বিবি

খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

# সোনাই বিবি

খোন্দকার মাহ্ফুজুল হক


| | |
|---|---|
| প্রকাশক | এস. এম. রইসউদ্দিন<br>পরিচালক (প্রকাশনা)<br>বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ |
| গ্রন্থস্বত্ব | লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত |
| প্রধান কার্যালয় | নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০<br>ফোন : ৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-১৬০০২ |
| মতিঝিল কার্যালয় | ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০<br>পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪<br>মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১ |
| প্রথম প্রকাশ | একুশে বইমেলা ২০১৫ |
| মুদ্রাকর | বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ<br>১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা<br>পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১ |
| প্রচ্ছদ | এন এ সোহাগ |
| অলংকরণ | মোঃ আব্দুল লতিফ |
| মূল্য | ১৪০/- (একশ চল্লিশ) টাকা |

**প্রাপ্তিস্থান**

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

**SONAI BIBI** Written **By–Khondokar Mahfuzul Hoque, Published** By: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk.140/- US $ : 5/- **ISBN. 984-70241-0079-8**


www.pathagar.com

# উৎসর্গ

একজন মানুষ।

প্রচণ্ড রাগী। ন্যায় এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপোষহীন। সে রাগী মানুষটার কাছাকাছি আসতে তার সন্তানরাও ভয় পেত। কিন্তু যতবারই আমি তার কাছাকাছি পৌছতাম তাকে পেতাম ভিন্ন রূপে। শীতল, আবেগময়ী, স্নেহাশীষ রূপে।

একবার আমি বড় এক ঘটনার মুখোমুখি হলাম। এ ঘটনায় আমার বড় এক শারীরিক ক্ষতি হলো। ক্ষতিসহ আমি যখন তাঁর মুখোমুখী হলাম এ মানুষটি আমার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি দেখে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো। কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলো; "এতবড় দুর্ঘটনা আমাদের বংশের মধ্যে কারো হয়নি। আল্লাহ তোমাকে না করে আমাকে কেন এরকম করলো না। হায় আল্লাহ!"

প্রচণ্ড রাগী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এ মানুষটির শিশুতোষ অকৃত্রিম কান্না আমার সকল কষ্ট সহ্য করে নতুন করে পথ চলার অনুপ্রেরণা যোগালো।

হে প্রভু!

তুমি শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মুজিবল হক খোন্দকারকে এ অকৃত্রিম, আন্তরিক অশ্রু ফোঁটার প্রতিদান দাও। তোমার প্রতিদান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার উৎসর্গ হলো তুচ্ছ।

একে একে তাঁর সাথে যুক্ত হলো আরো দু'জন প্রিয় মানুষ। শ্রদ্ধেয় মোজাম্মেল হক খোন্দকার ও খোন্দকার আবু তাহের। তাদের কথা বলা হবে আগামীতে।

এ বইয়ের শব্দগুলো তাদের তিনজনের জন্য উৎসর্গ করা হলো। এ যেন দিঘীর বিশাল জলরাশির কাছে শিশির বিন্দু মাত্র!

www.pathagar.com

এ জগতে ইতিহাস রচনার অধিকার একমাত্র বিজয়ী পক্ষের নয়। নিপীড়িত জনের রচিত ইতিহাসও কোন কোন ক্ষেত্রে মহত্তর হয়ে ওঠে।

আলেক্সহেলি।

www.pathagar.com

আমি নিজকে আবিষ্কার করলাম।

আকাশের কাছাকাছি। আমার মনে হলো আরেকটু উপরে উঠলে আকাশ ধরতে পারবো। আমি তন্ময় হয়ে চারপাশ দেখছি। এত উপর থেকে উপর নীচ দুটো পৃথিবী একসাথে কখনো দেখিনি।

কেমন লাগছে? প্রফেসর ইশতিয়াক বললো।

অপূর্ব!

শুধু একশব্দ! ইশতিয়াক আশ্চর্য কণ্ঠে বললো।

ভালো জিনিষ অল্প হলেই ভালো। মুচকি হেসে বললাম।

লেখকদের সাথে কথায় পারা মুশকিল।

তাহলে চুপ থাকাই ভালো।

ঠিক আছে। এই আমি চুপ করলাম। লেখকদের চিন্তার সাগরে আমার বিষয় খেলনা নৌকা। কথাগুলো বলে চেয়ারকে লে ডাউন করে প্রফেসর ইশতিয়াক পেছনে হেলান দিলো।

আমি কিছু বললাম না। সত্যি অর্থে আমি কিছু সময় চুপ থাকতে চাই।

কোচ চলছে। লো ভলিউমে লোক সংগীত চলছে। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। এর মাঝে কোচ চলছে এঁকে বেঁকে। আমাদের আগে পিছে কোন পরিবহন নেই। হঠাৎ করে একটা আসছে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের বাঁকা পথে।

হিল এরিয়ায় ইতিপূর্বে আসিনি। আমি দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম। লাখ লাখ নয় বিলিয়ন বিলিয়ন টন মাটি। স্থির হয়ে আছে। কোথাও চলার পথ তৈরী করতে মাটি কেটে তা তৈরী করতে হচ্ছে।

পানির নীচে আর মাটির উপরে দুস্থানেই পর্যাপ্ত মাটি রেখেছেন স্রষ্টা। পৃথিবী বাসী তার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করছে। দূরের পাহাড়ে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

আমি প্রফেসরকে উদ্দেশ্য করে বললাম; ধোঁয়া কেন?

জুমিয়ারা আগুন দিয়েছে। নিরস কণ্ঠে বললো সে।

কেন! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।



www.pathagar.com

চাষ করবে। পাহাড় পরিষ্কার করছে। সে বললো।

এ জন্য আগুন দিতে হবে কেন? কেটে পরিষ্কার করলে হয় না? তা ছাড়া এতে তো অনেক প্রাণী আবাস হারাচ্ছে। পুড়ে মারা যাচ্ছে। পরিবেশ মারাত্মক ভারসাম্য হারাচ্ছে। একটানে অনেকগুলো কথা বললাম।

এত সময় কোথায়। আগুন দিলে সময়ও বাঁচে খরচও বাঁচে। ও বললো।

কিন্তু এতে তো...।

আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না। এর পূর্বেই বলতে লাগলো; কে শোনে কার কথা। সরকার বারবার বলছে। সাবধান করছে। কিন্তু চুরি করে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিচ্ছে। এ দেশের দ্বারা তো আর হেলি রেইন বা এয়ার রেইন করে আগুন নেভানো সম্ভব না। তাই জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে এখন আর মাইক্রো সাইজ রয়েছে।

ও, আচ্ছা। পরিবেশবাদীরা কিছু বলছে না?

বলছে। তবে এখানে না। ঢাকা আর বিদেশে। এ পাহাড়ে এসে কষ্ট সহ্য কারী পরিবেশবাদী এখনো এ দেশে হয়নি।

কোচ নিচের দিকে নামছে। আমি তাকিয়ে আছি। অনেক নীচে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের নীচের কোথাও থেকে এ রাস্তা শুরু হয়েছে।

মাঝে একটা শহর দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট ছোট ঘর বসতি চোখে পড়ছে। আমি বুঝতে পারলাম। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখানের এ জেলা সদর হলো আমাদের স্টপিজ।

আমি নীচে নামা উপভোগ করতে লাগলাম। চালক ইঞ্জিন নিউট্রাল করে হুইল ধরে বসে আছে। গাড়ী নামছে মার্ধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে। নিঃশব্দে। এঁকে বেঁকে।

মোটামুটি কুয়াশা পড়ছে।

পাহাড়ে শীতের আধিক্য বেশী। সেটাও বুঝতে পারছি। টুপ টাপ কুয়াশা ঝরে পড়ছে। আমি রেইন কোট পরে বের হয়েছি। অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য টর্চ লাইট হাতে কেয়ার টেকার হাশমত হাঁটছে আমাদের সাথে। রাত মনে হচ্ছে বারোটার মত। অথচ মাত্র দশটা বাজে।

আমরা এখন যেখান দিয়ে হাঁটছি সেখান দিয়ে দিনের বেলায়ও মানুষ হাঁটে না। ইশতিয়াক বললো।



www.pathagar.com

কেন? কথাটা বলে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সাথে অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়লো।

থাক। সেটা এখন জানার প্রয়োজন নেই। ইশতিয়াক আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

কেন জানার প্রয়োজন নেই? আমি উৎসুক কণ্ঠে বললাম।

ঠিক আছে। চল। উপরে গিয়ে বলবো তোমাকে।

না। এখনই বলো। না হলে আমি এক পাও নড়বো না।

লেখক স্যার! এখন শোনার কাম নাই। চলেন। উপরে যাই। হাশমত এই প্রথম কথা বললো।

না বললাম না! কেন হাঁটেনা সেটা আমাকে বলতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম।

শুনতে চাও না দেখতে চাও? ইশতিয়াক বললো।

আমি কিছু সময় চুপ থাকলাম। এরপর বললাম; দুটোই।

ইশতিয়াক হাশমতের হাত থেকে টর্চ লাইট নিলো। তার আলো স্থির করলো। তারপর শুরু করলো চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলা। অনেকটা শিপের সার্চ লাইটের মত।

সাথে সাথে পুরো পাহাড়ে যেন হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল। গাছগুলো নড়ে উঠলো। ডাল পালা এদিক সেদিক দুলতে লাগলো। পাখা ঝাপটানির আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। ঝোপ ঝাড় গুলো নড়াচড়া শুরু হলো। মনে হলো যেন কোন অশরীরী এ এলাকায় ঘাপটি মেরে ছিলো। এখন আলোর সাড়া পেয়ে স্থান বদল করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হরর মুভিগুলোতে এরকম ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এরকম হতে পারে তা এখানে না এলে আমি বুঝতে পারতাম না।

আমি যুক্তিবাদী সংস্কার যুক্ত মানুষ। এরপরও আমার স্নায়ুতে কোথায় যেন একটু চাপ পড়লো। কেমন একটা ভয় ভয় লাগতে লাগলো। ইশতিয়াক লাইট অফ করে ফেললো। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। হাশমতকে অন্ধকারের জন্য দেখতে পাচ্ছি না। কুয়াশা বৃষ্টিতে রূপ নিলো।

আমার এখন কি করণীয় বুঝতে পারছিনা। ইশতিয়াকের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ করে অনেকগুলো শিয়াল সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। কয়েকটা মনে হয় একেবারে আশপাশে। দশ হাতের মধ্যে দু'একটার জ্বল জ্বলে চোখ দেখলাম বলে মনে হলো।



www.pathagar.com

কি আশ্চার্য! এগুলো কি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি! ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে মাঝে মধ্যে দেখা যায়। শিয়ালরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। প্রাণীকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। সেগুলো বিশেষ এক ধরণের। বাংলাদেশে তারা নেই। কিন্তু যদি সে রকম দু একটা থেকে থাকে তা হলে...। আমি ভাবতে পারছিনা। এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম।

মাথার এক দেড় হাত উপর দিয়ে বাদুর, চামচিকা কিচ মিচ করে উড়ে যাচ্ছে। নীচে শিয়ালের আক্রমণাত্মক ছোটাছুটি চিৎকার। অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ি এলাকা। সব মিলে আমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। আমি সাহস ধরে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছিনা। ক্রমান্বয়ে তা হারিয়ে ফেলছি।

হাশমত! ধর। ইশতিয়াক টর্চ লাইট হাশমতের হাতে দিলো। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো; চলুন লেখক সাহেব।

আমার মনে হলো আমি কোন ভিন্ন জগতে ছিলাম। সেখান থেকে মাত্র পৃথিবীতে এলাম। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার শ্বাসনালী দিয়ে।

আমি কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলাম। চারপাশের ধুপ ধাপ শব্দ ক্রমান্বয়ে কমে আসতে লাগলো।

আমরা উঁচু একটা স্থানে পৌছলাম। আমার পানির তৃষ্ণা লাগলো। আমি ওয়াটার বটল খুলে গলায় ঢালতে লাগলাম। ইশতিয়াক আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। এরপর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো; ভয় পেয়েছিলে?

কোন উত্তর দিলাম না। ও আবার বলা শুরু করলো।

ওটা হলো তিন জাতীর মিলনস্থল।

সেটা কেমন? আমি বললাম।

ওটার একপাশে মুসলমানদের কবরস্থান। অন্যপাশে পাহাড়ীদের শ্মশান। আর এখানে হলো বুড্ডিষ্টদের।

ও আচ্ছা!

ওখানে অবস্থানরত প্রাণীদের বিরক্ত করলে যা হয় তাই হলো আর কি! আলোর অত্যধিক প্রতিফলন রাতের প্রাণীদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করে। ফলে তারাও আমাদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করে।

ও! আমি এবার চলা শুরু করলাম। ইশতিয়াকও আমাদের সাথে চলতে শুরু করলো।

আমরা বাংলো বাড়ীতে ফিরলাম অনেক রাতে।



www.pathagar.com

দিনের আলোয় আমি পাহাড় দেখছি।

হাশমত আমার আশপাশে সব সময় আছে। একবার বসেছিলাম কাগজ কলম নিয়ে। মাথায় কিছুই আসছে না। কাগজে শুধু বিচিত্র সব শব্দ উঠে এলো মাত্র। চমৎকার এক পাহাড়ী বাগান। নানা ধরণের ছোট ছোট ফলদ গাছ লাগানো আছে। সবগুলোই কলম থেকে করা। তাই লাগানোর সাথে সাথে ফল ধরছে। আমি এখানে এসেছি বিশেষ এক কারণে। একটা লেখা মাথায় ঘুরছে। কিন্তু বের করতে পারছিনা। ভাবলাম স্থান চেঞ্জ করলে যদি আসে। এ আশায় জোর করে ইশতিয়াকের কাঁধে সওয়ার হলাম। ইশতিয়াক অবশ্য এতে খুবই খুশী। গণিতের ছাত্র থেকে সে এখন সহকারী অধ্যাপক। ভালোই চালাচ্ছে। বউ বাচ্চা সব নিয়ে সুখীই বলা চলে। বাবার আমলে কেনা এ বাংলো বাড়ীর কেয়ারটেকার হাশমতই সব কিছু চালায়।

স্যার, চা খাবেন?

হাশমত জানতে চাইলো। আমি হাঁ সূচক উত্তর দিলাম। দ্রুত হাশমত তার ঝোলা থেকে চা'র কাপ বের করলো। পানি দিয়ে পরিষ্কার করলো। এরপর চা ঢাললো ফ্লাক্স থেকে। আমি চা'র কাপ হাতে নিয়ে হাশমতকে উদ্দেশ্য করে বললাম; হাশমত! তোমাকে ইশতিয়াক আমার বিষয়ে অনেক কিছু বলেছে। তাই না?

হাশমত আমার দিকে না তাকিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে আর কিছু বললাম না। চা শেষ করে তার হাতে কাপ দিলাম।

সে হাত থেকে কাপ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইলাম; কিছু বলবে হাশমত?

হাশমত মাথা নাড়লো। যার অর্থ হাঁ।

আমি বললাম; ঠিক আছে বল।

ইশতিয়াক স্যার বলেছে আপনি দামী মানুষ। আপনাকে যেন আমি চক্ষে চক্ষে রাখি।

আর কি বলেছে?

আপনার যাতে কোন বেসুবিধা না অয়।

আর?



www.pathagar.com

আর যেন কি কইলো! হাশমত চিন্তা করতে লাগলো। কিছু সময় চিন্তার ভাব ধরে এরপর উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো; ও! মনে পড়ছে। আপনে লিখা মানুষ। আপনে চিন্তা করলে যাতে ডিস্টার্ব না করি।

আচ্ছা! তা হলে এখন তুমি যাও।

যামু না। আপনে আমার চক্ষের আড়াল হইতে পারবেন না।

কি বলবো বুঝতে পারছিনা। এ সময় আমার সেলুলার বেজে উঠলো।

স্ক্রিন দেখলাম। ইশতিয়াক কল করেছে। আমি ইয়েস বটম চেপে সালাম দিলাম।

ইশতিয়াক সালামের জবাব দিয়ে বললো, কেমন আছো?

ভালো? এক শব্দে বললাম।

লেখা হচ্ছে?

না।

কেন? কোন সমস্যা? ইশতিয়াক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো।

বুঝতে পারছিনা। বসছি। আবার উঠছি। প্রকৃতি এতো ভালো লাগছে যে প্রকৃতির ভালোবাসা তুচ্ছ করে কিছুই লিখতে পারছিনা। শুধু দেখতে মন চাচ্ছে।

ইশতিয়াক কিছু সময় চুপ করে থেকে বললো; আমি একটু চট্টগ্রাম যাচ্ছি। কাল ফিরবো। কোন সমস্যা হবে নাতো?

না। আমি এক বাক্যে বললাম।

হাশমত থাকছে। সব দেখবে। এরপরও কোন সমস্যা হলে কল দেবে।

আচ্ছা।

তাহলে রাখি। ভাবী কল করেছিলো?

হাঁ। ও, ভালো কথা, একটা বিষয়।

কি বিষয়? ইশতিয়াক আগ্রহ কণ্ঠে জানতে চাইলো।

তুমি কি একটু হাশমতকে বলবে যে, সে যেন আমার সাথে স্পাই-এর মত লেগে না থাকে।

ওকে তো আমিই বলেছিলাম। কখন তোমার কি লাগে তা খোঁজ নিতে। তা ছাড়া পাহাড়ী এলাকা...।

এখন থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি কোন আর্মি বিডিআর না। পাহাড়ীরা আমার শত্রুও না। আমি একটু একাকী ঘুরতে চাই। আমি তার কথার মাঝপথে বললাম।

আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এক শর্ত। সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত। সূর্য ডোবার পরে এরিয়াতে থাকো আর বাইরে থাকো ও তোমার সাথে থাকবে।



www.pathagar.com

শর্ত মঞ্জুর। একটু হেসে উঠে বললাম।
রাখি তাহলে। আল্লাহ্ হাফিজ।
আল্লাহ্ হাফিজ।
সেলুলার অফ করে আমি দূরে তাকালাম। কতগুলো চিল উড়ছে। চমৎকার ভাবে। আমি তাদের ওড়ার ভঙ্গি দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো চিলগুলো একটা আমার দিকে তাকাচ্ছে এবং সে আমাকে দেখে হাসছে। আমি চমকে উঠলাম। নিজকে সামলে নিলাম। মনে মনে বললাম, সে হেসেছে। তবে আমার কল্পনার জগতে। বাস্তবে নয়।
পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে দ্রুত।
বিষয়টা আমি পড়েছি। এখন দেখলাম। সন্ধ্যার সাথে সাথে কুয়াশাও পাল্লা দিয়ে নামছে। ঠাণ্ডা আসছে তার পিছু পিছু।
আমি সান্ধ্য নামাজ পড়ে ফেললাম। হাশমত এসে চা নাস্তা দিলো। আলো জ্বালালো। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে। দিনের আলোয় এটি ইলেকট্রিসিটি কাউন্ট করেছে। এখন ব্রেক করছে।
আমি একটা বই টেনে নিলাম। ঐতিহাসিক উপন্যাস। দু'একপাতা ওল্টালাম। এমন সময় রিং হলো সেলুলারে। আমি সেলুলার টেনে নিলাম। স্ক্রিনে চোখ রাখলাম। এরপর ইয়েস করলাম। আমার স্ত্রী ওপাশ থেকে কথা বলছে।
: কি করছো?
: প্রেম করছি।
: যাহ্!
: হ্যাঁ। যা ঠিক তাই তো বলছি।
: গায়ে শাল আছে?
: না থাকলে?
: আবার!
: হ্যাঁ, আবার।
: লেখা কতটুকু হলো?
: কিছুই না।
: তাহলে গেলে কেন?
: পাহাড়িকার খোঁজে।
: কেন, ঘরের জনে চলছে না?
: আমি তো না বলিনি।
: তাহলে পাহাড়িকা যে খুঁজছো বললে।


www.pathagar.com

: তাও তো কথা।

: আরে ! রাখো তোমার সাহিত্যের কথা।

: হুঁ! সেটাই তো দুঃখ। আমি সব পেয়েছি। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তোমার অনাসক্তি ভুলতে পারছি না।

: কেন? তুমি কি বলতে চাও?

: আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না।

: আমি কি তোমার লিখা পড়ি না?

: হাঁ। তাতো অবশ্যই! তবে সেটা স্বামীকে খুশী করতে। পাঠিকা হিসেবে না।

: কেন, তোমার কি পাঠিকা ফ্যানের অভাব আছে?

: আছে। শুধু একজন।

: তাই নাকি! এটাতো এতদিন জানতাম না।

: জানলে কি করতে?

: ঠিক আছে। আসো। আসলে বলবো।

: এখুনি রওয়ানা দেব?

: আবার!

: আচ্ছা! এখন রাখি তাহলে।

: গরম কাপড় পরেছো তো? রাতে লিখতে বসলে গরম কাপড় পরে বসবে। তুমিতো আবার লিখতে বসলে পৃথিবী ভুলে যাও।

: কি করবো বলো। দুই পৃথিবীতে এক সাথে চলার ক্ষমতা স্রষ্টা আমাকে দেয়নি। তাইতো এক পৃথিবীতে আমি থাকলে অন্য পৃথিবী তোমাকে দেখতে হয়।

: দেখতে হলে দেখবো। এটা তোমার ভাবার বিষয় না।

: সেটা আমি জানি বলেই তো পাহাড়িকার খোঁজে এসে তোমাকে ভুলিনি।

: থাক। আর মেয়ে ভুলানো কথা বলতে হবে না। আমি তো সবকিছু ভুলেই আছি।

: সেটা আমি জানি।

: জানলে ভালো। না জানলে আরো ভালো।

: ........................... ।

: ......................... ।

আমাদের কথা চললো দীর্ঘ সময় ধরে। এপর সেলুলার রেখে আমি বাইরে এলাম। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে এখনো। কিছু সময় পর আর দেখা যাবে না। কুয়াশা ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকবে।



www.pathagar.com

স্যার! খানা দিমু? হাশমত নীরবে এসে বললো।

আমি তার কণ্ঠে চমকে উঠলাম। তার দিকে ফিরলাম। শান্ত কণ্ঠে বললাম: হাশমত, কেমন আছো?

আমার এ প্রশ্নে সে চমকে উঠলো। চমকে চমকে কাটাকাটি হলো। সে চুপ করে থাকলো।

আমি বললাম : হাশমত, এটা বিষয় বলবে আমাকে?

বলেন স্যার। মাথা নীচের দিকে রেখে হাশমত বললো।

এর পূর্বে তুমি মাথা তোল। মাথার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলতে পারি না।

হাশমত মাথা তুললো। এরপর আবার নামিয়ে ফেললো। আমি এবার আর কিছু বললাম না। মানুষের কোন অভ্যাস অল্প সময়ে পরিবর্তন হয় না।

হাশমত শোন! আমি নামাজ পড়বো, এরপর খাবো। বুঝলে!

জী স্যার। কথাটা বলে একবার তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে ফেললো।

আমি যখন তোমার ভাবীর সাথে কথা বলছিলাম তখন দেখলাম তুমি ঘর থেকে বের হচ্ছো। তখন থেকে এখন পর্যন্ত তুমি কি বাইরে ছিলে? আমি শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বললাম।

হাশমত কিছু সময় চুপ করে থাকলো। এরপর আমার দিকে একবার তাকালো। আবার মাথা নামিয়ে বলতে লাগলো; জী স্যার।

কেন? আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

কেউ কথা বলনের সময় হেটা হুনন ঠিক না স্যার। তা ছাড়া আপনে ভাবীর লগে কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন। এইটা আমি হুনন গুনার কাম। সে মিন মিন করে কথাগুলো বললো।

তাই বলে তুমি ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকবে!

হাশমত কিছু বললো না। তাকে আর কিছু বললাম না। কিছু মানুষের নৈতিক মান আপনা আপনি তৈরী হয়। আবার কিছু মানুষকে নৈতিকতা প্রশিক্ষণ দিয়েও শেখানো যায় না। হাশমতের মত আপনা আপনি তৈরী হওয়া মানুষটাকে আমার বিশেষ ভালো লেগে গেল।

রাতে খেতে বসে আমি তাকে আমার সাথে জোর করে বসালাম।

হাশমতকে ঘুমাতে বলে আমি কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। দীর্ঘ সময় কাগজ কলম নিয়ে বসে থাকলাম। মাথা কাজ করছে না। কারণটা ধরতে পারছি না। এরকম সব সময় হয় না। কিছু না কিছু একটা লিখা হয়। কিন্তু আজ কিছুই হচ্ছে না।



www.pathagar.com

রাত গভীর হচ্ছে। চারপাশের নিস্তব্ধতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কুয়াশা পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ কানে আসছে না। পাহাড়ী এলাকা এত নীরব হয় তা এখানে না এলে আমি বুঝতে পারতাম না।

হঠাৎ করে সোলার লাইট অফ হয়ে গেল। আমি কিছু সময় ঝিম ধরে বসে থাকলাম। কেন অফ হলো সেটা আমার জানার প্রয়োজন নেই। আমি ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার না। আমি লেখক। সাহিত্যের শিক্ষক।

দিয়াশলাই বাক্স খুঁজে নিতে হলো না। হাতের কাছেই হাশমত রেখে গেছে। আমি মোম জ্বালালাম। ঘর আলোকিত হলো। মোমের আলোয় লেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। ঘর উজ্জ্বল করার জন্য চারটা মোম জ্বালালাম।

ঘর উজ্জ্বল হলো। আমি লেখা রেখে মোম নিয়ে বাচ্চাদের মত দুষ্টুমি করতে লাগলাম।

হঠাৎ করে সবগুলো মোমাবাতি এক সাথে নিভে গেল। আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এর কারণ ভাবতে ভাবতে দিয়াশলাই বাক্সে হাত দিলাম।

ঠিক তখুনি আশ্চর্য এক কণ্ঠ কানে এলো। অন্ধকারে চমৎকার করে এক তরুণী কণ্ঠ বলে উঠলো; আলো জ্বালানোর প্রয়োজন নেই। কিছু সময়ের মধ্যে ঘর আলো হয়ে উঠবে।

আমি মনে মনে হেসে উঠলাম। নিজের সাথে নিজে কথা বলছি ভেবে আশ্চর্য হলাম না। একজন লেখকের মাঝে আরেকজন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে সে জেগে ওঠে। কখনো পুরুষ কখনো নারী রূপে। এ মুহূর্তে সে জেগে উঠেছে নারী রূপে।

দিয়াশলাই হাতে নিলাম। বক্সে হিট করবো। ঠিক সে মুহূর্তে সেটি হাত থেকে পড়ে গেল। আমি আরেকটি কাঠি বের করার চেষ্টা করছি। তখন আবার নারী কণ্ঠ বলে উঠলো; আর একটু সময় মাত্র।

কিছুটা থমকে গেলাম। তারপর মনে মনে হেসে উঠলাম। আমার মনে হলো আমার চরিত্র আজ স্পষ্ট রূপে আমার মাইন্ডে স্টে করছে।

দিয়াশলাইয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম।

এবারও হাত থেকে কাঠি পড়ে গেল এবং ঘটতে লাগলো অন্য এক ঘটনা।

কাঠ এবং টিনের দোতলা ঘরের দ্বিতীয় তলায় আমি আছি। নিচ তলায় হাশমত এবং রান্না ঘর। এক পাশে টয়লেট। টিনের উপর সোলার চার্জার। কন্ট্রোল রুম



www.pathagar.com

নীচে। সুইচ বোর্ড শুধু উপরে। আমি মনকে সাজেশান দিলাম। দেখতে থাকো। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

ঘর ক্রমান্বয়ে আলোকিত হচ্ছে। প্রথমে ঝাপসা আলো। এরপর তা কুয়শাচ্ছন্ন চাঁদের আলো হলো। ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে লাগলো। আলোর তীব্রতা আমার চোখকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি কিছু সময়ের জন্য আলোর তীব্রতায় হারিয়ে গেলাম।

প্রচণ্ড আলো থেকে বাঁচার জন্য চোখের সামনে হাত তুলে ধরবো ভাবছি। ঠিক তখুনি আলো কমতে লাগলো। কমতে কমতে তা তীব্র থেকে স্বাভাবিকে এলো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু কোথা থেকে বাঁচলাম তা বুঝতে পারছি না।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ষোড়শী। বিয়ের পোশাক তার পরনে। বিয়ের সাজ তার চেহারায়। আমি তন্ময় হয়ে তার সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম।

মাথার টিকলী ওড়নার সামনে কপালজুড়ে। কানে মুক্তোর দুল। ঝুমকা আকৃতির চিক চিক করছে। নাকফুল রক্ত জবার মত। নোলক থেকে ঝুমকার সাথে চমৎকার করে জালের মত চেন কপোল ঢেকে দিয়েছে। গলায় ভারী নেকলেস। এর সাথে মুক্তোর মালা। কোমরে বিছা জড়ানো প্রায় এক ফিটজুড়ে। হাতে সোনা রূপার মিশ্রণে মেচ করে কনুইর কাছাকাছি পর্যন্ত চুড়ি। পায়ে খাড়ু। হাতে বিভিন্ন আংটি আঙ্গুলজুড়ে। মখমল আর মসলিনের মিশ্রণে কাপড় পরে যে তরুণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না।

আমার মনে হলো এ কোন সাধারণ তরুণী নয়। মোগল হেরেমের কোন শাহজাদী হবে। কিন্তু সে এখানে কেন? এখন তো মোগল শাসনামল নয়।

মোগল গেল ইংরেজ এলো। ইংরেজ গেল পাক এলো। পাক গেল বাংলা এলো। এখন রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। চার দশক পার হয়ে যাচ্ছে।

চার শতাব্দী পরে এ বিজন পাহাড়ী অঞ্চলে এ তরুণী কি করে সম্ভব! না, এ অসম্ভব।

আমি বাস্তববাদী যুক্তিনির্ভর মানুষ। লেখা আমার কল্পনা এবং বাস্তবের মিশ্রণ। ব্যক্তি জীবনে আমি প্র্যাকটিক্যাল ম্যান। কল্পনানির্ভর মানুষ নয়।

তন্ময়তা থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজকে বললাম; তুমি কল্পনা করছো। অথবা স্বপ্ন দেখছো। লেখক রূপে দু'টোই তোমার জন্য সমান। একজন লেখক তাই লেখে যা তার চারপাশে, নিজ জীবনে অথবা কল্পনার জগতে ঘটে। এ মেয়েটি তোমার কল্পনার বাস্তব রূপ। সে তোমার লেখার নায়িকা মাত্র। আর কিছু না।

মোগল রীতিতে সালাম দিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো; কোনটিই ঠিক না। আমি বাস্তব।



www.pathagar.com

আমি চমকে উঠলাম। মেয়েটি আমার মনের কথা ধরতে পারছে। কি আশ্চর্য!

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তুমি স্বাভাবিক হও। আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। মেয়েটি স্বাভাবিকভাবে বললো।

তাই নাকি! আশ্চর্য ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললাম।

মেয়েটি এর উত্তর দিলো না। আস্তে করে সামনের চেয়ারে বসলো। তার নড়াচড়ায় অলংকার ও পোশাকে আলোর প্রতিফলক ঘটলো। আমি স্বপ্নে না কল্পনায় আছি তা বুঝতে পারছি না। আলোর প্রতিফলন স্বপ্নে না কল্পনায় হয় তা ভাবার চেষ্টা করছি।

মেয়েটি খুব শালীন ও রাজাসিক কায়দায় সামনের চেয়ারে বসলো।

বসেই বলতে লাগলো; আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষার আজ অবসান হলো। আমি অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের কারো না কারোর জন্য! আমার অপেক্ষার যথার্থ লোকটিই আজ তুমি এলে।

তাই নাকি!

হাঁ।

আমি কেন আপনার অপেক্ষার যথার্থ লোক দয়া করে তা কি বলবেন? শান্ত কণ্ঠে বললাম।

হাঁ। তা বলতেই তো এসেছি। কথাটি সে ম্লান মুখে বললো। তার ম্লান মুখ আমার মনে প্রভাব ফেললো। মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

আমার ভারাক্রান্ত চেহারা দেখে সে বললো; মন খারাপ করার মত কোন বিষয় তোমাকে বলবো কিনা জানি না। তবে আমার কিছু কথা আমি তোমাকে শোনাবো।

এতে আমার লাভ? আমি বললাম।

লাভ লোকসান তোমার বিষয়। আমার কাজ হলো শুধু বলা। মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে বললো।

কে আপনি? হঠাৎ করেই বলে উঠলাম।

আমার নাম সোনাই বিবি।

এটা কেমন নাম আবার! বর্তমানে এরকম নাম কেউ রাখে নাকি! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

আমিতো বর্তমানের মানুষ না। তাই আমার নাম বর্তমানের মত না।

তাহলে আপনি কে?

আমি জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ এর নব পরিণীতা স্ত্রী।



www.pathagar.com

তাই নাকি!
তুমি কি বিশ্বাস করতে পারছোনা?
না। এক শব্দে বললাম।
এর কারণ! মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো।
এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।
যেমন?
যেমন এক নাম্বার হলো বাংলাদেশে এখন জমিদারী বা জায়গীর প্রথা নেই। সুতরাং যেখানে জমিদারী প্রথাই নেই সেখানে জমিদার থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আর জমিদার না থাকলে আপনার অবস্থান কি থাকে?
তুমি খুব যুক্তিনির্ভর মানুষ। তাই না?
হাঁ। আমি যুক্তিনির্ভর সংস্কার মুক্ত চলার চেষ্টা করি।
ভালো। আমাদের সময় এমন মানুষ খুব একটা ছিলো না। আমার বাবা আর জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁকে দেখেছিলাম তোমার মত। অবশ্য তুমি জমিদার রহমত উল্লাহ খাঁ-এর বংশধর। তোমার সেটা থাকা স্বাভাবিক। মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে বললো।
আমরা খাঁ বংশের লোক না। আপনি সঠিক বলছেন না।
সেটা তুমি বুঝতে পারবে পরে। এর পূর্বে আমার কথাগুলো তোমাকে মন দিয়ে শুনতে হবে।
আপনি আমাকে যা বলবেন তা শুনবো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমার কল্পনা অথবা স্বপ্ন থেকে আজ আমার সহজে মুক্তি নেই। কিছুটা হতাশ কণ্ঠে বললাম।
তুমি যা ইচ্ছা আমার বিষয়ে ভাবতে পারো। কিন্তু আমার কথা শোনার পূর্ব পর্যন্ত আমার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।
ঠিক আছে আপনি বলুন। আপনার কথা আমি শুনবো।
ইতিপূর্বে তোমাকে আমার নাম বলেছিলাম। আমার জন্ম হয়েছিলো ইসলামাবাদে। আজমুদ্দিন সওদাগর ছিলো আমার বাবা। ইসলামাবাদের প্রসিদ্ধ সওদাগর বাড়ী ছিলো আমাদের বাড়ী। মেয়েটি বলতে লাগলো।
আমি তার কথার মধ্যে বলে উঠলাম; ইসলামাবাদ বলতে আপনি কি ঢাকার ইসলামপুর বোঝাচ্ছেন?
আরে না! তখন তোমাদের ঢাকার কোন উল্লেখযোগ্য পরিচিতি ছিলো না। বর্তমানের চট্টগ্রাম ছিলো তখন বিখ্যাত ইসলামাবাদ।
ও আচ্ছা।



www.pathagar.com

এখন যেমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা ঢাকায় ছোটে তখন সবাই ছুটতো ইসলামাবাদে। বড় ব্যবসা এবং যোগাযোগ কেন্দ্র ছিলো সেটা।

তাই নাকি!

হাঁ। শোন এরপর। আমার বাবা ছিলো সে এলাকার জমিদার। আমি ছিলাম তার একমাত্র মেয়ে।

আপনার কোন ভাই ছিলো না?

ছিলো। কিন্তু সে ছিলো অনেকটা খেয়ালী আর কবি টাইপের মানুষ। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতো। বিভিন্ন রাজ রাজাদের দরবারে কবিতা শোনাতো আর তাদের অতিথি রূপে দিন কাটাতো।

এরপর? আমি মূল কথায় নেয়ার জন্য বললাম।

তুমি এখন যে এলাকায় আছো তখন এ এলাকায় জমিদার ছিলো জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ।

এ এলাকায় কি জমিদারী প্রথা ছিলো! আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

অবশ্যই ছিলো। এবং এ এলাকার আদিবাসী লোকেরা ছিলো মুসলমান। জোর দিয়ে কথাগুলো বললো মেয়েটি।

কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে এই পাহাড়ী লোকেরা নাকি আদিবাসী।

কে বলছে তোমাদেরকে? যারা বলছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি এরা আদীবাসী হয় তাহলে এদের সাথে সমতলের লোকদের বিরোধ কেন? মানুষ কি সমতল রেখে জঙ্গলে প্রথম বাস করা শুরু করেছিলো? এদের ভাষার কোন রূপ তোমাদের ভাষা? মোগল আমলে এরা কোথায় ছিলো? বাংলা ভাষার আদি লিখিত রূপের কোনটার সাথে কি এদের লিখিত রূপের মিল পাওয়া যায়? এরা যদি আদিবাসী হয় তাহলে এদের ভাষার নিজেদের মাঝে এত বিভেদ কেন? শত অত্যাচার নির্যাতনেও বাংলার মানুষ সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠেনি। এরা কেন সমতল রেখে পাহাড়ে?

মেয়েটি কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তার প্রতিটি প্রশ্ন আমার মাথায় চাবুকের আঘাতের মত হিট করছে। আমি ঝিম ধরে বসে থাকলাম। কিছু বলতে পারছি না। মেয়েটি তখনও বলে চলছে।

সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান যখন ইংরেজিবিরোধী আন্দোলন করছে তখন এরা কি করছিলো? রাজসিক রাজবাড়ী নির্মাণের অর্থ এরা কোথায় পেল? কারা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করলো? বিনিময়ে এরা তাদের জন্য কি করলো? এ এলাকার মুসলমান জমিদারদের চিহ্নগুলো কারা নিশ্চিহ্ন করলো?



www.pathagar.com

আমার শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে। আর সহ্য করতে পারছি না। আমার অবস্থা দেখে মেয়েটি চুপ করে গেল। কিছু সময় পরে সে বললো; দুঃখিত আমি। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।

না, ঠিক আছে। সত্য সব সময়ই কষ্টকর।

নাও, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নাও। ঠাণ্ডা পড়ছে। মেয়েটি আমার দিকে আমার চাদরটি এগিয়ে দিলো।

আমি হাত বাড়িয়ে সেটা নিলাম। গায়ে জড়িয়ে নিলাম। এরপর তার দিকে তাকিয়ে বললাম; আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?

মেয়েটি চমৎকার এক হাসি দিয়ে বললো; আমি কি তোমার মত যে আমার ঠাণ্ডা লাগবে!

আমি আর কিছু বললাম না। ভুল বুঝতে পারলাম। কথা ঘোরানোর জন্য বললাম; জী! আপনি জমিদারী প্রথা পর্যন্ত বলেছিলেন।

ও, হাঁ। শোন। এরপর বাবা একদিন এ পাহাড়ী এলাকায় এলেন শিকারে। জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ দাওয়াত করেছিলেন। ঢাকা থেকে এলো দিল্লীর সুবেদারের লোকেরা। সবাই মিলে এক মাস পর্যন্ত শিকার করলো।

চমৎকার তো!

এখন যেমন বড় বড় প্রেসিডেন্টরা অবকাশ যাপনে যায় তখন সেটা ছিলো শিকার প্রথা। এবং সেখানেই জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ এর সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল।

তাই নাকি! আমি মুচকি হেসে বললাম।

হাঁ, তাই। মেয়েটি লাজনম্র কণ্ঠে বললো।

এরপর?

বাবা এসে আমাকে বললো। আমি বেঁকে বসলাম।

কি আশ্চর্য! কেন?

কেন তার উত্তর আমি তোমাকে দেবো না।

আপনার কি কাউকে পছন্দ ছিলো? সরু কণ্ঠে বললাম।

না। সে রকম কোন কিছু ছিলো না।

তাহলে?

আমার ইচ্ছে ছিলো অন্যটা।

সেটা কেমন?



www.pathagar.com

ঠিক আছে। তোমাকে বলছি। মূলতঃ আমি ছিলাম যোদ্ধা টাইপের মেয়ে। রণ কৌশলে আমি ছিলাম পারদর্শী। আমি এদিকে আরো এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিলো সুলতানা রাজিয়ার মত হবো।

ও, আচ্ছা! এরপর কি হলো?

কিন্তু পারলাম না। ভাগ্য আমাকে সে সুযোগ দিলো না।

কেন?

আমার অনিচ্ছা জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ জানলো। তিনি এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করলেন না।

তাই নাকি!

হাঁ। লোকটা আসলে বিশাল মনের মানুষ ছিলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটি বললো।

তাহলে আপনাদের বিয়ে হলো কিভাবে?

হাঁ, শোন। একদিন তার পক্ষ থেকে এক দূত এলো। বৃদ্ধ মানুষ। সাদা চুল, সাদা দাড়ী, মাথায় পাগড়ী, গায়ে জোব্বা।

ও, এরপর?

আমাকে জানানো হলো তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। আব্বাজান তার সাথে আমাকে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তিনি কি বলেছিলেন? উৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

তিনি শুধু একটা বিষয়ে জানতে চাইলেন। আমার অমত কেন?

আপনি কি বললেন?

আমি ভাবলাম এ ধরণের লোকদের কাছে বললে কোন ক্ষতি নেই। তাই অকপটে বললাম।

তাই নাকি?

মেয়েদের মনের বাঁধ শক্ত দেখায় কিন্তু শক্ত নয়। তাদের মনে ঢোকা সহজ আবার কঠিন।

বাহ্! চমৎকার সাহিত্য স্টাইলে বললেন তো।

সাহিত্য চর্চা অতীতের চেয়ে এখন ভালো।

তাই নাকি! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

হাঁ। আমার দৃষ্টিতে তাই তো মনে হচ্ছে। তো এরপর শোন।

জী বলুন। আমি তার কথায় মন দিলাম।

আমার ইচ্ছা বললাম। মুরুব্বী লোকটি বললো; যদি তিনি আপনার ইচ্ছার বাধা না হয়ে সহযোগী হন তাহলে আপনার অমত থাকবে?



www.pathagar.com

এবার আর কিছু বলতে পারলাম না। চুপ থাকলাম। বয়স্ক লোকটি এবার বললো, তার জন্য আমি কি বার্তা নিয়ে যাবো।

তাঁর কথার উত্তরে এদিক ওদিক তাকালাম। আমার সামনে ফুলদানী ছিলো। তাতে ছিলো একগুচ্ছ গোলাপ। সদ্য তুলে এনে সাজানো হয়েছিলো। আমার দাসীকে ইশারায় ডাকলাম। সে এলো। আমি তার হাতে ফুলদানীর ফুলগুলো তুলে রূপার থালায় করে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, এগুলো তার জন্য।

মেয়েটির কথায় আমি বলে উঠলাম; চমৎকার! চমৎকার জবাব। আমি একজন লেখক হয়েও ভাবতে পারছিলাম না আপনার জবাব কেমন হবে।

তোমার কাছে কি সত্যই আশ্চর্য মনে হচ্ছে? মেয়েটি মুচকি হেসে বললো।

অবশ্যই! আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম।

তোমার জন্য আরো আশ্চর্য অপেক্ষা করছে। বলতো সেটা কি হতে পারে? মেয়েটি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললো।

আমি কিছু সময় ভাবতে লাগলাম। মাথায় কিছুই এলো না। মাথা তুলে লজ্জিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালাম। আমার তাকানোর ভঙ্গি দেখে মেয়েটি বলে উঠলো; ঠিক আছে। লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি বলছি।

জী, বলুন। সত্যই আমি আপনার কথা শোনার আগ্রহ বোধ করছি।

আমি গোলাপগুলো দাসীর মাধ্যমে পাঠালাম। দাসী শুভ্র চুল দাড়ীওয়ালা লোকটার সামনে রাখলো। লোকটা কয়েক সেকেন্ড সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। এরপর ফুলগুলোর দিকে হাত বাড়ালো। আমার বুক কেঁপে উঠলো।

কেন?

কারণ ফুলগুলো আমি এ বৃদ্ধ লোকটির জন্য পাঠাইনি।

ও, আচ্ছা। এরপর?

লোকটি ফুলগুলো নিয়ে নাকের সামনে ধরলো। এরপর বললো, আলহামদুলিল্লাহ্।

তাই নাকি!

হাঁ।

এরপর কি হলো?

এরপর আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। ক্রোধান্বিত হতে লাগলাম। এ বয়সী একজন মানুষের গোস্তাখীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলাম না।

আচ্ছা। আমি হলেও তাই করতাম। এরপর কি করলেন?

দাসীদেরকে কঠোর নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

স্বাভাবিক।



www.pathagar.com

মুখে শব্দগুলো নড়াচড়া করছিলো। বলা বাকী মাত্র। ঠিক তখুনী ঐ ব্যক্তি বলে উঠলো; তিনি আপনার বার্তা পেয়েছেন। আপনাকে মোবারক বাদ।

তার কথায় আরো ফুঁসে উঠলাম। নির্দেশ দিচ্ছি দিচ্ছি। এ সময় দেখলাম, লোকটি মাথার পাগড়ী খুলে ফেললো। অতিরিক্ত ভ্রু এবং দাড়ী খুলে ফেললো। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এক সৌম্য যুবক। হাসি হাসি মুখে বলছে গোস্তাখী মাফ করবেন। রহমত উল্লাহ খাঁ-এর পক্ষ থেকে সওদাগরজাদী সোনাই বানুকে তাসলিম।

চমৎকার! একেবারে চমৎকার সিন। ড্রামাটিক এক্টিং। মেয়েটির কথার জবাবে আমি সোৎসাহে বলে উঠলাম।

তার চেহারায় লজ্জার আভা দেখতে পেলাম। নিজকে সামলে নিয়ে বললাম; এরপর? এরপর কি হলো বলুন?

হাঁ, এরপর শোন। আমি লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ছুটে পালালাম। একেবারে অন্দর মহলে। আমার লজ্জার অংশীদার হলো আমার বিছানা।

আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। চুপ থাকলাম।

মেয়েটি নিজ থেকে বলতে লাগলো; এরপর কি হতে পারে দেখি তুমি বলতো?

আমি মুচকি হেসে বললাম, মিলন পর্ব।

হাঁ। আব্বাজান ধুমধামে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমি সোনাই বানু থেকে সোনাই বিবি হয়ে গেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে চমৎকার এক হাসি দিলো। এ হাসি আমার চিত্তে নাড়া দিলো। প্রেম বলে যদি কোন জিনিষ থাকে তাহলে আমার মতে এ হাসির নামই তা হওয়া উচিত।

এরপরের ঘটনা শোনার প্রত্যাশায় বললাম; এর পরের অংশ বলুন।

মেয়েটি একটু নড়েচড়ে বসলো, আলোর প্রতিফলন পুনরায় হলো। আমি সেটা খেয়াল না করে পরের ঘটনা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম। মেয়েটি বলতে শুরু করলো।

তিনি এক মাস আমাদের বাড়ীতে থেকে গেলেন। লোকজন খুশীতে তাকে এ পাড়া ও পাড়ায় দাওয়াত দিচ্ছে। তিনি খুশি মনে যাচ্ছেন। ইসলামাবাদকে শ্বশুর এলাকা বলে মনেই করলেন না। নিজের এলাকা মনে করে ঘুরতে লাগলেন।

আচ্ছা। এরপর?

হঠাৎ একদিন খবর এলো। বাংলার নবাব লোক পাঠিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ।

তাই নাকি! আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।



www.pathagar.com

হাঁ। তিনি তার লোকের সাথে এ এলাকায় চলে এলেন। আমাকে রেখে এলেন বাবার কাছে।

একদিন হঠাৎ করে এলেন। অল্প সময়ের জন্য। বাবার সাথে কথা বললেন। আমাকে জানালেন, ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে নবাবের কি যেন সমস্যা হচ্ছে। নবাব তাকে নবাবের সাথে থাকতে বলেছেন কয়েকদিন। নবাব আর তিনি ছিলেন সমবয়সী। সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর মত।

এরপর?

আমি যেতে চাইলাম। নিতে চাইলেন না। বললেন, নবাবের প্রাসাদেও নাকি নবাব নিরাপদ নয়। তা ছাড়া আমাদের বিয়ের সংবাদ তিনি নবাবকে দিতে পারেননি।

হাঁ। যৌক্তিক কারণ।

এরপর তিনি চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক মাস সাত দিন পরে। এসে মুর্শিদাবাদের অবস্থা জানালেন। নবাবের সাথে তিনি একটা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে ইংরেজরা পরাজিত হয়ে জাহাজে আশ্রয় নেয়। এটাও জানালেন।

এরপর কি হলো?

এরপর অল্প কিছুদিন পার হলো। ইতিমধ্যে নবাবের সৈন্য বাহিনীতে তিনি কিছু লস্কর পাঠালেন। নবাব পরাজিত হলো। লস্কররা ফিরে এলো অল্প কিছু। বাকীরা পালিয়ে গেল।

ও, আচ্ছা।

আব্বাজানের সাথে তিনি একদিন কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে নিয়ে এ এলাকায় আসবেন। জমিদারীতে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছিলো। তিনি নিজে না থাকায় এ সমস্যাগুলো হচ্ছিলো।

স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে সংবাদ এলো মুর্শিদাবাদে নবাবকে হত্যা করা হয়েছে। তার স্থলে মীর জাফর নবাব হয়েছে। ইংরেজরা মীর জাফরের চালিকা শক্তি। নবাবের পক্ষে যারা লস্কর পাঠিয়েছিলো তাদের জমিদারী বাতিল করবে নতুন নবাব।

তাই নাকি!

হাঁ। সব সংবাদ আসছিলো।

এরপর?

যথা সময়ে আমাকে আব্বাজান আম্মিজান সাজিয়ে হাতীর পিঠে পাল্কিতে তুলে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জমিদারীর সীমানা পর্যন্ত এলেন তারা। শেষ বার হাতী থামিয়ে আব্বাজান আমার কপালে চুমো দিয়ে বিদায় নিলেন।



www.pathagar.com

ও।

চোখের পানি বাঁধ মানছিলো না।

এটাই স্বাভাবিক। বাংলার মেয়েরা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন মেয়েরা বিয়ের সময় কাঁদে কিনা আমার জানা নেই।

আমারও জানা নেই। এরপর শোন। আমি যখন জমিদার বাড়ীতে পা রাখলাম তখন সন্ধ্যা। পাহাড়ী এলাকায় সন্ধ্যা হয় দ্রুত। তাই সন্ধ্যাকে রাত মনে হলো।

আমার কথা তার মুখ দিয়ে শুনে আমার ভালো লাগলো। তিনি বলে চলেছেন। আমি শুনছি।

কিন্তু সে সন্ধ্যা আর কোন ভোরের আলোর দেখা পায়নি আমার জীবনে। আব্বাজান প্রাসাদে ফেরার পথেই ইংরেজদের একটা গ্রুপ তাকে গুলি করে হত্যা করলো।

জমিদার রহমত উল্লাহ খাঁ এ সংবাদ শুনে ক্ষেপে উঠলেন। রাতের মধ্যেই লস্কর নিয়ে রওয়ানা দিলেন ইংরেজদের উদ্দেশে। আমাকে বলে গেলেন। আমি যদি ফিরে না আসি তা হলে যদি পারো জমিদারী রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। কিছু লস্কর রেখে গেলাম। আর তা না পারলে অন্তত নিজকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

আমি চোখের পানিতে তাকে বিদায় দিলাম।

এরপর! এরপর বলুন।

সে বিদায় শেষ বিদায় হলো। রাতের মধ্যেই খবর এলো তিনি পরাজিত হয়েছেন। তার কোন সংবাদ কেউ দিতে পারলো না। সবাই বললো, ইংরেজরা এদিকে এগিয়ে আসছে।

আমি ফুঁসে উঠলাম। আমিও সওদাগর কন্যা জমিদারনী সোনাই বিবি। আব্বাজানেরর সাজিয়ে দেয়া পোশাকে লস্কর তলব করলাম। কিন্তু হায়! আমাকে রেখে তখন সবাই পালাতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে ফেরাতে পারলাম না।

ভোর রাতে ইংরেজরা জমিদার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলো। আমি ভালো ঘোড়া চালাতে জানতাম।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তাদের সামনে দিয়ে। তাদের কয়েকজনকে হত্যা করলাম। তারা আমাকে ধাওয়া করতে লাগলো। আমি অচেনা রাস্তা ধরে ঘোড়া হাঁকাতে লাগলাম।

এ এলাকার কোন পথ আমার চেনা থাকার কথা না। তারপরও ছুটতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তারা আমার ঘোড়া লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ঁলো। আহত ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম।



www.pathagar.com

পড়ে গিয়ে তরবারি কোষমুক্ত করলাম। কিন্তু তারা কাছাকাছি এলো না। দূর থেকে অগ্নি বুলেট ছুড়লো।

আমার পোশাকে আগুন লেগে গেল। চিৎকার করতে লাগলাম। মুক্তির আশায় ছোটাছুটি করতে লাগলাম। তারা তখন উল্লাসে চিৎকার করতে লাগলো।

আমার চুলে আগুন লেগে গেলে। চামড়া পুড়তে লাগলো। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলাম। খোদাকে ডাকতে লাগলাম। চারদিকের লোকগুলো আমাকে কোন দয়া করলো না। এক পর্যায়ে আমি চলে এলাম চিরস্থায়ী জগতে।

আমার সাথে জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ-এর এক মাস বয়সী ভ্রূণটাও চলে এলো।

আমার পুরো শরীর পোড়া পর্যন্ত তারা থাকতে পারলো না। হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। এর সাথে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

ঝড় বৃষ্টির তোড়ে পাহাড়ী ঢল সৃষ্টি হলো। সে পাহাড়ী ঢলের তোড়ে পাহাড়ী মাটি ধসে পড়লো। ধসে পড়া মাটি আমার উপর পড়ে আমাকে পরম যত্নে কোলে টেনে নিলো। আমার প্রভু আমার গায়ে বেনিয়াদের নোংরা হাত দিতে দিলেন না।

একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম এতক্ষণ। এখন তা থেকে বেরিয়ে এসে বললাম; তাহলে এই আপনি কে?

মেয়েটি চোখ মুছলো। তার ভেজা চোখ আমার চোখকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

কি ব্যাপার! তোমার চোখ ভেজা কেন?

আমি কিছু বললাম না। আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে আবারও।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না? মেয়েটি ধরা কণ্ঠে বললো।

না হচ্ছে না। বলতে বলতে আমার ভেজা চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলো।

মেয়েটি তার ওড়নার প্রান্ত হাতে নিয়ে তার হাতকে আমার চোখের দিকে এগিয়ে আনতে লাগলো। আমি নিজকে একটু সরিয়ে নিলাম। সে হাত আর এগিয়ে আনলো না। নামিয়ে নিলো।

আমি সোনাই বিবি। তোমার পূর্ব পুরুষ রহমত উল্লাহ্ খাঁর হতভাগিনী স্ত্রী। এ কথা বলে সে মাথা নিচের দিকে নিয়ে নিলো।

আমি নিজকে সামলে নিয়ে বললাম, রহমত উল্লাহ খাঁ নামে আমাদের কোন পূর্ব পুরুষ ছিলেন না। থাকলে আমরা অবশ্যই খাঁ বংশ হতাম।



www.pathagar.com

মেয়েটি বললো, তুমিই হলে খাঁ বংশের পঞ্চম পুরুষ। না হলে তোমার সাথে কথা বলতাম না।

কিভাবে আপনি এ বিষয়ে শিওর হলেন? তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললাম।

আমার কথা সঠিক। আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। অল্প একটু বাকী আছে। মেয়েটি বললো।

ঠিক আছে শেষ করুন।

মেয়েটি শুরু করলো। রহমত উল্লাহ্ খাঁকে তারা ধরতে পারেনি। সংগত কারণে তিনি পালিয়ে যান। এক পর্যায়ে তারা তাকে খুঁজতে থাকে। পাহাড়ের আনাচে কানাচে। প্রজাদের ঘরে ঘরে তল্লাশি করে নির্বিচারে মানুষ মারতে থাকে।

তাই নাকি!

হাঁ।

এরপর?

দু'চারদিন এ ঘরে ও ঘরে তিনি লুকিয়ে থাকলেন, কিন্তু কেমন করে যেন তারা খবর পেয়ে যেত। এবং ঐ ঘরের লোকদেরকে মেরে তারা ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতো।

এরপর তার কি হলো?

একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রজাদের কষ্ট আর বাড়াবেন না। এ এলাকা ত্যাগ করবেন।

সঠিক সিদ্ধান্ত।

শেষ বারের মত তিনি এলেন আমাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিলো সেখানে। আমি তখন কোটি মণ মাটির নীচে। নীরবে কিছু সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দু'চোখ দিয়ে তার অশ্রু ঝরছিলো। আমি তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিলাম না।

অবশ্য আপনার কিছু করতে পারারও কথা না। তার কথার সাথে যোগ করে বললাম।

হাঁ, তা ঠিক। এরপর তিনি চিরদিনের জন্য এ এলাকা ছেড়ে রওয়ানা হলেন। তিনি ঠিক করলেন স্থলপথে যাবেন। কেননা তার বন্ধু মুর্শির্দাবাদের নবাব নদীপথে সফল হননি। ধরা পড়ে গিয়েছিলেন।

হাঁ, তাই ছিল তার জন্য ভালো।

কিন্তু স্থলপথ ছিলো কষ্টকর। তখন নৌপথ ছিলো সহজ। তিনি ঝুঁকি এড়াতে কষ্টকে বেছে নিলেন।



www.pathagar.com

তাতো বুঝতে পারছি।
তিনি ফেনী চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলেন। সেখানে এক পাট ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করলেন।
আপনাকে ভুলে গেলেন! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।
সেটাই স্বাভাবিক। মৃত স্ত্রীর শোকে সন্ন্যাসী হলে আজ তোমার সাথে কি দেখা হতো?
না। তা অবশ্য হওয়ার কথা না।
এই প্রথম তুমি আমাকে স্বীকার করে নিলে। মেয়েটি কথাটি বলে মুচকি হেসে উঠলো।
আমি চুপ করে গেলাম। কিছু সময় পর বললাম, আপনার কথা কি শেষ?
এই তো! একেবারে শেষের দিকে।
শেষগুলোও শুনতে চাই।
আচ্ছা শোন। রহমত উল্লাহ খাঁ যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলো তার একটা কারণ ছিলো।
কি কারণ? আমি জানতে চাইলাম।
দেখি তুমি বলতো? মেয়েটি কথাটা বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।
সে কি আপনার আত্মীয় ছিলো?
না। ধরতে পারোনি। ঠিক আছে আমি বলছি।
জী, বলুন।
মেয়েটি দেখতে ছিলো আমার মত।
কি বলছেন! কোনদিক থেকে আপনার মত ছিলো?
দেখতে, অঙ্গভঙ্গিতে, বর্ণে এবং উচ্চতায়। কথাটা মেয়েটি একটু লাজুক ভঙ্গিতে বললো।
বাহ্! তাহলে আর বাকী থাকলো কি?
এজন্যই তো খাঁ সাহেব ছয় বছর আমার স্মৃতি ধরে রাখলেন। এরপর আমাকে সেট করলেন ঐ মেয়েটার মাঝে।
সেটা কেমন?
তিনি মেয়েটার নাম পরিবর্তন করে সোনাই বিবি রাখলেন।
বাহ্! একেবারে কোকিলতালিয় ব্যাপার।
সেই মেয়েটির মাধ্যমে খাঁ সাহেব তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে ধরে রাখলেন। তিনি তার সব অতীত ঢেকে ফেললেন। হয়ে গেলেন পুরো দস্তুর ব্যবসায়ী।
কিন্তু তিনিই যে আমাদের পূর্ব পুরুষ সেটা বুঝবো কি করে?


www.pathagar.com

সেটা আমি জানি না। আমার কথা শেষ। আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।
মেয়েটি স্থির চোখে কথাগুলো বললো।
আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। কিছু সময় চুপ থেকে বললাম; আমি কি এখন স্বপ্ন বা কল্পনা থেকে বের হতে পারবো?
আমি জানি না। গোমড়া মুখ করে সে বললো।
আপনার জানার কথা না। কারণ আপনি নিজেই আমার সৃষ্টি। আমি এতক্ষণ আমার সৃষ্ট এক চরিত্রের সাথে কথা বলেছি।
তাই নাকি! সরু কণ্ঠে বললো সে।
হাঁ। তাই। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।
এর পেছনে তোমার যুক্তি কি?
আছে। প্রথমত হলো আমি লিখতে পারছি না। লিখতে না পারার কারণে আমার তৈরী চরিত্র আমার নিউরনে ঘুরপাক খাচ্ছে। একাকী নীরব এ স্থানে এসে গভীর রাতে এটা প্রবলভাবে প্রকাশিত হলো। এমনকি এক পর্যায়ে এটা আমার সামনে উপস্থিত হলো। আমি তাকে দেখতে লাগলাম। তার সাথে কথা বলতে লাগলাম। ইংরেজীতে এর একটা সুন্দর শব্দ আছে। সাইকোলজিস্টরা ব্যবহার করে থাকেন।
সেটা কি? মেয়েটা আমার কথার মাঝে কথা বলে উঠলো।
হেলুসিনেশন। আমি বললাম।
ও!
এর কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে সে সব সময় তাদের কে দেখতে পায়। তাদের সাথে কথা বলে। তাদের কথার জবাব দেয়। তাদের দুঃখে কাঁদে। তাদের সুখে হাসে।
তাই নাকি! মেয়েটি আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠলো।
শুধু তাই না। সে ঐ ব্যক্তিদের শত্রুদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাস্তবকে তার কাছে স্বপ্ন মনে হয়। ঐ জগতকে বাস্তব মনে হয়। ফলশ্রুতিতে বাস্তবের কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া, উঠাবসা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ তখন ঐ ব্যক্তিকে উন্মাদ বা পাগল বলে থাকে।
চমৎকার প্র্যাকটিক্যাল মানুষ তুমি। মেয়েটি মুচকি হেসে বলে উঠলো।
আপনি কি চান আমি সে পর্যায়ে পৌঁছে যাই?
না। কক্ষনো না।
তাহলে দয়া করে আপনি আর আসবেন না। আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম।
মেয়েটি চুপ করে থাকলো কিছু সময়। তারপর মাথা নীচু করে ফেললো। তার মাথা নীচু করার কারণ আমি ধরতে পারলাম। সে অশ্রু লুকাতে চাচ্ছে।



www.pathagar.com

আমি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লাম। কি করা যায় ভাবছি। আমার সামনে উপস্থিত আমার কল্পনা আমাকে কাবু করে ফেলতে চাচ্ছে। মেয়েদের অশ্রু যোদ্ধার বুলেটের চেয়েও ভয়ংকর। আমি সে ভয়ংকর বুলেট থেকে বাঁচার জন্য ঢাল ব্যবহার করলাম।

আচ্ছা শুনুন! আপনার সাথে আমি একটা সন্ধিতে পৌছতে চাই।

মেয়েটি মাথা তুললো আস্তে করে। তার ভেজা চোখ আমার দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। সে ম্লান মুখে বললো; সেটা কেমন?

আমি মুচকি হেসে বললাম; আপনি আমাকে কিছু দেবেন। বিনিময়ে আমি আপনাকে কিছু দেব।

মেয়েটি ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছে বললো; আমি কি দেব? আপনি কি দেবেন?

আপনি আমার কাছে আর আসবেন না।

আশ্চর্য দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছু সময়। এরপর বললো; বিনিময়ে আপনি আমাকে কি দেবেন? যদিও এ মুহূর্তে কোন কিছুই আপনাদের থেকে নেয়ার মত আমার নেই।

তাই নাকি! আমি মিটিমিটি হেসে বলতে লাগলাম।

আমার তো মনে হচ্ছে তাই। মেয়েটি সরু কণ্ঠে বললো।

দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। অন্য কেউ কিছু দিতে পারবে কিনা সেটা আমার বিষয় না। কিন্তু আমি পারবো বলে মনে হচ্ছে। আমি হাসি ধরে রেখে বললাম।

সেটা কেমন? মেয়েটি তার পূর্ব কণ্ঠে বললো।

আমি আপনার পুরো ঘটনা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো। তার প্রধান চরিত্র হবেন আপনি। আমার অফারটা কেমন মনে হচ্ছে?

মেয়েটি যারপরনাই আশ্চর্য হলো। তার চেহারা দেখে আমি তা বুঝতে পারছি। ইতিপূর্বে সে আমাকে আশ্চর্য করেছিলো। এখন আমি তাকে করছি। বল আমার কোর্টে বলে মনে হচ্ছে।

মেয়েটি এবার একটু হেসে উঠলো। এরপর বললো; আপনি সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিমান। প্রথমে আপনি যখন ভাবাবেগে ছিলেন তখন আমি ছিলাম বুদ্ধিমান। এখন কিন্তু আপনি।

ঠিক বলেছেন। এজন্যই প্রথমে আপনি আমাকে বলেছিলেন তুমি। কিন্তু এখন বলছেন আপনি। মিটিমিটি হেসে বললাম।



www.pathagar.com

যাক বাবা! আপনি একেবারে প্রমাণসহ বললেন। সে স্মিত হেসে বললো।

ভুলে যাচ্ছেন কেন। লেখকদের মাঝে আবেগ, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি মানবিক দিক অন্যদের চেয়ে বেশী থাকে। কিন্তু কোন লেখকই বোকা হয় না।

অবশ্যই। লেখকরা বোকার ভাব ধরে কিন্তু বোকা না। মেয়েটি কথাটা বলে হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে এরপর বললো; কাজের কথায় আসি। আমার সময় কম।

অবশ্যই।

আপনার সন্ধি প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। তবে একটা অনুরোধ করবো।

অবশ্যই করবেন। আমার সেটা শুনতে মন চাচ্ছে।

উপন্যাসের নাম আমি দেব।

আমি কিছু সময় চুপ থেকে বললাম; ঠিক আছে। কি নাম দিতে চান?

সোনাই বিবি। বাক্যটি বলে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি বুঝতে পারলাম তার এ তাকানোর অর্থ হলো আমার সম্মতি নেয়া।

আমি মুখে কিছু বললাম না। টেবিলের উপর কাগজ কলম দেখিয়ে বললাম; আপনি নিজ হাতে লিখে দিন। আপনার নিজ হাতের লেখাটিই আমি স্ক্যান করে প্রচ্ছদে দিয়ে দেব।

আনন্দে মেয়েটির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যে ক'জন মানুষের আনন্দিত চেহারা আমার স্মৃতি ধরে রেখেছিলো আজ তার সাথে যুক্ত হলো আরেকটি।

আমি তাকিয়ে আছি। মেয়েটি আমার কলম হাতে নিলো না। এর পরিবর্তে সে তার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল চোখের কাছে নিলো। চোখ থেকে অশ্রু মিশ্রিত কাজল আংগুলের ডগায় লাগালো। এরপর কগজের উপর লিখলো ধীরে ধীরে। একবারে এক অংশ।

আমি তাকিয়ে দেখছি। একবার একটু লিখছে। কালি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার চোখের কিনার থেকে কাজল নিচ্ছে। আবার লিখছে। তার সমগ্র সত্তা উজাড় করে পরম যত্নে সে লিখলো। আমি তখন ভাবছি। যে উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে সে আমার উপন্যাসের নাম লিখে দিচ্ছে তার বিনিময়ে আমি তা কতটুকু সার্থক রূপে লিখতে পারবো।

অশ্রু কাজল কালি দিয়ে লেখা সোনাই বিবি বাক্যটার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ভিজে উঠলো অজান্তে। সে ভেজা চোখ বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারছে না অশ্রুভরা নদীকে। প্লাবিত করছে তার দু'পাড়। কপোল বেয়ে সে ধারা নেমে আসছে অঝর ধারায়।



www.pathagar.com

আলো কমে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। মেয়েটি চলে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে সে পেছন ফিরলো। ঠিক তখুনি আমার মন কেমন যেন হয়ে উঠলো। আমার মনে হলো ভালোবাসার ডালি আমি নিজ হাতে ছুঁড়ে ফেললাম। হায়! আমি কি ভুল করলাম।

লেখকের আনন্দের অংশ পাঠক উপভোগ করে। ব্যথার অংশীদার কেউ হয় না। যেমন এ ব্যথার অংশীদারও কেউ নয়। শুধু আমি আমি আর আমি।

আমি মাথা তুললাম।

আমার সামনে হাশমত দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নীচের দিকে দিয়ে। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম; কি হাশমত! কিছু বলবে?

স্যার, সূর্য উঠবে অল্প পরে।

আমি স্প্রিং এর মত লাফিয়ে উঠলাম। হাশমত ছুটলো আমার পিছু পিছু। অজুর পানি সে গরম করে রেখেছিলো।

অজু করে নামাজ সেরে ফেললাম।

বাইরে হাঁটছি। কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ী ভোর দেখছি। অনেক উপরে আলোর ঝলক। শিশির বিন্দুর উপর পড়ছে। সেখানে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে। কবিরা একে মুক্তো দানার মত শিশির বিন্দু বলে। কিন্তু আমি পারছি না। কেন পারছি না বুঝতে পারছি না।

স্যার, চা দিমু? হাশমত আমার কাছে জানতে চাইলো।

দিতে পার।

এখানে আনমু না ঘরে বসবেন।

খোলাস্থানে হিমপড়া কুয়াশাঘেরা পাহাড়ী স্থানে ধূমায়িত চা। শালগায়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। পাশে দণ্ডায়মান একজন সে চা ঢেলে দিচ্ছে পরম যত্নে। যাতে করে লোকটি নিজকে নিঃসঙ্গ মনে না করে।

এ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি বলে উঠলাম; বাইরে দিতে পার।

আমি সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। পাহাড়ের শোভা বৃক্ষরাজি। তারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের ফাঁক গলে সূর্য রশ্মির একটি ক্ষীণ ধারা কুয়াশার ওড়না ভেদ করে একটি কচি লালচে পাতায় পড়ছে। শিশির বিন্দু,



www.pathagar.com

লালচে রং এবং সূর্য রশ্মি। তিনের মিশ্রণে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমি প্রাণ ভরে তা উপভোগ করার চেষ্টা করছি।

স্যার, চা দেয়া হয়েছে।

হাশমতের কথায় আমি বাস্তবে এলাম। বললাম; চলো।

চমৎকার করে টি টেবিল সাজিয়েছে হাশমত। বেতের চেয়ার টেবিল। টি পট। খালি কাপ পিরিচের উপর। এক পাশে ছোট ছোট পটে চিনি, দুধ, টি ব্যাগ। ছোট চারটা প্লেটে চার ধরণের বিস্কিট। চামচ। ওয়াটার বটল, খালি গ্লাস।

আমি চেয়ারে বসলাম। বসে সাজানো জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। হাশমত বললো; স্যার! কোন সমস্যা বা ভুল হইছে আমার?

আমি তার দিকে তাকালাম। মুচকি হেসে বললাম; চমৎকার! তুমিতো খুব চমৎকারভাবে টেবিল সাজিয়েছো।

লজ্জা দেবেন না স্যার! সে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো।

চার ধরণের বিস্কিট কি ইশতিয়াক আনিয়েছে?

জে স্যার। চার না বারো ধরণের আনাইছে।

কি বলছো! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

ইশতিয়াক স্যার বলছে দরকার হইলে আরো আনতে।

যা বোঝার বুঝে ফেললাম। কথা বাড়ালাম না। হট ওয়াটার কাপে ঢালতে লাগলাম। হাশমত সহযোগিতা করতে লাগলো।

চায়ের কাপ ঠোঁটের সামনে আনলাম। চমৎকার ঘ্রাণ আসছে। আস্তে করে চুমুক দিলাম। তখুনি গত রাতের সব ঘটনা মাথায় চলে এলো।

বিষয়টা ভাবতে লাগলাম। একটি একটি করে তথ্য মাথায় আনলাম। বিশ্লেষণ করলাম। যুক্তির মাপকাঠি দিয়ে যাচাই বাছাই করলাম। বাস্তবতার কস্টিপাথরে ঘষলাম। একোয়া রিজিয়ায় ফেললাম। খাদ দূর করার জন্য।

একটি অংশ ব্যতীত বাকী সবগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। সবগুলোর নিরিখে এক একটি অংশ অসম্ভব। এর প্রবাবিলিটি জিরো। এ সিদ্ধান্তে এসে চায়ে দ্বিতীয় চুমুক দিলাম।

চা শীতল রূপ ধারণ করেছে। ঠাণ্ডা চা নিরর্থক। আমি অন্য কাপে হট ওয়াটার ঢাললাম। চা পর্ব শেষ করে চেয়ার ছাড়লাম। উদ্দেশ্য জিরো প্রবাবিলিটির বিষয়টা পরীক্ষা করা। এর পূর্বে বাকী দু'একটা বিষয় জানা প্রয়োজন।

সে উদ্দেশে হাশমতকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে কি সোলার ইলেকট্রিসিটি শেষ হয়ে গিয়েছিলো?

না স্যার। যে বিদ্যুৎ আছে এটাতে দুই দিন অনায়াসে চলবো।



www.pathagar.com

ও আচ্ছা। দো'তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে যে দরজা এটা কি তুমি সকালে খোলা পেয়েছিলে?

না স্যার। উপরে আপনে থাকবেন। আমি নিজ হাতে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দরজার সামনে বিছানা পাতছি। কোন সমস্যা অইছে স্যার?

না।

তয় আপনার ঘরের দরজা ভেতর থাইকা বন্ধ ছিলো না। আর সব দরজা বন্ধ ছিলো। কিন্তু আপনার ঘরে ঢুকতে অইলে আমার সামনের দরজা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

কথাটা বলে হালকা মনে চেয়ার ছাড়লাম। গত রাতের বিষয়টা ড্রিম ছিলো। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে উপরে আমার রুমের উদ্দেশে চললাম। ভেজানো দরজা ঠেলে রুমে ঢুকলাম। ঢুকে টেবিলের দিকে তাকালাম। তাকিয়েই চমকে উঠলাম।

টেবিলের উপর এক প্রস্ত কাগজ। তার উপর স্পষ্ট অক্ষরে লিখা বড় করে সোনাই বিবি।

আমি লিখাটার দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকলাম। যে অংশটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা জিরো ধরেছিলাম তা এক মুহূর্তে রয়েল স্থানে চলে এলো। আস্তে করে কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

চোখের সামনে গত রাত একশত ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিছু সময় কাগজটা চোখের সামনে ধরে রাখলাম। এরপর আস্তে করে তা নামিয়ে রাখলাম।

সেলুলার আওয়াজ করে উঠলো। সেদিকে মন দিলাম। ইয়েস বটম চাপলাম। আমার স্ত্রীর কণ্ঠ কানে ধ্বনিত হলো। তার কথার দিকে মন দিলাম।

সালাম বিনিময়ের পর বললাম, কেমন আছেন সোনাই বিবি?

: কিছু সময় চুপ। এরপর বললো তাছলীম জনাব। আলহামদুলিল্লাহ্। খোশ নসীব আমার। এরপর হাসি।

: চমকে উঠলাম। কণ্ঠটা অপরিচিত মনে হচ্ছে। চুপ করে থাকলাম।

: কি জনাবে আ'লা। লা-জওয়াব কেন? এরপর হাসি।

: বাস্তবে এলাম। তুমি সোনাই বিবিকে চেন নাকি?

: এতদিন চিনতাম না। এবার চিনেছি হুজুর।

: ঠাট্টা নয়। এ নাম তুমি কোথায় পেয়েছো?

: পেয়েছি একজনের কাছে। সে বলেছে।

: কে বলেছে?

: একজন লেখক। যে কিনা কোন চরিত্র সৃষ্টি করলে সে চরিত্রে প্রথমেই তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে। তিনি খুব রসিক মানুষ। অথচ বাইরের মানুষের কাছে তিনি কঠিন মানুষ।



www.pathagar.com

: তুমি নাস্তা করেছো?

: আপনি করেছেন? জনাবের নাস্তার মেনু আজ কি ছিলো? গোস্তাখী মাফ করবেন। অধমের জানতে ইচ্ছে করছে।

: আবার চমকে উঠলাম। এরপর আবার স্বাভাবিকে এসে বললাম। হ্যাঁ, চা-বিস্কিট। চার ধরণের বিস্কিট। ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কাপ চা।

: তুমি তোমার পাহাড়ীকা পেয়ে গেছো। আজ কি রওয়ানা দেবে?

: কি করে বুঝলে?

: তোমার একটি অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ আমার কাছে খুব বেশী দুর্বোধ্য নয়।

: কোন অংশ?

: সেটা তোমাকে আগেও বলেছি।

: আজ আবার বল।

: তোমার লেখার অংশ। এ অংশ আজও আমি বুঝতে পারি না। কি করে তোমার মাথায় এগুলো আসে। আমি বুঝি না।

: আমি নিজেও বুঝি না। এরপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার।

: রাতে গরম কাপড় পরে বসেছিলে?

: না,মনে ছিলো না।

: আমি মনে করে দেওয়ার পরেও ছিলো না।

: না।

: সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলো, এখন কি শরীর খারাপ বোধ করছো?

: আরে নাহ্! তুমি শুধু শুধু ভাবছো। আমার মনে ছিলো না। লিখতে বসার পর একজন মনে করে দিয়েছে।

: সে মিটিমিটি হেসে বললো; কে সে?

: শান্ত কণ্ঠে বললাম, সোনাই বিবি।

: যাক। তবুও কারো একজনের কথা তুমি শুনেছো। আমি এতে নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি এলে সোনাই বিবির গল্পশুনবো। তোমার ভালো পাঠক না হতে পারি ভালো শ্রোতা হিসেবে অস্বীকার করতে পারবে না।

: এ ব্যাপারে তোমাকে তেত্রিশে চৌত্রিশ দেয়া আছে। আমি মাঝে মধ্যে ভাবি তুমি যদি আমার গল্পগুলো না শুনতে তাহলে হয়তো লিখতে পারতাম না।

: এ অংশ থাকুক। তোমার মত একজন বিশেষ মানুষের জন্য আমার অনেক কিছু করার ছিলো। আমার সীমাবদ্ধতায় সেগুলো হয়তো সম্ভব হয়নি।

: তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম, প্রতিটি বিশেষ মানুষের পাশে কিছু মানুষ থাকে। তারা ঐ মানুষকে বিশেষ মানুষ থাকতে হেল্প করে। পৃথিবীতে একাকী কোন বিশেষ মানুষ তৈরী হয়নি। কখনো হবে না। এই হওয়া না হওয়াটা



www.pathagar.com

বিশেষ মানুষের উপর নির্ভরশীল না। ঐ বিশেষ মানুষের নিয়ন্ত্রকের উপর নির্ভরশীল। এবং তিনিই ঐ বিশেষ মানুষের পাশে আরো কিছু মানুষকে জড়ো করে দেন। তেমনি তোমাকে দিয়েছেন আমার এক অংশে।

: আমার দীর্ঘ কথা সে মন দিয়ে শুনলো। এরপর বললো, তোমার কথা আমাকে আমার ক্ষুদ্রতার কথা স্মরণ করে দিলো।

: আরে রাখো তোমার ক্ষুদ্রতা বৃহদ্রতা। তোমাকে সোনাই বিবির গল্প বলার জন্য আমি ইশতিয়াক এলেই রওয়ানা হবো।

: আমি অপেক্ষা করবো।

: ..................।

: ................।

আমাদের কথা শেষ হলো। কথা শেষে সেলুলার পকেটে রাখলাম। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। চোখ বন্ধ করে পাঁচবার "সোনাই বিবি" লাইনটা লিখলাম। এরপর চোখ মেললাম। না, আমার লেখা কোন লাইনই ঐ লাইনের সাথে মিললো না। কিছু সময় লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এরপর আবার একইভাবে লিখলাম। এবারও ঐ লাইনের মত হয়নি।

বাম হাতে পাঁচবার লিখলাম। একবারও হয়নি। ছোট বাচ্চাদের স্টাইলে হলো। হাশমতকে ডাকলাম।

হাশমত ছুটে এলো। এসেই বলতে লাগলো; লেখা স্যার। আমারে ডাকছেন?

হ্যাঁ।

বলেন স্যার।

হাশমত, তুমি পড়ালেখা কতটুকু করেছো?

হাশমত মাথা নীচের দিকে দিয়ে বললো; কেলাস ফাইব।

ও' আচ্ছা। এখানে কি লিখিছি পড়তো।

হাশমত লেখাটার দিকে তাকালো। এরপর একটু জোরে বললো; সোনাই বিবি স্যার।

গুড। এখন এটা তুমি এ লেখা দেখে দেখে প্রথমে লিখবে। এরপর মুখস্থ লিখবে। পারবে?

হাশমত আমতা আমতা করে বলতে লাগলো; স্যার! লেখা এক্কেবারে খারাপ। নিজে পড়তেই কষ্ট হয়।

তোমাকে পড়তে হবে না। পড়বো আমি। একটু হেসে বললাম।

সে দীর্ঘ সময় নিয়ে লিখলো। কিন্তু তার লেখা আমাকে হতাশ করলো। কোনটাই মিললো না।



www.pathagar.com

আমি লেখাটার দিকে আবার তাকিয়ে থাকলাম। চোখের সামনে সেটা তুলে ধরলাম। হঠাৎ মনে হলো কাগজের মধ্যে অস্পষ্ট সোনাই বিবির চেহারা ভেসে উঠছে। দ্রুত চোখের সামনে থেকে তা নামিয়ে নিলাম।

হাশমত দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে বললাম; হাশমত! গাড়ির টিকেটের ব্যবস্থা কর। ঢাকা যাবো।

হাশমত চমকে উঠলো; এরপর বললো; স্যার ... ।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম; হাশমত! টিকেট পাওয়া যাবে না?

অবশ্যই যাবে স্যার। আপনে যাইবেন। আর টিকেট দেবে না। এইটা হাশমত বাইচ্যা থাকতে অইবো না।

তাহলে দ্রুত যাও। আমি ইশতিয়াকের সাথে কথা বলবো। ও চট্টগ্রাম থেকে যাবে। অথবা পরে যাবে।

কথাগুলো বলে আমি লেখাটার দিকে তাকালাম। তার উপর একটি হোয়াইট পেপার দিলাম। উপরে নীচে অনেকগুলো দিলাম। সাইডে জেম ক্লিপ লাগালাম। এরপর যত্ন করে এটাক ব্রিফকেইসের সাইড ওয়ালে রাখলাম।

হাশমত টিকেটের জন্য গেছে। আমি সেলুলার হাতে নিয়ে বাইরে এলাম।

কুয়াশা কেটে রোদ প্রকাশ পাচ্ছে। পাহাড় তার রূপ বদল করছে। বহুরূপী রূপময় এ দেশটা সত্যিই সুন্দর। বেশী সৌন্দর্য সবাইকে আকর্ষণ করে। কথায় আছে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। এদেশও কোন যোগ্য বর পাচ্ছে না। কোন যোগ্য নেতা পাচ্ছে না। তাইতো সুন্দরের আকর্ষণে সবাই আসছে। মহান দায়িত্ব নিয়ে। উপদেশের ডালি নিয়ে। এ উপদেশ আর দায়িত্ব হচ্ছে দেশটাকে গিলে ফেলা!

আমার মাঝ থেকে একটি ব্যথার নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। গিলে ফেলার পূর্বে আমি এর সৌন্দর্য আরেকটু উপভোগ করতে লাগলাম।

ইশতিয়াকের সাথে কথা হলো। ও পরে যাবে। আমি তার অনুরোধ উপক্ষো করে রওয়ানা হলাম।

বাসে উঠবো। এ সময় হাশমত বললো, স্যার! একটা আবদার।

তারদিকে তাকিয়ে বললাম, বলো।

আপনারে একটু পা ছুইয়া সালাম দিতে চাই।

তার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকালাম। এ বয়সী নয় শুধু ছোটদেরকেও আমি এটা করতে দেইনা।

হাশমতকে একপাশে ডেকে আনলাম। এরপর নীচু কণ্ঠে বলতে লাগলাম; হাশমত শোন!

জে স্যার! বলেন।



www.pathagar.com

হাতের স্রষ্টা এটা তৈরী করেছেন তার কাছে চাওয়ার সময় তা উপরে মেলে ধরার জন্য। তিনি ইচ্ছে করলে মানুষকে যে ভাবে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে সেভাবে তার কাছে চাওয়ার সময় করতে বলতে পারতেন?
জে স্যার।
তিনি যেটা করেন নি মানুষ তা মনগড়া বানিয়ে নিয়েছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দোয়া যাই বলো না কেন এটা কে বেশী দিতে পারেন?
আল্লাহ পাক।
তাহলে তার পায়ে তো মানুষ হাত রাখে না। মানুষের পায়ে কেন রাখে?
হাশমত চুপ করে থাকলো।
চলো। গাড়ী ছাড়ার সময় হচ্ছে।
গাড়ীতে ওঠার পূর্বে আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার চোখের কোন চিক চিক করে উঠলো। আমার এখন কি করণীয় বুঝতে পারছি না।
ছোট্ট এ জীবনে স্রষ্টা আমাকে সাধারণ মানুষের প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন। যে ভালোবাসা থেকে অসাধারণ মানুষেরা আমাকে অনেকেই বঞ্চিত করেছে।
বাসের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললাম, আল্লাহ হাফেজ হাশমত।
হাশমত কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছলো। তার সাথে চোখ বাদ পড়লো না।
হাশমতকে পেছনে রেখে বাস এগিয়ে চললো আমাকে নিয়ে। গাড়ী সমতল থেকে উপরে উঠছে। আমি চারপাশ দেখছি।
হঠাৎ মনে হলো একটু দূরে একটা মেয়ে। আমার দিকে অপলক চেয়ে আছে।
বাস ঘুরলো। সাথে সাথে তার চেহারা স্পষ্ট হলো। আমি চমকে উঠলাম।
সোনাই বিবি আমার দিকে অপলক চেয়ে আছে। বাইরের দৃষ্টি ভেতরে নিয়ে এলাম।
আমি যৌক্তিক মানুষ। অযৌক্তিক কোন কিছু দেখা আমার জন্য সঠিক না।

আমার স্ত্রী লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো।
কিছুসময় পর আমার দিকে তাকিয়ে বিশেষ এক হাসি দিয়ে বললো; এটা কে দিয়েছে তোমাকে?
কেন? তার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।
আপনি জানেন না। বিশেষ হাসি ধরে রেখে সে বললো।
তুমি কি বিশেষ কিছু বোঝাতে চাচ্ছ!



www.pathagar.com

না জনাব। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি। সে বললো।
কি বলতে চাচ্ছ?
গভীর কোন অনুরাগিণী তার অনুরাগ থেকে বিশেষ কায়দায় এটা লিখেছে।
কি বলছো তুমি! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।
কি হলো তোমার! আমার কথায় তুমি আশ্চর্য হচ্ছ কেন?
না, আসলে বিষয়টা তুমি আমাকে সহজ করে বল। শান্ত কণ্ঠে বললাম।
আচ্ছা বলছি। লেখক সাহেব! শোনেন মন দিয়ে। আপনার কোন ভক্ত পাঠিকা এটা আপনার জন্য বিশেষ যত্নে লিখেছে। মনে হচ্ছে তিনি আপনার বিশেষ ভক্ত। বলেই সে হাসতে লাগলো।
তার মানে!
কোন মানে টানে নাই। তুমি বস। আমি তোমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসি। এরপর তোমার সামনে আমি সে কায়দায় লিখে দেখাবো। কথাটা বলে সে চলে গেল।
আমি কাগজটা এক পাশে রাখলাম। ঘরে পায়চারী করতে লাগলাম। কিছু সময় পার হলো।
জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার স্ত্রী পেছনে এসে বললো; নাও, চা নাও।
তার দিকে ফিরলাম। ফিরেই হেসে দিলাম। সে আমার হাসি দেখে বলে উঠলো; হাসছো কেন?
সরি! আমার হাসা ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিলো তোমার দিকে ফিরে কেঁদে ফেলা। আমি হাসতে হাসতে বললাম।
তাই নাকি! সে আশ্চর্য কণ্ঠে বললো।
অবশ্যই! আয়নায় নিজের চোখ দু'টো দেখে আসো। কালি দিয়ে কি করেছো।
কালি নয় জনাব। ওটা কাজল। আন্দাজে দিয়েছি। তাই হয়তো ভালো করে দিতে পারিনি।
তা তুমি হঠাৎ করে চোখে কালি, সরি! কাজল মাখতে গেলে কেন?
বাহ্‌রে! যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। আপনার সোনাই বিবির জন্যই তো আমাকে এখন চোখে কাজল লাগাতে হলো।
মানে! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।
কোন মানে টানে নাই। ধর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এরপর দেখ তোমাকে বিশেষ কায়দা দেখাচ্ছি।
চা'র কাপ হাতে নিলাম। আমার স্ত্রী লেখার টেবিলে গেল।
এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো; দেখ।

www.pathagar.com

সে লেখা শুরু করলো। আমি থমকে দাঁড়ালাম। মাথা কেমন যেন করছে। আমি অপলক তাকিয়ে আছি। আমার মনে হচ্ছে চেয়ারে আমার স্ত্রী নয়। সোনাই বিবি। একই কৌশলে লিখছে। একবার চোখে আঙ্গুল নিচ্ছে। আবার কাগজে লিখছে। আবার আঙ্গুল নিচ্ছে। আবার লিখছে।

কাগজের লেখাটার দিকে তাকিয়ে কাগজ হাতে নিয়ে আমার স্ত্রী বলতে লাগলো, নিন জনাব! এ কায়দায় আপনার সে অনুরাগী পাঠিকা লিখেছে। বুঝেছেন! এবার বলুন সে পাঠিকা কে?

কথাটা বলে সে আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, কি ব্যাপার! তুমি এমন ঘামছো কেন?

আমি চা'র কাপ তার হাতে দিলাম। হাত দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললাম; ঐ লেখাটা সোনাই বিবির। ঠিক তুমি যেভাবে লিখেছো সেও সেভাবে লিখেছে।

আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিছু সময় পর হেসে উঠে বললো; কি বলছো তুমি?

হাঁ। একশত পার্সেন্ট ঠিক বলছি।

গল্পে তো তুমি আমাকে এটা বলোনি। সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো।

তা বলিনি। কিন্তু লেখাটা তোমাকে দেখিয়েছি।

আমরা দু'জন কিছু সময় নিশ্চুপ কাটালাম। একময় আমার স্ত্রী নিরবতা ভেঙ্গে বললো। ঠিক আছে। ঐ অংশ এখন থাক। চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কিছু কেনা কাটা ছিলো। আমি সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে বাথরুমের নবে হাত রাখলাম।

জৈব রসায়নের প্রফেসর ড: হামিদুজ্জামান পেপার দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছু সময়। এরপর মাথা তুললেন। চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দুটোই এক জিনিষ দিয়ে লেখা। কার্বন ইংক। অর্থাৎ ভুসা কার্বন দিয়ে লেখা হয়েছে। অনেকটা মেয়েদের চোখের কাজল জাতীয় একটা ইংক এতে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে একটা পার্থক্য আছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে।

কি পার্থক্য? আমি আগ্রাহান্বিত কণ্ঠে বললাম।



www.pathagar.com

একটা লেখা অনেক পূর্বের। একটা সদ্য লেখা। তবে শিওরিটির জন্য একটু পরীক্ষা নিরিক্ষার প্রয়োজন আছে।

প্রফেসর সাহেব! একটু কষ্ট করবেন। বিনীত ভাবে বললাম।

অন্য কেউ হলে না বলতাম। কিন্তু আপনি লিখক মানুষ। আপনাকে না বলা সাজে না। কথাটা বলে তিনি একটু হেসে উঠলেন।

আপনার অনুগ্রহ।

না, না। এতে অনুগ্রহ বলে কিছু নেই। সত্য কথা হলো বিষয়টা আমার কাছে ইন্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে। একজন লেখক একটা ভুসা কালির লাইন নিয়ে কেন এত ইন্টারেষ্ট ফিল করছে তাও আমার আগ্রহের অন্যতম একটা কারণ।

আমি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলাম। আমার হাসির দিকে তিনি খেয়াল করে বললেন; কালকে আশা করছি বিষয়টা জানাতে পারবো। চলুন চা নেয়া যাক।

আমি তার সাথে ক্যাফেটরিয়ার দিকে চলতে লাগলাম। আমার কাছে লোকটাকে অত্যন্ত অমায়িক মনে হলো। বাংলাদেশ না হয়ে অন্য কোন দেশ এদেরকে পেলে লুফে নেবে। তৃতীয় বিশ্বের একজন অধ্যাপক এত ডিগ্রি নিয়ে সামান্য একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আছে। একটা প্রাইভেট গাড়ী পর্যন্ত নেই। অথচ সচিবের পিয়নও নাকি গাড়ীর মালিক। আমরা ক্যাফেটরিয়ায় বসে চা -এ চুমুক দিচ্ছি। তিনি আমাকে একটা গল্প বলছেন। আমি শুনছি আর হাসছি। রসায়নের প্রফেসররা নাকি নিরস হয়। বিষয়টা তিনি অসত্যে উপনীত করতে লাগলেন।

পরদিন সকাল সাতটা।

সেলুলার বাজছে। হাত বাড়িয়ে তা ইয়েস করলাম। ওপাশে ড. হামিদুজ্জামান। সালাম বিনিময়ের পর আমাদের কথা হচ্ছে।

: কেমন আছেন স্যার?

: ভালো। কিন্তু আপনিতো আমাকে আর ভালো থাকতে দিচ্ছেন না।

: কেন স্যার!

: আপনি কি দশটার মাঝে একটু আসবেন।

: কোথায় আসবো স্যার?

: ইউনিভার্সিটিতে আসুন।

: অবশ্যই আসবো।

: আমি ন'টা ত্রিশ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।

: জী স্যার। আমি এর মধ্যেই আসবো।

আমাদের কথা শেষ হলো। আমার স্ত্রী চা নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো; কার সাথে কথা বললে?



www.pathagar.com

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম; প্রফেসর হামিদুজ্জামান।
ও! তোমার মাথায় কি এখনো ঐ মেয়েটা ঘুরছে? আমার স্ত্রী কেমন যেন একটু বাঁকা কণ্ঠে বললো।
বিষয়টা হালকা করার জন্য বললাম; ভাবছি মেয়েটাকে একদিন আসতে বলবো।
তাই নাকি!
হাঁ! আমি সবিনয়ে তাকে বলবো, আমার স্ত্রী তার লেখক স্বামীকে নিয়ে খানিকটা উদ্বিগ্ন। তাহার উদ্বিগ্নতার কারণ হইলে তুমি। তাহার এখনো এই ধারণা জন্মে নাই যে, তুমি তাহাকে যেই রূপ ভালোবাসো তিনি তোমাকে সেই রূপ ভালোবাসেন না। তবে এই ধারণা কতটুকু.....।
আমার স্ত্রী আমার কথা শেষ করতে দিলো না। মাঝখানে কৃত্রিম রাগী কণ্ঠে বলে উঠলো; এই! আমাকে রাগাবে না কিন্তু।
তাই নাকি! তুমি আবার রাগতেও পারো। বক্র কণ্ঠে বললাম।
কেন? সব রাগ কি শুধু তোমার একার জন্য।
না। তোমার জন্যও কিছু আছে। তবে তার সময় নির্ধারিত।
সেটা কেমন? আমার কথার পিঠে সে বললো।
সেটা হলো বারো ঘন্টা। জনাবা! আপনার রাগ এ যাবতকালে কখনো বারো ঘন্টা অতিক্রম করতে পারেনি।
তাই নাকি!
হাঁ তাই। এ জন্যই তো আমি ভাগ্যবান। স্ত্রীদের রাগ ভাঙ্গাতে স্বামী নামক বেচারাদের যে সময় ব্যয় হয় সে সময় দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধ করা যায়। খোদাতায়ালা আমাকে তা থেকে রেহাই দিয়েছেন।
যাক, জেনে ধন্য হলাম। স্ত্রীদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তারা অবলা। তাই সে বেচারনীদের সময় কোন লেখকের মাথায় আসে না।
অবশ্যই আসে। সেটা অন্যদিন বলবো। এখন আমাকে আরেক কাপ চা দেন জনাবা। আমি একটু বের হবো।
কোথায়? আশ্চর্য কণ্ঠে বললো সে।
প্রফেসর হামিদুজ্জামান সাহেবের কাছে।
কেন? বাজার করার দরকার ছিলো যে।
আজকেরটা থেকে আমাকে মুক্তি দাও। পৃথিবীতে যত কাঁচাবাজার আমার। অর্ধেক তুমি করিবে নারী বাকী অর্ধেক আমার। বলেই হাসতে লাগলাম।


www.pathagar.com

বাহ্! চমৎকার কবি আপনি। এতদিন জানতাম আপনি গল্পকার। এখন কি কবিতাকার হচ্ছেন নাকি?

চেষ্টা করতে দোষ কি। তবে এ কবিতাগুলো সব পাঠকের জন্য না। একজন শুনিকার জন্য। যে আমার চারিত কবিতার একমাত্র শুনিকা।

বাস্! আর লাগবে না। আমি চা আনছি। আপনি রেডি হন।

জী, জনাবা সোনাই বিবি। আপনার হুকুম তামিল হচ্ছে।

হু! আমার স্ত্রী কথাটা বলেই আমাকে একটা চিমটি কাটলো। আমি উফ্ করে উঠলাম। সে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

আমার হঠাৎ মনে হলো রুম থেকে সত্যিকার সোনাই বিবি বের হয়ে গেল।

প্রফেসর হামিদুজ্জামান চা'র কাপ এগিয়ে দিলেন।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে কি আপনি কিছু তথ্য দিবেন?

আমি চার কাপে চুমুক দিলাম। শান্ত কণ্ঠে বললাম; জী বলুন।

এ দুটো লেখা কে লিখেছে?

একটা আমার স্ত্রী।

অন্যটা?

সেটা বলতে একটু সমস্যা আছে?

নিঃসন্দেহে এটা সেই লেখা। ঠিক বলেছি আমি? প্রফেসর বললেন। তাঁর হাতে সোনাই বিবির লেখা পাতা।

জী।

কিন্তু আমাকে বিষয়টা জানানোর ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা কি?

সমস্যা হলো বিশ্বাস অবিশ্বাসের। শীতল কণ্ঠে বললাম।

একজন লেখককে কেন অবিশ্বাস করবো! প্রফেসর আশ্চর্য কণ্ঠে বললো।

আমি বিষয়টা বললে আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। আপনি বলবেন লেখক হিসেবে এ ধরণের গল্প আপনার মাথায় স্বাভাবিক। কিন্তু এর কোন বাস্তবতা নেই। একটানে কথাগুলো বললাম।

প্রফেসর চুপ করে থাকলেন কিছু সময়। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; আপনার কথা আমি বিশ্বাস নিয়ে শুনবো। আপনি বসুন। আমি দু'কাপ কফি আনতে বলি।



www.pathagar.com

তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি নিজ মনে বিষয়টা ভাবতে লাগলাম।

প্রফেসর হামিদুজ্জামান কিছু দেরী করে এলেন। হাতে দু'মগ কফি। বাইরে এখনো কুয়াশা পড়ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। তিনি আমার দিকে কফি মগ এগিয়ে দিয়ে বললেন; জী। বলুন। আমি মন দিয়ে শুনবো। ছেলেদের একটা ক্লাস ছিলো। ওরা আসেনি। এ ফ্রি টাইমটা কাজে লাগুক।

আমি কফি মগে চুমুক দিলাম। বাইরে হিম হিম পরিবেশ। ভেতরে আমরা দু'জন।

সেলুলার অফ করলাম। আমার দেখা দেখি তিনিও অফ করলেন।

আমি কথা শুরু করলাম। আমি বলছি। তিনি শুনছেন। মাঝে মধ্যে কাগজ কলমে কি যেন নোট নিচ্ছেন। বাইরে কুয়াশা কমার কথা। কিন্তু সময় যত যাচ্ছে তত যেন বাড়ছে। আমি সোনাই বিবি অধ্যায় তার কাছে সবিস্তারে বলে যাচ্ছি।

আপনার কথা মনে হয় শেষ হয়েছে? প্রফেসর হামিদুজ্জামান বললেন।

আমি বাস্তবে এলাম। আস্তে করে বললাম; জী।

আপনাকে একটা রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিলো। ধরুন। এখানে সব লিখা রয়েছে। এরপরও মুখে বলছি।

আমি আগ্রাহান্বিত কণ্ঠে বললাম; জী। বলুন।

আপনার স্ত্রী যে লেখাটা লিখেছে সেটা সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে লিখেছে। এর বেশী নয়। এটাতে ব্যবহার করা হয়েছে বাটার অয়েল জাতীয় তৈল। অনেকটা আমরা যে বাটার সচরাচর খেয়ে থাকি তাতে সলতে ডুবিয়ে তা জ্বেলে কার্বন প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটা চোখে লাগিয়ে তা দিয়ে লিখা হয়েছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। তাকে এগিয়ে যেতে বাধা দিলাম না। তিনি বলা শুরু করলেন।

কিন্তু সোনাই বিবির কার্বন ইংক হলো ভিন্ন। এটা তৈরী হয়েছে ভিন্ন এক ধরণের অয়েল দিয়ে। অনেকটাই নিশ্চিত এটা জয়তুন তৈল থেকে প্রস্তুতকৃত এবং আশ্চর্যের বিষয় এ কার্বন ইংকের বয়স নূন্যতম দুশ বছর। বেশী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

আশ্চর্য কণ্ঠে তার কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি বলে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো কাগজ। এ কাগজে এত প্রাচীন কালি ব্যবহার করা অসম্ভব। আবার কালির সময়ের কাগজ এটা না। এখন একটাকে মেনে নিলে অন্যটা অসম্ভব। আবার



www.pathagar.com

দুটোকে এক সাথে মেনে নেয়াও অসম্ভব। আপনার বলা কথাও মেনে নেয়া অসম্ভব। অথচ মেনে না নেয়াও অসম্ভব বিষয়। কেননা আপনার হাতে স্ট্রং ডকুমেন্ট বিদ্যমান।

আমরা দু'জন চুপ করে আছি। তিনি কিছু একটা ভাবছেন। আমার মাথাও কাজ করছে।

এক সময় তিনি নীরবতা ভেঙ্গে বললেন; আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয়?

তার দিকে তাকালাম। এরপর বললাম; জী, বলুন।

আপনি আপনার মত করে বিষয়টা ভাবুন। আমাকে আমার মত করে ভাবার অনুমতি দিন।

আমি বিষয়টা ব্যাখ্যামূলক জানার জন্য বললাম; আমাকে কি বিষয়টা একটু সহজ করে বলবেন?

অবশ্যই। আপনার ইজাজত ছাড়া বিষয়টা আমার দ্বারা অসম্ভব।

অবশ্যই! আমি আপনাকে হেল্প করতে রাজি আছি।

আগামী সপ্তাহে আমি অর্গানিক কেমেস্ট্রির একটা সেমিনারে যোগদিতে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ইজাজত দেন তাহলে আমি এ লেখাটার একটা অংশ নিতে চাচ্ছি। সেখানে যুক্তরাস্ট্রের দেলাওয়ারা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রিচার্ড এফ. হেক অংশ নেয়ার কথা। আমরা এক সাথে পিএইচডি করেছিলাম। বিষয়টা আমি তার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার উপর।

আমি তার কথার উত্তরে বললাম; এটা কাটা ছেঁড়ার দরকার নেই। আপনি সাথে করে নিয়ে যান। তবে একটা শর্ত।

তিনি আমার কথায় চমকে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; জী। শর্ত বলুন।

এটা আমাকে অবিকৃত অবস্থায় ফেরত দেবেন। শীতল কণ্ঠে বললাম।

তিনি হেসে ফেলে বললেন; অবশ্যই! কেমিক্যাল এনালাইসিস ছাড়া এটা অন্য কোন কাজে আমার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে।

অবশ্যই থাকবে। আমার স্থলে আপনি হলে আপনি আমার কথাটি বলতেন। তিনি বললেন।

আর আমার স্থলে আপনি হলে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম।



www.pathagar.com

তিনি এবার আরো জোরে হেসে বললেন; আটকে দিলেন ভাই। অবশ্য যারা কথার মালা গাঁথে তাদের সাথে মালা গাঁথা কম্পিটিশনে যাওয়া বৃথা। চলুন দুজনে আজ এক সাথে লাঞ্চ করবো।

আমি আমতা আমতা করে না বলতে লাগলাম। তিনি বলতে লাগলেন, আরে ভাই! আপনাকে হোটেলে নেবো না। ভার্সিটি স্টাফ কোয়ার্টারে নেব। আমার স্ত্রীকে একটু চমকে দেব। সে আপনার ফ্যান।

তাই নাকি! আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

অবশ্যই। আপনার লেখা বই দিয়ে সে শোবার ঘর ভর্তি করে ফেলেছে। এবার বুঝবে ও! ও এনেছে আপনার বই। আর আমি নেব খোদ লেখককে। হাঃ হাঃ। তিনি মন খুলে হাসতে লাগলেন।

আমি তাঁর অকৃত্রিম অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। পৃথিবীতে অকৃত্রিম মনের অল্প কিছু মানুষ আছে। যাদের দু'একজন মানুষ মনে হয় এ সিটিতে বাস করে।

প্রফেসর হামিদুজ্জামান তাদের মাঝে কি একজন? প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো।

ক্রমান্বয়ে হতাশ হয়ে পড়ছি।

কোন তথ্য পাচ্ছি না। কেউ কোন ইনফরমেশন দিতে পারছে না। আমি আশ্চর্য হচ্ছি। মাত্র দু'তিনশো বছর পূর্বের ইতিহাস। অথচ কেউ দিতে পারছে না।

একটা বিশাল সম্রাজ্যের নাম ছিলো মোগল সম্রাজ্য। প্রায় সাতশত বছর তারা ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে। তাদের সব ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম এবং হিল এরিয়ার কোন হিস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে আরেকটা মেইল এলো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা ওপেন করলাম। অনেক কথা লিখা। এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন পেলাম। বাংলা করলে এমন হয়।

"১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চিটাগং হিল ট্রাক্টস -এর নিয়ন্ত্রণ নেয়।"

লাইনটা সেভ করলাম। ফিরতি মেইল করলাম।



www.pathagar.com

"থ্যাংক ইউ! হেভ ইউ গিভ মি মোর ইনফরমেশন? প্লিজ!"
কিছু সময় পার হলো। ফিরতি মেইল এলো। দ্রুত তা ওপেন করলাম। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়,
"ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে এটাকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অংশে পরিণত করে। তারা এর নামকরণ করে 'চিটাগং হিল ট্র্যাক্টর্স"। প্রশাসনিকভাবে এটাকে বঙ্গ প্রদেশের আওতায় নেয়। দক্ষিণের পাহাড়গুলো 'আরাকান হিল ট্রাক্টস' এবং উত্তরের পাহাড়গুলো 'হিল টিপেরা' নামে পরিচিত হয়ে উঠে। থ্যাংক ইউ।"
আরে ব্যাটা! আমি তোর কাছে কি এগুলো চেয়েছি। তোদের লেখা এ ইতিহাসতো আমাদের বাচ্চারাও জানে। তোদের চেলারা এখনো তোদের বুলিই শেখাচ্ছে।
আমার রাগ থামছে না। মাথার মধ্যে কথাগুলো ঘুরছে। আমি লাইনগুলো স্ক্রিনে লিখলাম। মেইল সেন্ড করলাম। তবে তার নামে নয়। ইশতিয়াকের নাম।
ল্যাপটপ থেকে সরে আসলাম। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম। কোন তথ্য পাচ্ছি না। বিশ্ব নাকি এখন হাতের মুঠোয়। রাত তিনটা পর্যন্ত চেষ্টা করলাম। অথচ সোনাই বিবির কোন তথ্য কেউ দিতে পারছে না। কি আশ্চর্য! একটা জ্বলজ্যন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অথচ তার কোন তথ্য আধুনিক পৃথিবীবাসী দিতে পারছে না। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।
ঘর অন্ধকার। ল্যাপটপের মৃদু স্ক্রিনের আলো ব্যতীত অন্য কোন আলো নেই। তাও সে আলো দেয়ালে পড়ছে মাত্র।
বারান্দায় এলাম। বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকালাম। বাইরের পৃথিবী ঘুমে আচ্ছন্ন। কোন সূত্র ধরে আমি এগুবো বুঝতে পারছি না।
বারান্দায় একটা রকিং চেয়ার আছে। আমার স্ত্রী কিনেছে। সে কখনো বসে না। বসি আমি। এ চেয়ারটাতে বসে ভাবি। ভাবনাগুলো একত্র করে লিখতে বসি।
চেয়ারটাতে বসলাম। একে একে তথ্য অনুসন্ধানের তালিকা তৈরী করতে লাগলাম মনে মনে। প্রথমে দেশী তালিকা।

এক. ইতিহাস ডিপার্টমেন্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর রজব উদ্দিন।
দুই. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ডিপার্টমেন্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর নাজমুস সাহাদাত চৌধুরী।


www.pathagar.com

তিন. ভূগোল ডিপার্টমেন্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর আনোয়ার হোসাইন।

চার. নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগাযোগ মাধ্যম : খোন্দাকার আশফাকুর রহমান।

পাঁচ. ইতিহাস পরিষদ। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা।

যোগাযোগ মাধ্যম : ডক্টর আবুদ্দারদা।

ছয়. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর আকরামুজ্জামান।

সাত. ইতিহাস বিভাগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগাযোগ মাধ্যম : ডক্টর আব্দুল হান্নান।

আট. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর নুরুল আফসার।

দেশী তালিকা রেখে এবার বিদেশী তালিকার দিকে মন দিলাম।

এক. ইতিহাস বিভাগ। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি। ইন্ডিয়া।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর আলী নেওয়াজ।

দুই. হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। ম্যান্যচেস্টার ইউনির্ভাসিটি। যুক্তরাষ্ট্র।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর আঁন্দ্রে গেইম।

তিন. ম্যানচেস্টার ইউনাভার্সিটির ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্র।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর কনস্টানটিন নভোসেলভ।

চার. নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। ইন্সটন, যুক্তরাষ্ট্র।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর ডেল থমাস মরটেনসন।

পাঁচ. পরডুয়ে ইউনিভার্সিটি। পশ্চিম লাফাইয়েত, যুক্তরাষ্ট্র।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর এই ইচি নেগিশি।

ছয়. ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি। যুক্তরাজ্য।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর রবার্ট জি. এডওয়ার্ডস।

সাত. হুক্কাইডো ইউনিভার্সিটি। জাপান।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর আকিরা সুজুকি।

আট. ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। যুক্তরাষ্ট্র। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা।

যোগাযোগ মাধ্যম : ডক্টর আন্দালিব।

নয়. হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

যোগাযোগ মাধ্যম : প্রফেসর মিনহাজুল আনোয়ার।



www.pathagar.com

আমি তালিকা অসমাপ্ত রাখলাম। প্রয়োজনে আরো বাড়ানো যাবে। আমার কাছে একটু শীত শীত লাগছে। চা'র তৃষ্ণা অনুভূত হচ্ছে। উঠে দুটো কাজই সমাধা করা যায়। কিন্তু মন চাচ্ছে না। মাথা ঝিম ঝিম করছে।

আমার স্ত্রী আস্তে করে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। তার দাঁড়ানোর শব্দে আমি তা বুঝতে পারলাম। সে আমার দিকে চাদর এগিয়ে দিয়ে বললো; নাও। এটা গায়ে জড়িয়ে নাও। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে। আমি চা নিয়ে আসছি।

তার কথায় আশ্চর্য হলাম। আমার চাহিদা সে বুঝে ফেলেছ। বিশেষ মানুষের পাশে সহযোগী থাকে। যে কিনা তাকে বিশেষ মানুষ হতে সহযোগিতা করে। আমার স্রষ্টা কি আমার স্ত্রীকে সেভাবে পাঠিয়েছেন!

আমার চিন্তা অন্য দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাত তার শেষের দিকে এগুচ্ছে। শেষ রাতের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এ সময়টি আমার প্রিয় সময়ের একটি। আমি প্রিয় সময়ের দিকে মন দিলাম।

মেইল বক্স ভর্তি।

আমি একটা ওপেন করছি। একটা পড়ছি। আবার অন্যটা ওপেন করছি। অপরটার দিকে নজর দিচ্ছি।

আশানুরূপ কোন তথ্য পাচ্ছি না। তার পরিবর্তে অদ্ভুত কথাবার্তা লিখা। জাপানের প্রফেসর লিখেছে। বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায়;

সোনালী বউ এর একটা ছবি পাঠাবে? আমার স্ত্রী দেখতে চাচ্ছে।

আমি তার মেইল বক্সে একটা কালো বিড়ালের ছবি পাঠালাম।

পরডুয়ে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লিখেছে;

সোনালী চুলের মেয়ে আমি পছন্দ করি না। তার চেয়ে কোঁকড়ানো চুল আমার পছন্দ।

আমি তার মেইল বক্সে একটা কালো গরিলার ছবি সেন্ড করে দিলাম।

আঁন্দ্রে গেইম লিখেছে; সোনালী চুলের বউ তোমার ওখানে কেন যাবে? ও তো আমার রাশিয়ায় থাকে।

আমি ফিরতে মেইলে লিখলাম; তোমার দেশের হাঁসগুলো যেভাবে আসে সেভাবে উড়ে উড়ে এসেছে। আমার দেশের শামুক ঝিনুক খেতে।



www.pathagar.com

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার! পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষের খাবার ব্যাটারা একা খাচ্ছে। আর মানুষের জন্য কোন কিছুই করছে না। ইতিহাসের কুমির সেজে বসে আছে। অথচ দু'তিনশো বছরের ইতিহাসও মাথায় নেই।
রাগ করে ল্যাপটপ থেকে উঠে এলাম। কি করবো বুঝতে পারছি না। সেলুলার টেনে নিলাম। ইশতিয়াকের নাম্বারে রিং করলাম। অফ। সেলুলার রেখে দিলাম। বাসায় আমি একা। আমার স্ত্রী শ্যালিকার বাসায় গেছে। কি করবো বুঝতে পারছি না। ওকে কল করবো কিনা ভাবছি। মাত্র গিয়ে পৌঁছেছে। এখন কল দিলে নিশ্চিত চলে আসবে। না, থাক। বেচারীর স্বাধ আহ্লাদ কিছুই মেটাতে পারছি না। লেখা নিয়ে পড়ে থাকছি। এর উপর মাত্র গিয়েছে। সুখ দিতে না পারি যন্ত্রণা বাড়ানোর রাইটস আমার নেই।
ফ্রিজ খুললাম। ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করলাম। একটু গলায় ঢাললাম। এরপর ফিরে এলাম ল্যাপটপে।
একটা মেইল ইন করেছে। সেটা ওপেন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাকীগুলো পড়ে থাক।
মেইল ওপেন করে পড়তে লাগলাম। আমার মন লেখাটায় আটকে গেল। লিখেছে অক্সফোর্ড থেকে প্রফেসর মিনহাজুল আনোয়ার। সুন্দর বাংলায়। লেখাটা এরকম।
আপনার মেইল পেয়েছি। আপনার বিষয় জেনেছি। আমি খুঁজে দেখছি। পরে আবার লিখছি। এটা জানতে চাওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনি বাংলায় লিখবেন আমি এ আশা করছি।
লেখাটা দু'বার পড়লাম। আমার কাছে লেখাটা আবার পড়তে ইচ্ছে করছে। লেখাটার একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।
আমি টাইপ করলাম; আমার জন্য এ কষ্ট স্বীকারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার চেষ্টা সফল হবে এ আশা রাখছি। সেন্ড করে ল্যাপটপ থেকে উঠলাম। নিরাশার মাঝে আশার বালুকণা আমাকে আনন্দিত করছে।
এ খুশী কারো সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। সেলুলার হাতে নিলাম। স্পিড ডায়ালে ওয়ান চাপলাম। ও পাশে আমার স্ত্রী। আমি তার সাথে কথা বলা শুরু করবো। তখনই আমার মাথায় মেইলটার বিশেষত্ব চলে এলো। আমি সেটা ধরে ফেলেছি। সেটাকে এক পাশে রেখে কথা বলা শুরু করলাম। সালাম বিনিময়ের পর আমি বললাম ;
যেতে কোন সমস্যা হয়নি তো?
: না, ভালোয় ভালোয় চলে এসেছি।


www.pathagar.com

: জ্যাম ছিলো না?
: ছিলো।
: তাহলে?
: প্রধানমন্ত্রী গেলেন। তার পেছনে আমাদের গাড়ী প্রথম। সুতরাং...।
: বাহ্! একেবারে রয়েল প্রটোকল।
: তুমি কি করছো? কোন সমস্যা ফিল করছো?
: করছিলাম। তবে এখন কমে গেছে।
: উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো; আমি রওয়ানা হবো?
: আরে না! তুমি শুধু শোন।
: আচ্ছা বলো।
: আমি একটা মেইল পেয়েছি। মেইলটা পাঠিয়েছেন অক্সফোর্ডের বাঙ্গালী প্রফেসর। একেবারে বাংলায় লিখা।
: তাই নাকি!
: হাঁ। শোন।

আমি পুরো মেইল পড়ে শোনালাম। এরপর বললাম: এর একটা বিশেষত্ব রয়েছে। বিশেষত্বটা কি তুমি ধরতে পারছো।

: হাঁ। ধরতে পেরেছি।
: আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম; এত দ্রুত ধরে ফেললে!
: জী জনাব। বলেই মিটিমিটি হাসতে লাগলো।
: সত্যি ধরতে পেরেছো?
: আমি কখনো তোমার সাথে বেসত্যি বলেছি।
: না। তা বলছি না। তবে একবার শুনেই। অথচ আমি দু'বার পড়েও ...।
: তোমার মাথায় এখন সোনাই বিবির প্রসাদ ঘুরছে। তুমি তাকে নিয়ে যত দিন না লিখবে ততদিন সে তোমার মাথায় নিশ্চিন্তে বসবাস করবে। কঠিন কঠিন বিষয় তোমার মাথায় রান্না বান্না করবে।
: ঠাট্টা নয়। বিশেষত্বটা বলো। আমি মেলাতে চাই।
: জী জনাব। একেবারে সহজ বিশেষত্ব।
: বলো।
: প্রতি লাইনের শেষে একটি অক্ষর ব্যবহার করেছে। এর মাধ্যমে অন্তমিল হয়েছে লেখাটার। যেটা কবিরা করে থাকে।
: কারেক্ট! হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট! তুমি উনিশে বিশ পেয়েছো।
: যাক বাবা! লেখকের কাছে উনিশে বিশ!


www.pathagar.com

: অবশ্যই। আচ্ছা এটা তুমি এত দ্রুত বুঝলে কি করে?
: আরে! এটা বোঝার জন্য আমাকে শালক হোমস হতে হবে নাকি! এটা একটা সাধারণ বিষয়।
: সেটা কেমন?
: আরে ধেৎ! শোন। কিশোর কিশোরীরা যখন প্রেম নামক একটা কিছুতে পড়েছে মনে করে, তখন এরকম অনেক চিঠি চালাচালি করে। এখন অবশ্য চিঠি মেসেজ হয়ে গেছে।
: তা তোমার চালাচালিটা কার সাথে হয়েছিলো? আমি সরু কণ্ঠে বললাম।
: এই! তোমার সাথে কথা বন্ধ। এখন তোমার গুণী শ্যালিকার সাথে কথা বল।
: সরি! আচ্ছা দাও। শ্যালিকার সাথে বালিকা সুলভ কথা বলি।

কথা শেষ করে আমি ল্যাপটপে ফিরে এলাম। অন্য মেইলগুলো ওপেন করতে লাগলাম।

ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পরিচালক আজমল হুদা সাহেব পাজামা পাঞ্জাবী পরা পুরাদস্তুর একজন হুজুর মানুষ। তিনি আমার কথা শুনে কিছু সময় ঝিম মেরে বসে রইলেন। অনেকটা পীর মুরিদীদের মোরাকাবা স্টাইলে। এক সময় মাথা তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন; চা খাবেন?

আমি শীতল কণ্ঠে বললাম; জীনা।

তিনি চেহারার চিন্তিত ভাব আরো গভীর করলেন। চাপা কণ্ঠে বললেন; রং চা হলো অফিসিয়াল চা। তবে আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দুধ দিয়ে দেয়। সাথে একটু ওভালটিনও থাকে। খান, ভালো লাগবে। কথাটা বলে তিনি বেল টিপলেন।

পিয়ন শ্রেণীর একজন এলো। তার চেহারায় অনিচ্ছা অনিচ্ছা ভাব। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন; দুই কাপ স্পেশাল।

স্যার! স্পেশাল তো শুধু আপনার জন্য দিতে কইছিলেন। পিয়ন বললো।

হ, কইছিলাম। এহন দুইজনের জন্য কইতাছি। তোমার সমস্যা আছে?

আজমল হুদা স্পষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় বললো। আমি তার ভাষা কোন অঞ্চলের চিনতে পারছি না।



www.pathagar.com

পিয়ন চলে গেল। তিনি একটা ফাইল টেনে নিলেন। তার মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দিলেন। আমি চুপ চাপ বসে থাকলাম। টেবিলে পত্রিকা আছে। ইচ্ছে করলে সেটা টেনে নিতে পারি। কিন্তু নিলাম না।

পিয়ন চা নিয়ে এলো। তিনি ফাইল থেকে মুখ তুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে বললেন; নিন ভাই! চা নিন।

আমি চা'র কাপে চুমুক দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; বলেছি না ভালো লাগবে। ভালো লাগছে তো?

থ্যাংক ইউ। আমি বললাম।

ভাই, শোনেন! আপনারে মূল কথা বলি। ডাক্তার আর উকিল এদের সাথে সত্যি বলতে হয়। এর সাথে আমি যোগ করলাম লেখক। এইজন্য বলতেছি।

আমি চুপ করে থাকলাম। লোকটার ভূমিকা মন দিয়ে শুনছি।

আমার এই যে চেয়ারটা দেখছেন এইটা নিয়ে বহুত যন্ত্রণায় আছি।

চুপ থাকলাম। গাড়ী চলা শুরু করেছে।

কখন যে এইটা চইলা যায় বুঝতে পারছি না। আমি নিজে সরকার দলীয় লোক। কিন্তু আমার দলে দুই তিন গ্রুপ আছে। সরকার হইলো একটা। কিন্তু দল দুই তিনটা। এখন সরকারের কি করা উচিত বলেন?

আমি কোন উত্তর দিলাম না!

তিনি আবার বলা শুরু করলেন। সরকার সবারে খুশী রাখতে চায়। তাই চেয়ারে বসার সময় দুই তিন গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেয়। অনেকটা মিউজিক্যাল চেয়ার স্টাইলে। এখন এটা আমার ভাগে। কালকে এটা অন্যের ভাগে। আমি আপনারে সহযোগিতার আশ্বাস দিলাম। কিন্তু যখন অন্য জন আসবে সে সেই আশ্বাস কেড়ে নেবে। বোঝেন তখন অবস্থা।

জী, বুঝলাম। এই প্রথম আমি বললাম।

এর চাইতে আমি যে ক'দিন আছি এখানে আসেন। দুই চাইরটা বই পুস্তক দেখেন। তথ্য উপাত্ত পান কিনা খোঁজেন। আমি থাকতে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু আপনার একটা গল্পের আলোকে আমি গভর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না।

কিন্তু আপনি উদ্যোগ নিলে এর সাথে আপনার নাম যুক্ত থাকবে। তা ছাড়া ঐ এলাকায় এ রকম একটা প্রাচীন স্থাপনা যদি আবিষ্কার হয় তাহলে পর্যটন এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন বৃদ্ধি পাবে। আমি যুক্তি দিয়ে বললাম।



www.pathagar.com

ভাই, আপনার কথা সত্য। কিন্তু এখন সত্য কয় জনে বিশ্বাস করে। আর আমার এলপিআরের টাইম নাকের ডগায়। ভালোয় ভালোয় দিন গুলান পার করতে পারলে মক্কামদিনা জেয়ারতের ইচ্ছা আছে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। যা বোঝার বুঝে ফেললাম। বিনয়ের সাথে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এলাম।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরির দিকে রওয়ানা হলাম। দেখি, সেখানে কোন ডকুমেন্ট পাই কিনা এ আশায়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড তার সংগ্রহে সোনাই বিবি নামক এক মহিলার কোন তথ্য লুকিয়ে রেখেছে কিনা। নাকি সেও চাপা দিয়েছে তাকে।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আকরামুজ্জামান কল করেছেন।

কল রিসিভ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। এরপর মূল কথা শুরু করলেন তিনি।

: আপনার ঘটনা আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি। দয়া করে কি একটু সময় দেবেন।

: জী স্যার। আপনি কি আমাকে সময় দেবেন?

: অবশ্যই। আপনার মেলে আমি একটা স্বপ্নের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

: স্যার! বিষয়টা আসলে আপনাকে সামনা সামনি বলতে চাচ্ছি।

: নেক্সট ফ্রাইডে আমার বাসায় আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি। ভাবীসহ আসবেন।

: জী স্যার। চেষ্টা করবো।

: চেষ্টা নয়। বরং আসবেন। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবো।

: আচ্ছা স্যার।

: আর আপনি হতাশ হবেন না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত স্থাপনা কিন্তু এভাবেই উদঘাটিত হয়েছে। বেহুলার বাসর ঘরের কথাই ধরুন। মানুষের মুখে মুখে শোনা একটা গল্প। পরে লেখক সেটাকে কাব্যে রূপ দিলো। কিন্তু আজ সেটা বাস্তবতা।

: জী স্যার। আপনি বুঝতে পারছেন। আমার কাছে বিষয়টা ভালো লাগছে। আমি আসলে কাউকে বিষয়টা বোঝাতে পারছি না।

: এটা আপনি পারার কথা না। আপনি যাদেরকে বলেছেন তাদের কাছে আপনার কথা শুধু গল্প। কিন্তু আমার কাছে সেটা শুধু গল্প না।



www.pathagar.com

: ধন্যবাদ স্যার।

: আচ্ছা রাখি। একটা ক্লাস নিতে হবে।

: জী স্যার! আস্‌সালামু আলাইকুম।

সেলুলার অফ করলাম। মন খুব একটা ভালো হয়ে উঠলো। অন্তত কেউ একজন আমার কথা শুনতে চাচ্ছে। আমি আশার আলো আরেকটু দেখতে পারলাম।

ল্যাপটপের মেইল প্রোগ্রাম ওপেন করলাম।

অক্সফোর্ড থেকে প্রফেসর মিনহাজুল আনোয়ার মেইল করেছে। সেটা ওপেন করলাম।

আপনি কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আপনার খবর নেন। এখানকার এক প্রফেসর সংবাদ দিলেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর পিএইচডি নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন। ইন্ডিয়ায় এর জন্য তিনি গিয়েছিলেন। শুনে খুশী হবেন। তিনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। হিলট্র্যাকসেও গিয়েছিলেন। তার থিসিসে তিনি আপনার এক জমিদারের তথ্য দিয়েছিলেন। রোহমোট উল্লা তার নাম লিখেছেন। তার বাড়ী তিনি খুঁজে ছিলেন। কিন্তু হতাশ হলেন। তাঁর থিসিস আঠারোশ নব্বই সালে জমা দিয়েছিলেন। উনিশ শত সতের সালে তিনি মারা গেলেন। আপনি ধন্যবাদ নেন।

আমি খুশীতে আটখানা হয়ে গেলাম। স্ক্রিনে অনেকগুলো থ্যাংক ইউ লিখলাম। তারপর তার নামে সেগুলো সেন্ড করলাম।

খুশীতে কি করবো বুঝতে পারছি না। আমার স্ত্রী রান্না ঘরে। সে দিকে ছুটলাম।

রাতে আরেকটা মেইল পেলাম।

অক্সফোর্ডের মিনহাজুল আনোয়ার পাঠিয়েছে। তা ওপেন করলাম। তাতে যা লেখা রয়েছে তা হলো

প্রফেসর সাহেব সেখানে একটা গল্প লোকমুখে শুনেছিলেন। দো ভাষীর মাধ্যমে তিনি সেটা শুনলেন। সেটাকে তিনি "গোল্ডেন গার্ল" নামে তার থিসিসে লিখলেন। আপনার প্রয়োজন হলে সেটা ডাউন লোড করে নেন। আমাকে অনেকগুলো থ্যাংক ইউ পাঠালেন। কারণটা কি জানাবেন?

আমি এবার একটা থ্যাংক ইউ তার জন্য পাঠালাম। সাথে একটা ওয়াটার লিলি পিকচার।



www.pathagar.com

তার পাঠানো এড্রেস থেকে ‘গোল্ডেন গার্ল’ অংশ ডাউনলোড করে নিলাম। এরপর পড়তে লাগলাম।
যত পড়ছি তত আশ্চর্য হচ্ছি। সোনাই বিবির বলা কথা আর লেখা গল্পটার মধ্যে কি অদ্ভুত মিল। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

তোমার কাছে প্রকাশক এসেছে। আমার স্ত্রী বললো।
এখন দেখা হবে না। ল্যাপটপ থেকে মাথা না তুলেই বললাম।
বেচারা অনেক কষ্ট করে এসেছে। দু'চার মিনিট কথা বলে আসোনা।
বললাম তো এখন দেখা করা সম্ভব না। কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বললাম।
ঠিক আছে। এত রাগ করার কি হলো? আমার স্ত্রী কিছুটা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো।
আমি রাগী চোখে তার দিকে তাকালাম। মুখে কিছু বললাম না। এক এক করে সব ডকুমেন্টগুলো সাজাতে লাগলাম। ফোল্ডার রেডি। শুধু পেন ড্রাইভে কপি ইনডিকেট করবো। তখুনি পাওয়ার রেড সিগনাল দিলো।
আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। ইলেকট্রিসিটি নেই। চার্জ দেয়া অসম্ভব। দ্রুত সাটডাউন দিয়ে ল্যাপটপ থেকে উঠে এলাম। এ সময় আমার স্ত্রী চা হাতে নিয়ে রুমে ঢুকলো।
আমি তাকে দেখেই বলে উঠলাম; আমি কি চা চেয়েছি?
আরে! কি আশ্চর্য। চা কি আমি তোমার জন্য এনেছি। কথাটা বলেই সে চা'র কাপে চুমুক দিলো।
অন্য সময় হলে বিষয়টা একরকম হতো। কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হলো সে আমাকে অপমান করতেই চা'র কাপে চুমুক দিয়েছে। আমি রাগের সাথে বললাম; রেডি হও। আমার সাথে বের হবে।
কোথায়! সে আশ্চর্য কণ্ঠে বললো।
সাভারের দিকে।
আমাকে তো তুমি আগে বলোনি। বললে ...।
তার থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম; সব বিষয় কি আগে নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিতে হবে নাকি? কিছুটা ব্যঙ্গ করে বললাম।
এখানে নোটিশ শব্দ আসছে কেন? সে শীতল কণ্ঠে বললো।



www.pathagar.com

এত কেন'র উত্তর দিতে পারবো না। ইয়েস অর নো বল। আমি কিছুটা তেজী কণ্ঠে বললাম।

অবশ্যই ইয়েস বলতাম। কিন্তু...।

কিন্তু কি?

তোমার শ্যালিকা আসছে। সে রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। এক কাজ করি। তাকে 'নো' বলি তোমাকে 'ইয়েস' বলি। স্ত্রীর জন্য পতিধর্ম সর্বাগ্রে। সে শীতল কণ্ঠে বললো।

আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না। কিছুটা ক্ষোভের সাথেই বললাম; তুমি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

ও আল্লা! এতো উল্টা বুঝিলো সাম। বলেই সে একটু হেসে দিলো। আমি তার হাসির দিকে না তাকিয়ে বাথরুমের নবে হাত রাখলাম।

প্রফেসর আকরামুজ্জামান সাহেব আমাকে দেখেই বললেন; আস্সালা-মু-আলাইকুম।

আমি সালামের জবাব দিয়ে তার সাথে কুশল বিনিময় করতে লাগলাম। আমাদের কুশল বিনিময় শেষে তিনি ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন; আপনার ভাবী আপনাকে সালাম দিয়েছে। আর জানতে চেয়েছে, আপনার স্ত্রীকে আনেননি কেন?

আমি সালামের জবাব দিয়ে বললাম; ও একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। আমার সিস্টার-ইন-ল এসেছে বাসায়। তা ছাড়া ফ্রাইডেকে বলা হয় গেস্ট ডে।

বাহ্! একেবারে গোছানো উত্তর। এই না হলে লেখক! প্রফেসর মৃদু হেসে বললেন।

আমি মৃদু হাসলাম শুধু। মুখে কিছু বললাম না।

তা বলুন, এখন কি লিখছেন?

একদম কিছু না। একটি লাইনও লিখতে পারছি না।

কি বলছেন! তিনি আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন।

হাঁ। একেবারে সত্য।

কেন? তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

সোনাই বিবি। শীতল কণ্ঠে বললাম।



www.pathagar.com

উনাকে নিয়ে লিখে ফেলুন না। প্রফেসর উৎসাহের কণ্ঠে বললেন।

সেটা কয়েকবারই চেষ্টা করেছি। শুধু কাগজ নষ্ট হচ্ছে। পাতার পর পাতা। কিন্তু সাহিত্যের কোন অবয়ব দিতে পারছি না। কথাগুলো বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

বিষয়টা সত্যই কষ্টকর। এরকম আমারও একবার হয়েছিলো। খুলনার খান জাহান আলীর উপর একটা পেপার পাঠানোর কথা ওয়ার্ল্ড টুরিজম জার্নালে। তারা সময়ও দিয়েছিলো প্রচুর। কিন্তু একটি লাইন লিখতে পরছি না। হঠাৎ পড়ে গেলাম নিউমোনিয়ায়। বুঝেন অবস্থা।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। সময় কেটে যাচ্ছে। একেবারে ইলেভেন আওয়ার। আমার স্ত্রী সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করলো।

কিভাবে? একটু হেসে বললাম।

শোনেন তাহলে। সে একদিন একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করলো। আমার এক শ্যালক ডাক্তার। তাকেসহ প্রয়োজনীয় ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স উপস্থিত।

মজার বিষয় তো! আমি মুখে হাসি ধরে রেখে বললাম।

এরপর শোনেন। আমার স্ত্রী এসে বললো; প্রয়োজনীয় কাগজ কলম নাও। আমার খান জাহান আলীর মাজার দেখতে মন চাচ্ছে। তুমি যেহেতু অসুস্থ্য। তাই অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা। ডাক্তার ব্যবস্থা।

এরপর?

এরপর আর পর নেই। রথ দেখা কলা বেচা। চোখের সামনে বিষয়টা ঘুরছে। আর আমি তা দেখেও লিখতে পারবো না। এমন প্রফেসর কি ইউনিভার্সিটি রাখবে! ঐ যে দেখছেন ঐ সার্টিফিকেটটা, এটা তাদের দেয়া। আপনি দেখেন। আমি আপনার জন্য হালকা নাস্তা নিয়ে আসছি। এপর বাইরের ঐ কোনায় বসে আমি আপনার কথা শুনবো।

তিনি ভেতরে গেলেন। আমি উঠে গিয়ে তার প্রাপ্ত পুরস্কার আর মেডেলগুলো দেখতে লাগলাম। প্রফেসরদের সম্পদ কাগজপত্র। ধনীর সম্পদ ধন। ধনীরা ধন সম্পদ দেখাতে ভালোবাসে। সম্পদ অর্জনের গল্প বলতে ভালো বাসে। আর জ্ঞানীরা জ্ঞান অর্জনের কথা বলতে ভালোবাসে। জ্ঞান দেখাতে ভালোবাসে না।

এ দুই ভুবনের বাসিন্দা কখনো এক বিন্দুতে মিলিত হতে চায় না। কি বিচিত্র পৃথিবীর পরিভ্রমণ। যিনি এটাকে চালান না জানি তিনি কত বিচিত্র!

প্রফেসর আকরামুজ্জামান নাস্তার ট্রলি নিজে ঠেলে নিয়ে আসছেন। আমি আগে সহযোগিতার জন্য উঠতে চাইলাম। তিনি হাত ইশারায় নিষেধ করলেন। কাছে



www.pathagar.com

এসে বললেন; আমার মেহমানকে আমাকে সম্মান করতে দিন। তাহলে আমি স্রষ্টার কাছে সম্মান পাবো।

নাস্তা শেষে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম। আমি সোনাই বিবির কথা শুরু করলাম। তিনি শুনছেন মন দিয়ে। পুরো ঘটনা তাকে বললাম। এরপর পেন ড্রাইভ পকেট থেকে বের করে বললাম; এখানে কিছু তথ্য আছে। আপনাকে এগুলো দিতে চাই।

তিনি আমার হাত থেকে ড্রাইভটা নিলেন। এরপর তা নিয়ে রুমের দিকে গেলেন। আমি একা বসে তার বাগান দেখতে লাগলাম।

কিছু সময় পর তিনি হাতে করে শরবত এবং হালকা বিস্কিট নিয়ে ফিরে এলেন। সেগুলো দেখিয়ে বললেন; নিন, গলাটা ভিজিয়ে নিন।

আমি শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, আমি এখন উঠবো।

আরে না! কি বলছেন আপনি! একসাথে লাঞ্চ করবো। তিনি আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন।

আমি বিনীতভাবে বললাম; আজ না। অন্য একদিন। আজ একটু ফিরতে হবে। আপনার ভাবী রান্না শুরু করেছেন।

স্যার! আমার শ্যালিকা বাসায় এসেছে। আমার স্ত্রী মন খারাপ করে টেবিলে বসবে। আমাকে আজকের জন্য ছুটি দিন।

তিনি কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর বললেন, আপনার বিষয়টা আমি খুব যত্ন নিয়ে ভাববো। এরপর একটা প্ল্যান দাঁড় করাবো। আমাকে ক'দিন সময় নিশ্চই দিবেন।

আবশ্যই স্যার। আপনি আমার বিষয়টা মন দিয়ে শুনেছেন। এতে আমার আনন্দ লাগছে। আমি দু'এক লাইন লিখি। মানুষের মাঝে যা দেখি তা লিখি। আমার চারপাশে যা দেখি তা লিখি। আমার কল্পনায় যা আসে তাও লিখি। মানুষ, তার চারপাশ এবং কল্পনা এ ত্রিভুবনের সমন্বয় হলো একটি উপাখ্যান। একটি গল্প। একটি উপন্যাস। এগুলো নিয়ে যিনি কাজ করেন তিনি লেখক। কিন্তু লেখককে নিয়েও কেউ একজন কাজ করে। সেই কেউ একজনের কাজ বোঝা লেখকের দ্বারা সম্ভব না। তাকে চিত্রায়ন করা লেখকের সাধ্যাতীত। তিনি এ মুহূর্তে যা করছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি এক্ষেত্রে আমাকে একটু হেল্প করুন। আমার মন বলছে সোনাই বিবি নামে একজন কেউ ছিলো। যার ইতিহাস আমাদের অজানা। এ অজানা অধ্যায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমার একার পক্ষে এটা প্রকাশ করা অসাধ্য।



www.pathagar.com

আমি একটানে কথাগুলো বললাম। তিনি চুপচাপ শুনলেন। এরপর আমাকে আশ্বস্ত করলেন। আমার পেন ড্রাইভ কপি রেখে ফেরত দিলেন। আমি তার বাসা থেকে বের হয়ে এলাম।

বাস ছুটছে দ্রুত লয়ে তুরাগের পাড় ঘেঁষে।

বাসের গতির চেয়ে আমার মনের গতি আরো দ্রুত ছুটছে বাসার দিকে। সকালের রাগ এখন অনুরাগে রূপান্তর হয়েছে। কঠিন বরফ যেভাবে পানিতে রূপান্তর হয়। মনের এ বিচিত্র রূপ আমি ধরতে পারছি না। সাগরের জোয়ার ভাটা নির্ণয় করা সহজ মনের রাগ অনুরাগের চেয়ে।

আমি সেলুলার বের করলাম। স্পিড ডায়ালের বটম চাপলাম। ও পাশে সেলুলার বন্ধ। যা বোঝার বুঝে নিলাম। মনে মনে বললাম; আমার হলো শেষ তোমার হলো শুরু। জানালা খুলে দিলাম। হু-হু করে বাতাস ঢুকছে। আমার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমি সে বাতাসে নিজকে সঁপে দিলাম।

দরজা খুলে সালাম দিয়ে একপাশে দাঁড়ালো আমার স্ত্রী। তার চেহারা ভার। তার চোখের দিকে তাকালাম। চেহারার কৃত্রিম অভিমান চোখে নেই। চোখ আনন্দে চিক্ চিক্ করছে। রমণীর কাজল কালো চোখ কোন কৃত্রিমতা লুকাতে পারে না। কিন্তু অনেকেই তা ধরতে পারে না। একজন লেখক সেটা পারে।

আমি আস্তে করে ভেতরে ঢুকলাম। সালামের জবাব দিয়ে। তার চেহারা থেকে অভিমান মুছে যাচ্ছে। আনন্দ এসে স্থান নিচ্ছে। এটা আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি।

মেইল বক্সে মেইল এসেছে।

প্রফেসর হামিদুজ্জামান প্রেরক। সেটা ওপেন করে পড়তে লাগলাম। তিনি লিখেছেন:

*জনাব*

*সালাম ও শুভেচ্ছা থাকলো। আমার সেমিনার শেষ। ভিসার মেয়াদ এখনো আছে। তাই একটু ঘুরে ফিরে দেখছি। এ ক্ষেত্রে আমাকে হেল্প করছে আমার পিএইচডি বন্ধু। আপনাকে তার নাম বলেছি। আপনার নিশ্চই মনে আছে। আপনার বিষয়ে বলছি।*



www.pathagar.com

*আমি আপনাকে যা বলেছিলাম আমার বন্ধু ও এ বিষয়ে একমত। আরো শিওর হওয়ার জন্য ল্যাবে এটা কেমিক্যাল এনালাইসিস করা হচ্ছে। ঐ যে আপনাকে বললাম ঘুরে ফিরে দেখছি। মূলত এটা নিয়েই ঘুরছি। এ দেশে দেখার কিছু নেই। এ কথার সাথে আমার বন্ধুও একমত। সব রিপোর্ট নিয়ে আমি আসবো। ততদিন অপেক্ষা করুন।*

*আল্লাহ হাফিজ।*

*নোট :*

*আমার বন্ধু আপনাকে দেখতে চায়। আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আপনাকে নিয়ে হিলট্রাক্টস যেতে চায়। বলুনতো! কেমন পাগলামো চিন্তা না এটা?*

মেইল ক্লোজ করলাম। এর পূর্বে একটা কাজ করলাম। বাংলাদেশের একটা মানচিত্রের মধ্যে আমার ছবি সেট করে সেটা সেন্ড করলাম।

আমার স্ত্রী আমার দিকে এগিয়ে এলো। সে মাথায় চিরুনি বোলাচ্ছে। আমার পাশে বসলো। এরপর শান্ত কণ্ঠে বললো; তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

তার দিকে তাকালাম। মুখে কিছু বললাম না। সে আবার বললো; আচ্ছা চলো, বারান্দায় বসি। দু'কাপ চা নিয়ে আসছি। সেখানে বসে চা খাওয়াও হবে। কথা বলাও হবে। চা'র সাথে আর কিছু আনবো?

না।

বারান্দায় বসে চায়ে চুমুক দিলাম। আমার স্ত্রী পাশে বসা। তার হাতেও চা'র কাপ। সে চা'র কাপে চুমুক দিচ্ছে না। ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করছে। সে কিছুটা ঠাণ্ডা চা খায়। অথচ আমি তার বিপরীত।

তুমি দেখছি ইদানীং কিছুই লিখছো না। সে শীতল কণ্ঠে বললো।

লিখতে পারছি না।

কেন?

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম।

এমন কোন সমস্যা কি তুমি ফিল করছো যা আমাকে বলা যাবে।

সব কিছুই তোমাকে বলা যাবে।

আচ্ছা বলো। আমি শুনবো।

আমি লিখতে বসলেই আমার মাথায় সোনাই বিবি চলে আসছে।

তাই নাকি! তাহলেতো ভালোই হলো।

সেটা কেমন? আমি জানতে চাইলাম।

তুমি এ নামে একটা উপন্যাস লিখে ফেল। তাহলে এটা তোমার মাথা থেকে কাগজের পাতায় চলে যাবে।



www.pathagar.com

আমিও তো তাই চাচ্ছি।
তাহলে লিখছো না কেন?
সমস্যা হচ্ছে যখনই লিখতে বসছি কিছুই আসছে না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।
ও, আচ্ছা।
আমি লেখাটার একটা অবয়ব দাঁড় করাতে চাচ্ছি। পারছি না। কিন্তু দেখ সোনাই বিবি বিষয়ে আমি মোটামুটি তথ্য যোগাড় করেছি।
হুঁ। তাইতো দেখতে পাচ্ছি। সে চিন্তিত কণ্ঠে বললো।
এখন বলো আমি কি করতে পারি?
আচ্ছা। আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।
বলো।
সোনাই বিবি বলে আসলে কি কেউ আছে?
আমি তার দিকে তাকালাম। এরপর ম্লান কণ্ঠে বললাম, জানি না।
আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে প্রশ্নটা আরো সহজ করে করছি। তুমি কি ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়েছো?
আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম; কি বলছো তুমি!
তুমি এত চমকে উঠলে কেন? লেখদের প্রেমে পড়া স্বাভাবিক। পৃথিবীর এমন অনেক লেখক আছেন যারা একবার নয় বহুবার প্রেমে পড়েছেন।
তুমি তাদের সাথে আমাকে মেলাচ্ছ?
তুমি কি লেখক না?
কিন্তু তাই বলে তুমি! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।
হাঁ। আমি। আমার ধারণা তুমি সোনাই বিবি নামক মেয়েটার প্রেমে পড়েছো।
এই ধারণার কারণ? শীতল কণ্ঠে বললাম।
এর কারণ হলো তুমি এ নামটা ঘরের বিভিন্ন স্থানে লিখেছো। তোমার শ্যালিকা সেদিন দু স্থানে নামটা দেখে আমাকে দেখিয়েছে।
কোথায় দেখেছে সে?
ফ্রন্ট বাথরুমের লুকিং মিররে এবং ফুলদানিতে। সে শীতল কণ্ঠে বললো।
আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। চুপ করে থাকলাম।
আমিতো লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। তুমি লিখতে চাও লিখো। প্রচুর কাগজ আছে। শুধু নাম না প্রেম পত্র টত্র লেখ। এগুলো ইতিহাস হবে। তোমাদের মত



www.pathagar.com

লেখকদের সব কিছুই ইতিহাস। কিন্তু আমি সাধারণ মেয়ে। আমাকে ছোট বোনের সামনে লজ্জা দিচ্ছ কেন? একেবারে এইট নাইনে পড়ুয়া বাচ্চাদের মত এখানে সেখানে লেখা। ছি:! ছি:! ছি:!

আমি কোন জবাব দিলাম না। পৃথিবীতে পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়ার মেজর প্রবলেম হলো সে কখনো অবলা নারীর অভিযোগ খণ্ডাতে এগিয়ে আসে না। যদি সে অভিযোগ অসত্যও হয়।

শোন, তুমি কি ঐ নামের মেয়েটাকে বাসায় আনতে চাও? এটা দ্বারা আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি তুমি কি বুঝতে পারছো?

আমি নিশ্চুপ থাকলাম। আমার নিশ্চুপতা দেখে সে বলে উঠলো; তুমি চুপ করে থাকবে না।

তুমি বলে যাও। আমি শুনছি। আমি বললাম।

আমি বলবো। তুমি চুপ থাকলেও বলবো। আমি লেখকের সাথে প্রেম করছি না। তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি। আমার বলার রাইটস্ রয়েছে।

অবশ্যই আছে। তুমি বলো।

তুমি তাকে বাসায় আনতে চাইলে রেজিস্ট্রি করে আনবে। আর এর পূর্বে আমাকে জানাবে। আমি তোমার কোন সমস্যা করবো না। একজন লেখকের সাথে ঘর করতে না পারলেও তাকে কোন সমস্যায় ফেলবো না।

কথাটা বলে সে আমার পাশ থেকে উঠে গেল। লাইট অফ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

আমি বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলাম। মধ্য রাত পার হয়ে যাচ্ছে। আমি রকিং চেয়ারে বসে আছি।

পাথরের মত শক্ত জিনিষে আঘাত লাগলে আগুন জ্বলে ওঠে। লেখকের কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগলে তা লহু হয়ে ক্ষরিত হয়। সে ক্ষরণ কলমের কালি হয়ে সাদা জমিনে ঝড় তোলে। লাঙ্গলের ফলার মত চষে ফেলে শুকনো খটখটে জমিনকে।

আমার মাথায় সোনাই বিবি উপাখ্যান মুহূর্তে চলে এলো। আমি ঝড় তুলতে লাগলাম মাথার। মাথায় মধ্যেই লেখা শুরু করলাম। উপন্যাস। যে উপন্যাসের নাম সোনাই বিবি।



www.pathagar.com

শেকড় আমাকে টানছে।

শেকড়ের টান অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। তাইতো ছুটে চলছি। যেখানে শুয়ে আছে আমার প্রাচীন পুরুষেরা।

রাতেই বাসা থেকে বের হয়েছি। সকালের নামাজ পড়ে বাসে বসলাম। গ্রামের বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল নয়টা। এত কাছে আমার শেকড়। অথচ এতদিন আমি তা ভুলে ছিলাম।

আমাকে দেখে আমার দাদী বেরিয়ে এলেন। জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ইনি আমার আপন দাদী না। দাদীর বোন এবং জ্যা, কিন্তু আমাকে তার আপন জনের মত টেনে নিলেন।

আশি বছর বয়সী এক বৃদ্ধার পরম স্নেহ্ আমাকে শেকড়ের অকৃত্রিম বন্ধনে বেঁধে ফেললো। তিন দিন পার হচ্ছে।

তৃতীয় দিনে আমি দাদীর কাছে জানতে চাইলাম, দাদীজান! সোনাই বিবি কে চেনেন?

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হোনাই বিবির গল্পের কতা কইতাছো?

আমি চমকে উঠলাম। সোনাই বিবির গল্প আমার বাড়ীতে। কি আশ্চর্য! অথচ এর জন্য আমি সারা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছি। নেটে বসেছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আস্তে করে বললাম; জে দাদী! হোনাই বিবির গল্প।

হুনো। এই গল্প আমি শুনছি আমার হাউড়ি আম্মাজানের কাছ থাইকা। তাই নাকি!

বড়ই দুঃখের। চোখের পানি আটকাইতে পারবা না।

আইচ্ছা। না আটকাইতে পারলে আপনার আঁচল দিয়া মুছমু। আমি একটু হেসে বললাম।

বউয়ের আঁচল রাইখা আমারটা ধরলে বউ রাগ করবো নাতো।

বৃদ্ধার চমৎকার কথায় আমি চমৎকৃত হলাম। মনে মনে বললাম, আমার লেখায় যারা চমৎকৃত হয় তারা মূলত এ বৃদ্ধার কথাই পড়ে। কেননা আমি তাদেরই প্রজন্ম।



www.pathagar.com

মুখে বললাম, দুই জনের দুই আঁচলে দুই চোখ মুছমু। বৃদ্ধা দাঁতহীন মুখে হেসে উঠলো।

দাদীজান তাঁর গল্প শুরু করলেন। আমি মন দিয়ে শুনতে লাগলাম। যতশুনছি তত আশ্চর্য হচ্ছি। কি আশ্চর্য! আশ্চর্য মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি। সোনাই বিবির বলা কথা অক্সফোর্ডের থিসিসে লেখা আর দাদীজানের বলা তিনের মাঝে ভাষার পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। আমি একটা সিদ্ধান্তের দিকে ক্রমান্বয়ে এগুচ্ছি। এ সিদ্ধান্ত আমাকে আমার অতীত চিনিয়ে দেবে।

দাদীজান তার গল্প শেষ করলেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। এটা তাকে কেউ একজন বলেছে। এবং এ গল্প তিনি আরো দু'একবার বলেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদীজান! এটা কি আমার বড় দাদীজান জানতেন?

তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তুক হে তো তোর বাপরে জন্ম দিয়াই মইরা গেল। আমার দশ বছরের বড় ছিলো। আমি এই বাড়িতে আইলাম হের জন্য। আর আমারে রাইখা হে চইলা গেল।

বৃদ্ধার শুষ্ক চোখ ভিজে উঠলো। তার কথায় মোড় ঘোরনোর জন্য বললাম; দাদীজান! আপনার বিয়ার সময় আপনার শ্বশুর বাঁইচা ছিলো?

তিনি কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, অবশ্যই ছিলো। ঐ কোণায় তেনার ঘর ছিলো। তেনার নাম ছিলো করিম উল্লা সওদাগর। আমার শাশুড়ী আমারে সোনাই বিবির কিসসা কইছে।

তাই নকি! আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

তবে একখান কথা।

কি দাদিজান? আমি জানার উদ্যেশ্যে বললাম।

সোনাই বিবি ছিলো দুইজন।

মানে! আমি চমকে উঠে বললাম।

মানে অইলো নকল জনের কবর ঐ পুকুর পাড়ের পশ্চিম কোণায়। রহমত উল্লাহ সওদাগরের পাশে। এই রহমত উল্লাহ সওদাগর অইলো তোমার প্রথম পুরুষ।

কি বলছো দাদী! আমি উত্তেজনা দমন করতে পারছি না।

হ। তিনি নেক বান্দা ছিলেন। নদীগুলা পার হইতেন হাঁইটা হাঁইটা। কোন নৌকা লাগতো না। এই লম্বা ছিলেন। কবরের পাশে দাঁড়ালেই বুঝতে পারবা। তেনার সৌন্দর্যে এলাকার মাইয়ারা পাগল ছিলো। কিন্তু তিনি কারো দিকে তাকাইতেন না। যখন তিনি সোনাই বিবিরে বিয়া করলেন তখন দুই মাইয়া দু:খে নদীতে ডুইবা মরছিলো। এই সোনাই বিবি ছিলো নকল সোনাই বিবি। তার আসল নাম ছিলো মোসাম্মত কুলছুম আরা।



www.pathagar.com

দাদীজান কথাগুলো একটানে বলে থামলেন। তারপর বললেন, বউ রে একদিন নিয়া আইবা। হায়াত মউত আল্লার হাতে। শেষ জীবনে তারে গল্পটা বলতে ইচ্চা করছে।
অবশ্যই আনবো দাদী। সে আপনার মুখে সোনাই বিবির গল্প শুনবে।
সকালের নামাজ শেষ করে আমি পুকুর পাড়ের পশ্চিম কোনায় চলে এলাম। আমাকে দেখে আমাদের বাড়ীর একজন এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, দোয়া পড়বেন মিয়া বাই?
আমি সম্মতি সূচক জবাব দিলাম। সে আমার সাথে চললো। আমাকে একটা একটা করে কবর চিনিয়ে দিতে লাগলো। আমার আব্বা এবং দাদা দাদী সবাই এক স্থানে।
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কবরগুলোর মাঝে সবচেয়ে পুরোনো কবর কোনটা?
সে বললো, আপনি প্রথম আব্বার কবর দেখতে চাইতেছেন?
আমি বললাম, হাঁ।
এটা ঐ বাঁশ ঝাড়ের মইদ্দে। সেখানে ঢুকা যায় না। তবে একটু দূর থেকে দেখা যায়। আর প্রথম আম্মা হইলো তার পাশের মোটা আমগাছটা। পুরো কবর আম গাছের নীচে। বাঁশ ঝাড় পুরোটাকে গিইলা ফালাইছে।
আমি খুব মনোযোগ দিয়ে একটা জিনিষ খুঁজছি। হঠাৎ আমার কাছে মনে হলো আমি যা খুঁজছি তা একটু দেখা যাচ্ছে। এপিটাফের এক কোনা।
আমি তা উদ্দেশ্য করে বললাম, ঐ যে দেখা যাচ্ছে ঐ টা কি?
আমার সাথের লোক বললো, ও! ঐটা হলো কবরের পাড়। সেখানে তেনার নাম লেখা আছে। কয়েক বছর আগে পুরানো কবর বইলা মাটি ফেলছে। তাই এটা মাটি চাপা পড়ছে।
ঐটা দেখতে চাই। আমি বললাম।
এইডাতো বেজইল্লা কাম। দুইজন মানুষ লাগবো খালি বাঁশ কাইটা সেখানে যাইতে। এরপর মাটির কাম।
লোকের ব্যবস্থা করেন। যারা এ বাড়ীর গোড়াপত্তন করেছে তাদের কবর এভাবে থাকতে পারে না। তাদের কবর সবাই দেখবে। সেখানে দোয়া পড়বে।
জে ভাই! আমি ব্যবস্থা করছি। আপনে না আইলে কেউ এটা মনে করতো না।
যান। এর সব খরচ আমি দেব। কোন চাঁদা তুলতে হবে না।
আইচ্ছা। এখুনি সব হবে।
বারোটার দিকে এপিটাফটা আমার হাতে এলো। ফার্সি এবং ইংরেজিতে লেখা। আমি ইংরেজিটা পড়লাম। বাংলা করলে দাঁড়ায়;



www.pathagar.com

মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ্ সওদাগর।

জন্ম : অজানা সন

মৃত্যু : ১৮৫০ ইংরেজি

বাংলা ১২৫৭ হিজরী ১২৭২।

দ্বিতীয় এপিটাফ উদ্ধার পেল সন্ধ্যার পূর্বে। পরিষ্কার করে ধুয়ে যখন আমার হাতে এলো তখন আমি পড়তে লাগলাম।

মোসাম্মত কুলসুম আরা

প্রকাশ সোনাই বিবি

জন্ম : অজানা

মৃত্যু : ১৮৮০ ইংরেজি। বাংলা ১২৮৭ হিজরী ১৩০২।

পিতা : চাঁদ সওদাগর।

স্বামী : রহমত উল্লাহ্ সওদাগর।

আমি এপিটাফগুলো নিয়ে দাদীজানের কাছে রওয়ানা হলাম। সোনাই বিবির গল্প এই প্রথম আলোর মুখ দেখতে লাগলো। এ রহমত উল্লাহ্ সওদাগর ই হলো জমিদার রহমত উল্লাহ্ খাঁ। এবং আমি তার প্রজন্ম। আমার মন হঠাৎ করে বিষাদের কালিমায় ব্যথাতুর হয়ে উঠলো।

দাদীজানের ঘরে ঢুকলাম।

ঢুকেই দেখলাম আমার স্ত্রী দাদীজানের সাথে। আমাকে দেখে সে সালাম দিলো। আমি সালামের জবাব দিয়ে দাদীজানের দিকে এপিটাফ দুটো এগিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী সেগুলো হাত বাড়িয়ে নিলো। নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো।

এইগুলান তুমি কবর থেইকা তুইলা আনছ। তাইনা নাতি?

জী দাদীজান।

তিনি এগুলো হাতে নিলেন। তার হাত কাঁপছে। ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। তাকে সহায়তা করছে আমার স্ত্রী।

তিনি এগুলোর উপর হাত বুলিয়ে বললেন; কত বছর পর এইগুলান দেখলাম। হেই বয়সকালে একবার তোমার দাদাজান নিয়া দেখাইছিলো। চাঁদ রাইতে বোরকা পইরা গেছিলাম।



www.pathagar.com

তাই নাকি! আমার স্ত্রী বললো।

হ। তোমরার একনকার মতন তখন একলা বাড়ীর উঠান মাড়ানো ও আমরা পাপ মনে করতাম। যাউক, সেই সব কথা। তুমি সারাদিন কামলাগো পেছনে ঘুর ঘুর করছো। দক্ষিণের ঘর তোমরার জন্য। আরাম কর।

আচ্ছা। বলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষে আমি দক্ষিণের ঘরে এলাম। হাতে একটা বই টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। আমার স্ত্রী এলো একটু পরে। ঘরে ঢুকে আমার সামনের চেয়ারে বসলো। আমি তার দিকে একবার তাকালাম। তারপর আবার বই'র পাতায় চোখ রাখলাম।

টেবিলের উপর আমার কাগজ কলম আছে। সেখান থেকে সে কলম টেনে নিলো। কাগজের উপর লিখলো; আমি দুঃখিত। ক্ষমাপ্রার্থী!

এরপর কাগজটা আমার বই'র পাতার উপর রাখলো।

আমি আস্তে করে কাগজটা টেবিলের উপর রাখলাম। মুখে কিছু বললাম না।

সে আমার হাত থেকে বই টেনে নিল। সেটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখলো। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে মুখে বললো, সরি!

'সরি' বলার প্রয়োজন নেই। আমি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ নই যে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সরি বলতে হবে। আমি বললাম।

ওরে বাবা! বললামতো দুঃখিত। আর এমন হবে না।

তার দিকে তাকালাম। বিশেষ এক দৃষ্টি নিয়ে সে তাকালো আমার দিকে। তারপর বললো; সত্যি হবে না। সকাল পর্যন্ত আমাকে সময় দিলে না কেন? আমি কি তোমার মত এত জ্ঞানী গুণী? আমার কাছে কি তোমার মত এত ডিগ্রি আছে? তোমার মত এত চিন্তাশক্তি কি আমার আছে? একজন সাধারণ নারী আমি। যার মধ্যে অন্য আর দশ জনের মত রাগ, ক্ষোভ, মান-অভিমান সবই আছে।

কিন্তু তোমাকে আমি তো কিছু বিষয় বলেছিলাম।

হাঁ, বলেছো। কিন্তু সব সময় কি সেগুলো আমার মাথায় থাকে?

কিছু বিষয়তো থাকা উচিত। তাই না?

হাঁ। কিন্তু কি করবো বলো। তোমার শ্যালিকাইতো মাথা এলোমেলো করে দিলো। আমি তোমাকে আর দশজনের মত ভাবতে লাগলাম।

মানুষের কথায় কান দিলে এটাই হয়।



www.pathagar.com

আর দেবো না। সত্যি বলছি।

দেখ। তোমার কাছে আমার কোন রাখঢাক নেই। আমার সব কিছু তোমার জানা। এরপরও আমাকে কষ্ট দাও কেন?

আর দেবো না। একেবারে সত্যি করে বলছি। তুমি যে এতো অভিমানী এটা আমার জানা ছিলো না।

আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। হারাতে হারাতে যে অল্প কটা জিনিষ আঁকড়ে ধরে আগামী সময় চলবো ভাবছি সেগুলোতে কখনো হাত দিয়ো না। কারণ আমার হারানোর তালিকা অনেক দীর্ঘ।

সকল লেখকের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্য অন্যদের তুলনায় বেশী থাকে। কিন্তু তা আমার মধ্যে হারানোর কারণে আরো বেশী। তাই বিশেষ কিছু মানুষ সেখানে খোঁচা দিলে তা অন্যদের চেয়ে বেশী আঘাত লাগে। আর তখন পৃথিবীর মায়া আমার কাছে শূন্য মনে হয়। একটানে কথাগুলো বলে থামলাম।

আমার স্ত্রী চুপ করে থাকলো। কিছু বললো না। আমি জানি তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। এ অশ্রু ঢাকতে সে মাথা নিচের দিকে নামিয়ে নিলো।

আস্তে করে তার থুতনি ধরে তাকে সোজা করে দিলাম। তার অশ্রু কপোল বেয়ে নামতে লাগলো। বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে তার অশ্রু মুছে দিলাম।

মুখে বললাম; কি করে বুঝলে আমি এখানে এসেছি?

সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলতে লাগলো; ইশতিয়াক ভাইকে ফোন দিলাম। তিনি বললেন, সেখানে যাওনি তুমি। তুমি রাতে কোথাও থাকো না। থাকলে ইশতিয়াক ভাই'র কাছে থাকো। তোমার কাকার বাসায়ও তুমি থাকো না। আমি তখন কাকা থেকে এ বাড়ীর একজনের নাম্বার নিলাম। কিন্তু তিনি তখন বাইরে ছিলেন। সকালে এসে দেখলেন তুমি নাকি কি সব বন জঙ্গল পরিষ্কার করছো। সে একটানে বললো।

পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

না। আচ্ছা। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? আসলে আমি বিষয়টা মেলাতে পারছি না। এ জন্য।

বল।

এত জায়গা থাকতে তুমি হঠাৎ এখানে এলে কেন?

তুমিইতো বললে এখানে আসতে। আমি একটু হেসে উঠে বললাম।

বারে! আমি আবার কখন বললাম। আমার স্ত্রী আশ্চর্য কণ্ঠে বললো।

ঐ যে রাতের বেলা। তুমি বললে না সোনাই বিবিকে নিয়ে আসতে। তাকে আনতেই তো এখানে আসতে হলো আমাকে।



www.pathagar.com

ও, আচ্ছা। এখন বুঝেছি।

কিন্তু বুঝেওতো লাভ হলো না। আসল লোক পেলাম না। নকলজন পেয়েছি। আসলজন বড়ই অভিমানী। ধরা দেবে কিনা বুঝতে পারছি না।

অবশ্যই দেবে। তোমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে না। চলো, কাল নকল জনকে নিয়ে রওয়ানা হই। এরপর আমিসহ আসল জনকে খুঁজবো।

দেখো আবার! ছলনাময়ীর ছলনা দিয়ে আমাকে ভুলাচ্ছো নাতো? আমি মিটি মিটি হেসে বলতে লাগলাম।

না। না। না। তিনবার বলেছি। এবার বিশ্বাস হলোতো।

থ্যাংক ইউ মেডাম। হয়েছে।

সকালের গাড়ীতে আমরা ঢাকা চলে এলাম। দাদীজানকে আনতে চাইলাম। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা বলে আসতে চাইলো না। তার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে বললাম বাড়ীর সবাইকে। আমার সাথে যোগাযোগের নাম্বার দিয়ে এলাম। পুরোনো কবরগুলো সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত টাকা পয়সা দিয়ে এলাম। প্রয়োজনে আরো দেব বলে এলাম। দু'টো এপিটাফ শুধু রেখে এলাম না। নিয়ে এলাম।

ল্যাপটপ অন করে আমি আশ্চর্য হলাম।

প্রচুর মেইল আমার বক্সে জমে আছে। আমি বেছে বেছে সেখান থেকে কিছু সিলেক্ট করলাম। এরপর ওপেন ফাংশান রান করলাম।

প্রফেসর ডক্টর হামিদুজ্জামান লিখেছেন :

*আমার পূর্বের রেজাল্ট সঠিক। সবাই একই ধরনের রেজাল্ট দিয়েছে। আমরা বিষয়টা বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধু রিচার্ড সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য। সে এটা নিয়ে গবেষণা করতে চায়। প্রয়োজনে সে বাংলাদেশে আসবে। আপনার সাথে কথা বলবে। আপাতত সে চাচ্ছে পেপারটা যেন আপনি তার কাছে রাখার অনুমতি দেন। এজন্য সে প্রয়োজনে টেন মিলিয়ন ডলারের ইন্সুরেন্স করতে চাচ্ছে আপনার নামে। আমি ইয়েস নো কিছু বলিনি। আপনার জবাবের প্রত্যাশা করছি।*



www.pathagar.com

অক্সফোর্ডের মিনহাজুল আনোয়ারের মেইল ওপেন করলাম। তিনি লিখেছেন:

*সালাম নেবেন। আশা করছি ভালো আছেন। আমাকে কিছু তথ্য দেন। এ বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন? আমাকে কি জানাবেন? আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমাকে দেখবেন। একটি প্রাইভেট সংস্থা প্রধান গবেষনায় পাউন্ড দেবেন। আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। আমি বলেছি আরো একজনকেও দেবেন। সে একজন যে আপনি তা বুঝেছেন? আপনি এবার জবাব দেন। বিদায়ী শুভেচ্ছা নেন।*

প্রফেসর আকরামুজ্জামান মেইলে লিখেছেন;

*আপনাকে সেলুলারে পাচ্ছি না। তাই মেইল করছি। আপনার সাথে আমি সরাসরি কথা বলতে চাচ্ছি। এবার আপনাকে কষ্ট দেবো না। আপনি সময় এবং স্থান জানিয়ে সেলুলারে অথবা মেইলে জানাবেন।*

বাকী মেইলগুলোও একে একে পড়লাম। কালো বিড়াল ফিরতি মেইলে আমার জন্য টিউলিপ পাঠিয়েছে। সাথে লিখেছে 'সরি, হেভ ইউ মাই মেইল ফ্রেন্ড?

আমি তাকে শুধু 'থেংকস' সেন্ড করলাম। গরিলা রেগে মেগে অনেক কিছু লিখে পাঠিয়েছে। আমি সেগুলোর সাথে ফরইউ লিখে তার মেইলে সেন্ড দিলাম।

আমার মাথায় কাজ গুছিয়ে নেয়ার জন্য কিছু একাকী সময় প্রয়োজন। তার পূর্বে প্রয়োজন ইশতিয়াককে।

সেলুলার টেনে স্পিড ডায়ালে তার নাম্বার চাপলাম। ওপাশের কণ্ঠ রিসিভ করলো। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ইশতিয়াক কথা বলে উঠলো।

: কিরে! একেবারে হাওয়া হয়ে গেলি দেখি?

: মাঝে মধ্যে হাওয়া হতে পারলে একেবারে মন্দ হতো না।

: মন্দ হতো না। কিন্তু মানুষ হাওয়া হতে পারবে না।

: আচ্ছা। হাওয়া নিয়ে পরে কথা হবে। এখন আমি যা বলছি তা শোন।

: জী জনাব! বলুন।

: জী। শান্ত ছেলের মত শুনুন। আপনার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। আপনি কি একটু দয়া করে সময় দেবেন?

: জী জনাব। চাহিবা মাত্র আপনাকে টাইম দিতে বাধ্য থাকিব।

: তাহা হইলে আজ দুপুরে আপনি আমন্ত্রিত হন।

: হইলাম। তবে আমার পছন্দের মেনু রান্না হইতে হইবে।

: আপনি তাহা আপনার ভাবীকে জানাইয়া দিন।

কথাটা বলে সেলুলার আমার স্ত্রীর হাতে দিলাম। সে মুচকি হেসে আমার হাত থেকে তা নিলো।



www.pathagar.com

ইশতিয়াক সব কথা শুনলো।

এরপর কিছু সময় মাথা নিচের দিকে দিয়ে রাখলো। কিছু পরে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো; তোমার আর আমার মাঝে মৌলিক একটা পার্থক্য আছে। সেটা তুমিও জানো আমিও জানি।

তার কথা শুনে যাচ্ছি। কিছু বলছি না। বলার সময় এখনো আসেনি। সে বলতে লাগলো; কিন্তু আরোও একটা পার্থক্য আছে।

তাই নাকি! আমি বললাম।

হাঁ।

সেটা কি?

সেটা হলো তোমার চলার পথ। তুমি সেটা জানো না।

আচ্ছা! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

হাঁ। তুমি কখনো স্থির পথে চলোনি।

ব্যাখ্যা করে বলো।

যেমন ধরো, এই যে এখন যেটা আমাকে বললে। তুমি পাহাড়ী এলাকায় ঘুরে ঘুরে মাটি খুঁড়বে। টন টন মাটির নীচে এক কাল্পনিক মহিলা আছে। তাকে মাটির নীচ থেকে বের করে আনবে। সারা পৃথিবী জানবে। সোনাই বিবির ইতিহাস। অদ্ভুত এক প্ল্যান। এ প্ল্যান দিয়ে একটা ভালো এডভেঞ্চার জাতীয় উপন্যাস লিখা যায়। পাঠক গোগ্রাসে পড়বে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক উপন্যাস না।

সেটা কি? একটু হেসে বললাম।

এখানে আছে সব কিছু। এখানে ইকোনমিক্যাল সাইড রয়েছে। কান্ট্রি অনুমোদনের বিষয় রয়েছে। সার্ভে ডিপার্টমেন্ট, এনভারমেন্ট ডিপার্টমেন্টসহ হেনতেন সব ডিপার্টমেন্ট জড়িত। এছাড়া লোকাল টেররিস্ট গ্রুপগুলোর যন্ত্রণা অসহ্য করে তুলবে তোমাকে।

তাহলে আমার কি করা উচিত? শান্ত কণ্ঠে বললাম।

ইশতিয়াক আমার দিকে তাকিয়ে স্থির কণ্ঠে বললো; তোমাকে আমার উচিত বলা সাজে না।



www.pathagar.com

ফরহাদ শিরির জন্য পাহাড় কেটে পানি এনেছিলো। আমি তাত্ত্বিক কণ্ঠে বললাম।

আর সোনাই বিবির জন্য তুমি পাহাড়কে সমতল করবে। চমৎকার হবে। কিন্তু সে সোনাই বিবি আবার কাল্পনিক। বাস্তব না। যার স্ট্যাটিকেল প্রবাবিলিটি জিরো। সম্ভাব্যতা শূন্য। ইশতিয়াক কিছুটা হতাশ কণ্ঠে বললো।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?

কিছুই না। ইশতিয়াক বললো।

ঠিক আছে এখন উঠ। চা রেডি। তোমার ভাবী বলে গেছে।

হাঁ। উঠছি। তবে এ শূন্য নিয়েও যদি তুমি এগুতে চাও তার সাথেও আমি থাকবো। আমার করণীয় সব করবো।

সেটা আমি জানি। ঠিক আছে। আমি বিষয়টা আরেকটু ভেবে দেখি। কথাটা বলে আমি উঠলাম। ইশতিয়াকও উঠলো।

রাত গভীর থেকে গভীর হচ্ছে।

চোখে ঘুমের দেখা নেই। এর কারণ ইনসেমেনিয়া নয়। আমার মাথা হলো এর কারণ। মাথায় ঘুরছে অনেকগুলো বিষয়। অনেকটা কথপোকথন স্টাইলে। আমার স্ত্রী ঘুমুচ্ছে। আমি বারান্দায় এসে বসলাম। রকিং চেয়ার দুলছে। মাথায় চলছে কথপোকথন। অনেকটা দু পক্ষ স্টাইলে। এক পক্ষ আমি। অন্য পক্ষ আমার মাথা। আমি বিচিত্র এ ভুবনে কথা বলতে লাগলাম।

: আমার এখন কি করণীয় হতে পারে?

: আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন?

: তাহলে কাকে জিজ্ঞাসা করবো?

: পৃথিবীর মানুষকে জিজ্ঞাসা কর।

: তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি।

: তারা কি বলেছে?

: তারা বাস্তববাদী হতে বলেছে।

: তা হলে হও।

: তাই নাকি!

: হাঁ। তাইতো হওয়া উচিত। তাই না?

: হাঁ এবং না।



www.pathagar.com

: দুটো উত্তর কেন দিচ্ছ।
: এক প্রশ্নের উত্তর দুটো হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
: এটা পরীক্ষার হল নয়।
: পৃথিবীটা একটা বড় পরীক্ষার হল। পৃথিবীতে মানুষ শুধু পরীক্ষা দেবে। রেজাল্ট পাবে না।
: সেটা কি?
: পৃথিবীতে প্রাণীরা হলো পরীক্ষার্থী। এ প্রাণীদের মাঝে মানুষ হলো সর্বোত্তম প্রাণী। তাই তার পরীক্ষাও কঠিন তর হয়।
: তাই নাকি!
: হাঁ। যে মানুষ যত বেশী সর্বোত্তম সে মানুষের পরীক্ষা তত কঠিনতর হয়।
: উদাহরণ দাও।
: পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের ইতিহাস তার উদাহরণ।
: আরো বল।
: সর্বোত্তম এর পরে হলো উত্তম মানুষরা। এরপর হলো বিশেষ মানুষেরা। এরপর মানুষরা। এরপর অন্য প্রাণীরা।
: তুমি কোন পর্যায়ের মানুষ?
: আমি জানি না। কোন মানুষই বলতে পারে না সে কোন পর্যায়ের মানুষ। পৃথিবীর সময় শেষ করলে তখন জানতে পারে। সেটা তখন পৃথিবীর মানুষকে সে জানাতে পারে না। ব্যতিক্রম শুধু সর্বোত্তম মানুষ।
: মানুষ পর্ব থাক। তোমার সাথে তোমার বর্তমান সমস্যা নিয়ে আমি কথা বলতে বসেছি।
: আমি সেদিকেই যাচ্ছি।
: হাঁ, বলো।
: সর্বোত্তম মানুষের একটা ঘটনা শোন।
: বলো।
: তার উপর চলছে তখন কঠিন পরীক্ষা। একেবারে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ শত্রুর আক্রমনে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরীক্ষা। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে হচ্ছে। ঠিক তখন ঘটলো এক ঘটনা।
: সেটা কি?
: তিনি সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তার সাথের মানুষদের কে স্বপ্ন দেখাতে লাগলেন।
: সেটা কিভাবে?
: সে সময় ছিলো দুটো প্রভাবশালী দুনিয়া কাঁপানো সাম্রাজ্য। তিনি বলতে লাগলেন, আমি দেখছি ও দুটো আমাদের হয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর লাল নীল দামী প্রসাদ গুলো আমাদের দখলে চলে এসেছে।



www.pathagar.com

: কি আশ্চর্য!

: হাঁ। নুন্যতম খাবার দিতে পারছে না পেটে। অথচ কি আজব স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তার লোকদেরকে। আমি যত ভাবি তত আশ্চর্য হই।

: হাঁ। এটা সত্যিই আশ্চর্য হওয়ার কথা।

: অথচ দেখ, হিটলারের সৈন্যরা রাশিয়ায় সামান্য ক্ষুধা এবং ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারলো না। পালিয়ে গেল যুদ্ধ থেকে। কিন্তু সর্বোত্তম মানুষের সাথের লোকেরা তার স্বপ্ন বাস্তব করে দেখিয়ে দিলো।

: হাঁ। ইতিহাস তাইতো বলে।

: সুতরাং তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি করবো।

: চুপ।

: আমার কাজ হলো স্বপ্ন দেখিয়ে যাওয়া। একজন লেখকের কাজ হলো তাই। সর্বোত্তম মানুষের অনুকরণে মানুষদেরকে স্বপ্ন দেখিয়ে যাওয়া। সে স্বপ্নের সন্ধানে ছুটে চলা। এ চলার পথে বাধা স্বাভাবিক। এ বাধার নামই হলো পরীক্ষা। আমি পরীক্ষাকে ভয় পাই না।

: তাহলে তুমি কি করবে?

: সোনাই বিবিকে খুঁজে বের করবো। ইতিহাসের গর্ত থেকে তাকে আমি আলোয় আনবো।

: কিন্তু ...।

: এখানে নো কিন্তু ফিন্তু। প্রকৃত কলম সৈনিক কখনো ভীতু হয় না। তার প্রচেষ্টা হয় সাহসী। সর্বোত্তম মানুষ বলে গেছেন। মানুষের প্রচেষ্টার দুটো রূপ রয়েছে। এর একটা হলো কলম।

: যদি কোন ...।

: কোন যদি ফদিও শুনতে চাই না। আমার বিশ্বাস সোনাই বিবি বলে কেউ একজন ছিলেন। যাকে ইতিহাস নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। অত্যাচারীরা তাদের প্রয়োজনে তাকে মাটি চাপা দিয়েছে। আজ সময় এসেছে তাকে সেখান থেকে বের করে আনার। এ কাজ কাউকে না কাউকে করতে হবে। আর সে জনদের একজন হলাম আমি। তুমি এখন স্টপ। তোমার সাথে কথা শেষ।

ঠাণ্ডা লাগছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠবো ভাবছি। এ সময় কানে এলো মৃদু পায়ের আওয়াজ। আমার সতর্ক কান সে শব্দ শুনলো। আমি বুঝতে পারলাম। কেউ একজন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেকেন্ডের কাঁটা চলছে টিক্ টিক্ করে। এক দুই তিন ..।

সে এলো।

আমি তার দিকে তাকালাম। অন্ধকারের আলোয় তাকে দেখলাম। সে আমার দিকে একটা চাদর এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও। চাদরটা জড়িয়ে নাও। চা খাবে?



www.pathagar.com

তার হাত থেকে চাদরটা নিলাম। এরপর আস্তে করে বললাম; হাঁ। হলে ভালো হয়।
আমার স্ত্রী আস্তে করে পা ফেলে চলে যেতে লাগলো। আমার মনে হতে লাগলো এভাবে কে যেন আমাকে চাদর এগিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু কে সে?
মনে করতে পারছি না। স্মৃতি নামক বিষয়টা মাঝে মধ্যে আমাকে খুব হেল্প করে। আবার কখনো নো বলে হ্যাং হয়ে থাকে। এ মুহূর্তে নো এনসার পাচ্ছি। আপাতত সেটা না হলেও আমার চলবে।
চেয়ার ছেড়ে ফ্রেশ রুমের দিকে চললাম। বাইরের মসজিদে তখন ঘোষিত হচ্ছে প্রথম নামাজের আজান।

দিনের আলোয় ঘটতে লাগলো একে একে অনেক ঘটনা।
কাকতালীয় বলে একটা শব্দ আছে। এটা আমার বেলায় ঘটে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা হলো আমার কাজগুলো আমাকে পরিশ্রমের মাধ্যমে শেষ করতে হবে। এবং বাস্তবেও তাই হয়।
কিন্তু এখন যা ঘটছে তা কাকতালীয় বললে কম বলা হবে। বিষয়গুলোকে সাজিয়ে নিলে যা দাঁড়ায় তা মোটামুটি এ রকম।
এক. মিনহাজুল আনোয়ার মেইল করেছে। সে একটা প্রাইভেট সংস্থার মাধ্যমে গবেষণার জন্য ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড ব্যবস্থা করে ফেলেছে। নেক্সট সানডে অ্যামিরাট এয়ার লাইনসে আসছে। সোনারগাঁও হোটেলের রুম নাম্বার মেইলে দিয়েছে। আমার এড্রেস চাচ্ছে। কিছু কাগজপত্রে আমরা স্বাক্ষর লাগবে। আমিও তার সাথের স্কলার ফেলো।
দুই. রিচার্ড আসছে বাংলাদেশে। তার অ্যাম্বাসির মাধ্যমে সে সরকারের উপর চাপ দেবে। যাতে সোনাই বিবির বিষয়ে আমি এগিয়ে যেতে পারি। ওয়ান মিলিয়ন ডলার সে প্রেজেন্ট করবে এ ক্ষেত্রে আমাকে।
তিন. প্রফেসর আকরামুজ্জামান সকল টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্য ওরাকল নামে একটা ফরেইন গ্রুপের সাথে আলোচনা করেছে। ওরা হিল এরিয়ার তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে ইজারা পেয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু ইন্সট্রুমেন্ট তারা পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকীগুলো কয়েক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তাদের সিসমিক সার্ভে শুরু করলে এ বিষয়ে তারা স্পেশাল হেল্প করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এবং এক্ষেত্রে আর্কিওলজিস্টরা সাপোর্ট দেবে।
একে একে ফিরতি মেইল করলাম। মোটামুটি সব কাজ গুছিয়ে নিচ্ছি। এক স্থানে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সে হলো আমার স্ত্রী।



www.pathagar.com

এক রাতে তার সাথে বসলাম। তার সাথে আমার কথা শুরু হলো।

: তুমি বিষয়টাকে সহজ ভাবে নেওয়ার চেষ্টা কর।

: আমি তো কঠিন ভাবে নিচ্ছি না।

: কিন্তু তুমি যেটা বলছো সেটা যে অসম্ভব তা কি তুমি বুঝতে পারছো।

: না। আমার কাছে সেটা সম্ভব মনে হচ্ছে।

: সেখানের সমস্যাগুলো তোমার জানা নেই।

: জানা থাকুক আর না থাকুক তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে থাকবো।

: আমি যদি জেলখানায় থাকি তাহলে?

: তুমি কি আমার কাছ থেকে পরীক্ষা নিতে চাও? তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললো।

: না। পরীক্ষা ছাড়াই তুমি উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু সমস্যা তোমাকে বোঝাতে পারছি না।

: সমস্যা আমার। বোঝার দায়িত্বও আমার। তোমার এখানে বোঝানোর কিছু নেই।

: ঠিক আছে। আমি তাহলে চিটাগাং বাসা নিই। তুমি সেখানে থাকবে।

: না। তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে থাকবো।

: সেটা কতটুকু ঠিক হবে। বিশেষ করে ঐ পরিবেশে।

: যে পরিবেশে তুমি থাকতে পারবে সেখানে আমি কেন পারবো না?

: আবেগ দিয়ে ডায়ালগ হয়। গল্প, উপন্যাস হয়। জীবনতরী হয় না।

: সে জন্যই তোমার সাথে আমার থাকা প্রয়োজন। লেখকের জীবন একটা উপন্যাস। আর তুমি হলে প্রাকটিক্যাল রাইটার। যার মধ্যে জীবনবোধের চেয়ে কল্পপ্রবণতা অগ্রাধিকার পায় বেশী।

: তাই নাকি!

: অবশ্যই! এই যে তুমি এখন ছুটছো যে বিষয় নিয়ে তার কথাই ধরো। পুরো কল্পনাপ্রবণ একটা বিষয় নিয়ে তুমি ছুটছো। আমি যত চেষ্টাই করবো তুমি তোমার পথে চলবে। ফিরবে না। তাই আমাকেই চলতে হবে তোমার সাথে।

: কি করবো বলো। স্রষ্টা আমাকে তৈরী করেছে যে পথে সে পথের জন্য চলা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

: আমি তো তোমাকে সে পথে চলতে নিষেধ করছি না। তাই বলে এটা তোমাকে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরাবে কেন?

: আমি নিজেও জানি না। উদাস ভাবে কথাটা বললাম।

: যেহেতু জানোনা সেহেতু আমাকে না বলবে না। তোমার সাথে আমার জীবন জড়িয়ে দিয়েছেন একজনে। তাই তোমার দিকে খেয়াল রাখা আমার দায়িত্ব।



www.pathagar.com

: সেটাতে তুমি ত্রুটি রাখছো না।
: আমিও সেখানে তোমার সাথে যাচ্ছি তাহলে।
: কিছু সময় চুপ থাকলাম। এরপর দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, না।
: সে আশ্চর্য কণ্ঠে আমার দিকে তাকালো। এরপর বললো; কি বলছো তুমি!
: তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। শুধু তুমি হলে আমি তোমার কাছে হেরে যেতাম। এখন তুমি শুধু তুমি নও। বরং তোমরা।
: সে চেহারা ম্লান করে বলতে লাগলো; ফলের জন্য আমি বৃক্ষকে হারাতে চাই না।
: ফুল ফলেই বৃক্ষের পূর্ণতা। ফলহীন বৃক্ষকে সমাজ স্বাভাবিক রূপে নেয় না। তা ছাড়া আমি কল্পণা প্রবণ মানুষ হতে পারি, কিন্তু দায়িত্বহীন মানুষ না। আমাদের আগামীর জন্য তোমাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারি না।
: সে নিশ্চুপ। চোখ চিক চিক করছে। অশ্রু জমতে শুরু করছে।
: তুমি একেবারে নিশ্চুপ হলে বিষয়টা আমার জন্য কঠিন হবে।
: এবার ও সে নিশ্চুপ। অশ্রু নামছে কপোল বেয়ে।
: আমার চেয়ে তোমার কষ্ট বেশী। কিন্তু এ কষ্টকে দূর করবে আত্মবিশ্বাস। আমার আত্মবিশ্বাস অতীত রক্ষা করবে। তোমার আত্মবিশ্বাস ভবিষ্যৎ রক্ষা করবে। দুই আত্মবিশ্বাসকে রক্ষা করবে সর্বোচ্চ রক্ষাকারী।
: আমি আস্তে করে তার অশ্রু ফোটা শাহাদাত আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে বললাম, পুরুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ হলো দুঃখের মাঝেও অশ্রু ফেলা যায় না।
কথাটা বলে আস্তে করে তার সামনে থেকে উঠে এলাম। একাকিত্ব অনেক মানুষের দ্বিতীয় জন হয়। যেমন তর আমি।

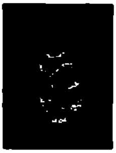

আমার সামনে দুটো এপিটাফ।
একটা রহমত উল্লাহ্ সওদাগরের। অন্যটা হলো কুলসুম আরার।
কিছু সময় সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে মনে অনেক কথা বললাম। সর্বশেষ বললাম; জনাব রহমত উল্লাহ্ সাহেব! একটা অনিশ্চিত কল্পনার পেছনে আমি ছুটছি। আমি জানি না এর শেষ কোথায়। কলম্বাস সাগরে যাত্রা শুরু করেছিলো জল এবং স্থলের মাধ্যমে। আমি শুরু করলাম কল্পনার মাধ্যমে। যদি সফল হই তাহলে ইতিহাসে যুক্ত হবে নির্যাতিতার অধ্যায়। আর বিফল হলে আমি হবো ইতিহাসের হাস্যকর অধ্যায়।



www.pathagar.com

জনাবা কুলসুম আরা সাহেবা! ভাবছেন আপনার প্রজন্ম এ ছেলেটা কেমন যেন এক রকম তাই না! সব মানুষ এক রকম নয়। এর প্রমাণ হলাম আমি। আল্লাহ হাফিজ।

প্রকৃতি তার রং বদলাচ্ছে।
আমি এ রং বদলের খেলা স্পষ্ট বুঝতে পারি। পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় তা আরো স্পষ্ট। আমার মাথা কাজ করছে খুব দ্রুত লয়ে।
প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন ছিলো কুয়াশা মোড়ানো শীত। এখন হলো সোনালী চাদরের উষ্ণ আবহাওয়া। বসন্ত ছোটাছুটি করছে এখানে সেখানে। গাছের কচি পাতায়। সকালের ঘাসের ডগায়। পাখীর কলরব সৃষ্টি করছে সুর লহরী। মাঝে মধ্যে হালকা সমীরণ। পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে।
স্যার! চা দিমু? হাশমত মাথা নীচের দিকে রেখে বললো।
আমি চিন্তার জগত থেকে বেরিয়ে এলাম। হাশমতের দিকে তাকিয়ে বললাম; প্রথমে মাথা তোল। এরপর নিয়ে আসো।
সে একবার মাথা তুললো। এরপর নামিয়ে নিয়ে আমার সামনে থেকে চলে গেল।
আমি আবার প্রকৃতি দেখতে লাগলাম। একটা ঘুঘু মাথার উপর ওড়াওড়ি করছে। তাকে ফলো করলাম। তার গন্তব্য একটা গাছের মগ ডালে। আমি বুঝতে পারলাম। সেখানে তার বাসা। এ পরিবেশে আমার উচিত কাগজ কলম নিয়ে বসা। তা পারছি না। দু'একবার চেষ্টা করেছিলাম। একটি লাইনও মাথায় আসছে না। কাগজের উপর দু'একটা শব্দ উঠে আসছে। কিন্তু সেগুলো কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।
বুঝতে না পারার অবশ্য একটা কারণ রয়েছে। আমার সময় কেটে যাচ্ছে এখন অন্য কাজে।
পাহাড়ী এ এলাকা চষে বেড়াচ্ছে বিখ্যাত কিছু ব্যক্তি। প্রতিদিন তাদের সাথে বসছি। আলোচনা করছি। লোকাল মানচিত্র দেখছি। সার্ভে মানচিত্র দেখছি। সম্ভাব্যতা যাচাই করছি। এরপর সেটা প্র্যাকটিক্যালি এপ্লাই করা হচ্ছে। রেজাল্ট পেতে অপেক্ষা করছি। সব মিলিয়ে এক এনালাইসিস ওয়ার্ক মাথায় কাজ করছে।
স্যার! চা। হাশমত ট্রে এগিয়ে ধরলো আমার দিকে।



www.pathagar.com

ট্রে থেকে চা নিয়ে হাশমতকে বললাম; গোসলের পানি হবে?
জে স্যার! সব রেডি।
গোসলের পর আমি বের হবো।
জীপ রেডি আছে স্যার।
চা এ চুমুক দিলাম। পাখিটা মাথার উপর দিয়ে আবার উড়ে গেল। আমি আড় চোখে তার দিকে তাকালাম।
ঘরে সেলুলার চিৎকার করে উঠলো। চা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। সেলুলার ডায়ালে আমার স্ত্রীর উপস্থিতি দেখলাম। ইয়েস বটম চাপলাম। সালাম বিনিময়ের পর আমাদের কথা শুরু হলো।

: কেমন আছ?
: তুমি কেমন আছ?
: আমি আগে বলেছি।
: আমি কল করেছি।
: সরি! ভালো আছি।
: তোমার চেয়ে খারাপ নেই।
: তাই নাকি!
: মনে হচ্ছে না!
: দেখতে পারলে বুঝতে পারতাম।
: আমি রওয়ানা দেব?
: না।
: না কেন?
: এটা তোমাকে একবার বলেছি।
: আবার বলতে সমস্যা আছে?
: না। সমস্যা নেই।
: তোমার কাজ কতদূর হলো?
: মাত্রতো এলাম।
: শেষ হতে কতদিন লাগবে?
: জানি না।
: সকালে কি খেয়েছো?
: তোমারটা আগে বলো।
: এবারও আমি প্রথমে জানতে চেয়েছি।
: তোমার কাছে বার বার হেরে যাচ্ছি।
: এ হারটা তুমি ইচ্ছে করে হারছো।


www.pathagar.com

: প্রমাণ দাও।

: প্রমাণ হলাম আমি।

: ব্যাখ্যা কর।

: আমাকে তুমি ইচ্ছে করে বিজয়ী করছো। যাতে করে বিজয়ী রূপে আমি প্রফুল্ল থাকি।

: হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে। কিভাবে বুঝলে? একটু হেসে বললাম।

: আমি তোমার পাঠিকা না। তোমার স্ত্রী। ঠিক না?

: হু।

: তোমার পাঠক পাঠিকারা তোমাকে বুঝে তোমার লেখা পড়ে। লেখা দেখে। আর আমি তোমাকে বুঝি তোমাকে দেখে।

: এখন কি তুমি আমাকে দেখছো?

: সরু কণ্ঠে বললো; যদি বলি দেখছি তুমি কি অবিশ্বাস করবে?

: প্রমাণ পেশ কর।

: তোমার ডান হাতে চা'র মগ। বাম হাতে সেলুলার। চাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চুমুক দিয়ে দেখ।

: চুমুক দিতে হবে না। চা সত্যই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

: আমাকে তুমি তিনবার বিজয়ী করেছো। এবার পুরস্কার দাও।

: দু'বার বিজয়ী করেছি। একবার আমাকে আশ্চর্য করেছো তুমি। তোমার পুরস্কার নিয়ে লাস্ট বাসে আসছি।

: সত্যি আসছো!

: হ্যাঁ।

: আমার পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। তুমি ভালোয় ভালোয় এলেই আল্লাহর শুকর করবো।

: এখন তাহলে রাখি। হাতে কিছু কাজ জমে আছে।

: আচ্ছা।

: ....... ।

: ........ ।

সেলুলার রেখে বাথরুমের দরজায় হাত রাখলাম।



www.pathagar.com

মোট কূপ খনন হবে একশত ষাট।
আমাদের দিকে তাকিয়ে ওরাকল কোম্পানির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডক্টর আহছান উল্লাহ বললেন।
টোটাল এরিয়া কতটুকু? প্রফেসর আকরামুজ্জামান বললেন।
এই যে দেখুন। কথাটা বলে আহছান উল্লাহ সাহেব প্রজেক্টর চালু করতে উঠে গেলেন।
মিনহাজুল আনোয়ারের হাতে নোট বুক। তিনি সেটা একপাশে রেখে ডক্টর আহছান উল্লাহর দিকে মন দিলেন।
আমি কিছু বলছি না। তাদের কর্মকাণ্ড দেখছি।
প্রজেক্টর চালু হলো। আমরা দেখতে লাগলাম। একে একে পুরো হিল এরিয়া ভেসে উঠলো। পার্ট বাই পার্ট এরপর এলো। সেখানে চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্ন কূপের অবস্থান।
সেন্ট্রাল এরিয়া থেকে প্রতিটি কূপের দূরত্ব, পাহাড়ের উচ্চতা, সমুদ্র লেয়ার থেকে উচ্চতা সব একে একে আসতে লাগলো। কোন কূপ কত গভীরে যাবে তা উল্লেখ রয়েছে। গভীরতা থেকে সী-লেয়ার, প্লেন সয়েল লেয়ার এবং হিল উচ্চতা সব পৃথকভাবে দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ টোটাল আসছে।
এরপর এলো কোন স্তরে কি কি পরীক্ষা করা হবে তার বিবরণ। সর্বশেষ এলো নমুনা উত্তোলনের প্ল্যান।
আমি আশ্চর্য হয়ে সব দেখতে লাগলাম। এ বিষয়গুলো আমার কাছে একেবারে নতুন। প্রজেক্টর স্টপ হলো।
আমাদের দিকে তাকিয়ে ডক্টর আহছান উল্লাহ বললেন; আমরা প্রতিটি কূপের স্বাভাবিক ওয়ার্কের সাথে শুধু আপনার বিষয়টা এড করে দিয়েছি। সুতরাং তথ্য আসার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট। অবশ্য....। এতটুকু বলে তিনি থেমে গেলেন।
আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম; অবশ্য ... শেষ করুন।
না। মানে বলতে চাচ্ছিলাম, পারডন মি! অবশ্য যদি কোন স্থাপনা থেকে থাকে। ডক্টর আহছান উল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন।
অবশ্যই থাকবে। মিনহাজুল আনোয়ার জোর দিয়ে বললো।
আর ইউ শিওর? প্রফেসর আকরামুজ্জামান বললো।



www.pathagar.com

আই এম শিওর। মিনহাজুল আনোয়ার বললো।
কি করে আপনি এত শিওর হলেন? আকরামুজ্জামান বললো।
অক্সফোর্ড কোন রূপ কথার সংরক্ষণাগার না। যে সব বাস্তব রূপকথা হয়ে গেছে তার সংরক্ষণাগার। শান্ত কণ্ঠে বললো প্রফেসর মিনহাজুল আনোয়ার।
ছোটখাটো এ লোকের দৃঢ়তা আমাকে সাহসী করে তুললো।
ওকে! আমরা শিওর ধরেই কাজ করবো। ডক্টর আহছান উল্লাহ বললো।
প্রথম কূপের রেজাল্ট আমরা প্রথম কখন পাবো? আমি বললাম।
আফটার সেভেনটি টু আওয়ার মিনিমাম। ডক্টর আহছান উল্লাহ বললো।
আর সবগুলো শেষ হতে কতদিন লাগবে? আমি আবার বললাম।
আমাদের এ প্রজেক্টের টু পার্ট। প্রথম পার্ট হলো প্রিলিমিনারি সার্ভে। আপনার এটা প্রিলিমিনারি সার্ভের অর্ন্তভুক্ত। এটা শেষ হতে মিনিমাম সিক্স মানথ লাগবে।
আমি আর কিছু বললাম না। সিক্স মানথ শব্দটা মনে মনে আওড়াতে লাগলাম।
আমরা আরো কিছু সময় বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললাম। বিকেলে আমি এবং প্রফেসর আকরামুজ্জামান ঢাকার উদ্দেশে কোচে চাপলাম। মিনহাজুল আনোয়ার থেকে গেল।

আশান্বিত কোন সংবাদ আমি পাচ্ছি না।
প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ কূপের কাজ ইতিমধ্যে শেষ। বিদেশী এ কোম্পানীরা যে এত করিৎকর্মা তা আমার জানা ছিলো না। ইতিমধ্যে তাদের নিজস্ব ফরেইন ইঞ্জিনিয়র, ভূ-তত্ত্ববিদ, খনি বিশেষজ্ঞরা এসে উপস্থিত হয়েছে। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদও তারা পাঠিয়েছে।
মিনহাজুল আনোয়ার যেখানেই কূপ হচ্ছে সেখানে ছুটছে। কখনো হেলিতে করে। কখনো পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। মাঝে মধ্যে আমাকে নিয়েও ছুটছে। কিন্তু আশাজনক কোন রেজাল্ট আসছে না। ইতিমধ্যে প্রফেসর আকরামুজ্জামান ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা। আশা নিরাশার দোলায় দুলছে। তর্ক জুড়ে দিচ্ছে মিনহাজুল আনোয়ারের সাথে।
মিনহাজুল আনোয়ার নাছোড় বান্দা। এক পর্যায়ে বলে বসলো, সে এটা উদ্ধার করবেই। প্রয়োজনে সে অন্যভাবে চেষ্টা করবে। অক্সফোর্ডের তথ্য ভুল হতে পারে না।



www.pathagar.com

তার ইউনিভার্সিটির উপর এ কঠিন আস্থা আমাকে আশ্চর্য করছে।
আমি বের হবো হবো ভাব। এ সময় ইশতিয়াক এসে উপস্থিত।
সে এসে হৈ হৈ করে উঠলো। আমি তাকে জানালাম আমি বের হবো। সে দ্রুত গোসল সেরে চা নিয়ে বসলো।
আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো; কি ব্যাপার! পাওয়া গেছে কিছু?
না। ম্লান মুখে বললাম।
পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?
বুঝতে পারছি না।
লেখালেখির কি খবর? বইমেলায় কিছু পাবো?
জিরো। এক লাইনও লিখতে পারছি না।
তাহলে পাঠকের কি অবস্থা হবে?
জানি না।
সব যদি না হয় তাহলে হাঁ কোনটা?
সেটাও জানি না।
একটা অনিশ্চিত পথে চলা কি আমাদের সাজে?
আমাদের সাজে না। তবে তুমিইতো বললে আমি ব্যতিক্রম। আমার জন্য সাজে।
ভাবীর পাশে এখন তোমার থাকা প্রয়োজন। চা'র কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে ইশতিয়াক বললো।
আমরাও সেটা মনে হচ্ছে।
এখন কি করবে? আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো।
তুমিই বলো আমার কি করা উচিত?
তোমাকে উচিত বলা আমার সাজে না।
আমি তার কথা ঘুরিয়ে নেয়ার উদ্দেশে বললাম; চলো বের হই। আজ তিনটা কূপের রেজাল্ট আসবে।
আমরা জিপে।
হাশমত ড্রাইভ করছে। পরিবেশ উত্তপ্ত। রৌদের প্রখরতা খুব বেশী। প্রকৃতি সে উষ্ণতা হজম করতে পারছে না। পাহাড়ে শীত গ্রীষ্ম দুটোই প্রখর।
আমরা এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছি। পাহাড়ী লোকগুলো আমাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখছে। কিন্তু কিছু বলছে না। শহুরে লোকেরা ময়লার গাড়ী দেখলেও তার পাশে জড়ো হয়। কিন্তু এরা জড়ো হচ্ছে না। উৎসাহও দেখাচ্ছে না। যাদেরকে ওয়ার্কার রূপে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারাও না। যন্ত্রের মত কাজ করছে। মাঝে



www.pathagar.com

মধ্যে নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলছে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। ভাবখানা এমন যে তোমরা আর আমরা। মাঝে কোন যোগসূত্র নেই। অথচ কি আশ্চর্য! এদের কেই আদিবাসী রূপে স্টাবলিস্ট করার কি চেষ্টা করছে আমাদের বিশেষ এক শ্রেণীরা। এর কারণ কি? এর পেছনে কারা রয়েছে? তাদের উদ্দেশ্য কি?

আমরা একটা কূপের কাছে পৌছলাম। সেখানে প্রজেক্ট ডিরেক্টর আহছান উল্লাহ সাহেবকে পেলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদেরকে অস্থায়ী তাবুতে নিয়ে বসালেন। জুসের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাদেরকে ভালো কোন নিউজ দিতে পারলে ভালো লাগতো। ভালো নিউজটা আছে কোম্পানির জন্য।

সেটা কি? আমি বললাম।

এই কূপ ব্যবহার করলে বাংলাদেশে কোন গ্যাস প্রবলেম থাকবে না। আর তেলসহ অন্যগুলো বোনাস। তিনি বললেন।

পরিমাণটা কত? ইশতিয়াক বললো।

সেটা ফাইনাল সার্ভে না করে বলা সম্ভব নয়। ডক্টর আহছান উল্লাহ বললো।

এ ধরণের কূপ কি বাংলাদেশে আরো আছে? ইশতিয়াক জানার উদ্দেশে বললো।

থাকা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশ বিশেষ এক ভূ-তাত্ত্বিক এলাকা। পৃথিবীতে উপর নীচে এ ধরনের এরিয়া বিরল।

একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন? ইশতিয়াক আগ্রহ নিয়ে বললো।

জী বলছি। স্থলজ সম্পদ দু'ধরণের। একটা মাটিকে কেন্দ্র করে মাটির উপর অংশে। অন্যটা মাটি থেকে নীচের অংশে। মাটির উপর অংশে সম্পদের জন্য মাটি হতে হয় উৎপাদক। আর নীচের অংশের জন্য মাটি রক্ষক।

তাই নাকি! ইশতিয়াক বললো।

হাঁ। যেমন ধরুন মধ্যপ্রাচ্য। সেখানে মাটির উপর অংশের জন্য মাটি ভালো উৎপাদক নয়। কিন্তু নিচের অংশের জন্য ভালো রক্ষক। সে জন্য তারা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল রক্ষকের উপর। আর আমদের মাটি হলো উৎপাদক রূপে ভালো। সে জন্য আমরা উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল।

হাঁ। তাইতো মনে হচ্ছে। ইশতিয়াক সম্মতি সূচককণ্ঠে বললো।

কিন্তু একটা জিনিষ আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। ডক্টর আহছান উল্লাহ বললো।

সেটা কি? আমি এই প্রথম বললাম।



www.pathagar.com

সেটা হলো আমাদের মাটি উভয়মুখী। অর্থাৎ রক্ষক এবং উৎপাদক। আমাদের মাটির উপর নীচ দুটোই সম্পদ। এ জন্য আমি বলেছিলাম এটি বিশেষ এক এলাকা। ক্রিয়েটর গিফটেড আস।

এ জন্যই এ মাটির উপর শকুনের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। ইশতিয়াক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

আমরা তিনজন হঠাৎ করেই কথা হারিয়ে ফেললাম। বাইরে যন্ত্রের সাউন্ড। মানুষ জনের কোলাহল। ভেতরে আমরা নীরব।

নীরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম; তাহলে এখানে কোন স্থাপনার সম্ভাবতা পাওয়া যায়নি?

না। সয়েলের প্রতিটি লেয়ারের সিসমিক রেজাল্ট আমার কাছে আছে। দেখুন আপনি। একথা বলে ডক্টর আহছান উল্লাহ তার ল্যাপটপ আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

আমি এবং ইশতিয়াক সেটা দেখলাম। সব কিছু সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ রয়েছে।

আমি হতাশ মনে তাঁবুর বাইরে এলাম। ইশতিয়াক ভেতরে বসে কথা বলছে আহছান উল্লাহ সাহেবের সাথে।

আমার সামনে বিশাল পাহাড়ের সারি। কোনটা একটু নীচু কোনটা একটু উঁচু। দূরে বি. জি. বি এর ক্যাম্প। বিজন পাহাড়ী প্রান্তে দেশের জন্য নিজকে নিয়োজিত রেখেছে দায়িত্বের মাঝে। শত শত কিলোমিটার দূরে পরিজনরা। এ মানুষগুলোই নাকি তাদের কমান্ড অফিসারদেরকে শুট করেছে। বিষয়টা আমার কাছে এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে কোন একটা কিছু হয়তো এর মাঝে রয়েছে।

পাহাড় ভেঙ্গে একজন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মাথায় ইউরোপিয়ান সান হ্যাট। পায়ে হিল সু। কোয়ার্টার প্যান্ট পরনে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। চোখে সান গ্লাস।

আমি তাকে চিনতে পারলাম। মিনহাজুল আনোয়ার। কাছাকাছি এসে সালাম বিনিময়ের পরে বলে উঠলো; কি ব্যাপার! মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমি একটু হেসে বললাম; না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

দেখুন! আমি সাইকোলজিস্ট না। কিন্তু এরপরও বলতে পারবো কেন আপনার মাইন্ড অফ।

তাই নাকি! একটু হেসে বললাম।



www.pathagar.com

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। তাইনা! সিরিয়াস চেহারা করে মিনহাজুল আনোয়ার বললো।

আমি কিছু বললাম না। মুচকি হাসি ঠোঁটে ধরে রাখলাম।

আচ্ছা, ক্লিয়ার করে বলছি। দুটো কারণে আপনার মাইন্ড অফ। নাম্বার ওয়ান হলো হতাশা। নাম্বার টু হলো দায়িত্ববোধ।

আমি তার দিকে ফিরে বললাম; এরপর?

এরপর ব্যাখ্যা দিচ্ছি। হতাশা হলো এখানে কোন রেজাল্ট না পাওয়া। দায়িত্ব হলো ইউর ওয়াইফ। মানে আমার আপা। হয়েছে? কথাটা বলে চমৎকার একটা হাসি দিলেন তিনি।

আমি নিরস কণ্ঠে বললাম; হয়েছে।

ঠিক আছে। এবার এ দুটো ডিলেট করার জন্য আমি কিছু থিসিস পেপার আপনার সামনে প্রেজেন্ট করছি।

জী, করুন।

হাঁ। নাম্বার ওয়ান হলো স্থাপনার তথ্যবিষয়ক। এরা কোন তথ্য আপনাকে এখনো দিতে পারেনি। এটা স্বাভাবিক।

মানে! আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

হাঁ। এটা একেবারে স্বাভাবিক। এর কারণ হলো এদের ওয়ার্ক প্ল্যান আপনি খেয়াল করেননি। করলে আপনি ধরতে পারতেন।

সেটা কেমন?

সেটা হলো এরা কাজ করছে বাংলাদেশে। কিন্তু প্ল্যান সাজিয়েছে ইউরোপীয়ান স্টাইলে।

তাই নাকি!

হাঁ দেখুন না, জনপদ থেকে দূরের কূপগুলো প্রথমে সার্চ করছে।

এর কারণ?

এর কারণ হলো পাবলিক। পাবলিক রিলেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই এরা সাইলেন্টলি এইটি ভাগ কাজ শেষ করতে চায়।

এতে তাদের প্রফিট?

এটা প্রফিট বিবেচনা করে নয়। প্রবলেম বিচেনা করে। ইউরোপের পারসনরা প্রথমে প্রবলেম চিন্তা করে। প্রফিট পরে ভাবে। এটা তাদের ওর্য়াক রুট। অথচ আমরা তার বিপরীত। যার কারণে প্রবলেম দেখলে সব ছেড়ে ছুড়ে পালাই।

বাহ্! চমৎকার তো আপনার ব্যাখ্যা। কিন্তু এর সাথে আমাদের কাজের কি সম্পর্ক?



www.pathagar.com

জী আছে। আপনার কি ধারণা? এই আধুনিক সময়ে এখানে বিজন পাহাড়ী এলাকায় কোন মানুষ বাস করতে আসবে?

না।

তাহলে আড়াইশত বৎসর পূর্বে এখানে মানুষ কেন আসবে।

আমি হঠাৎ করে সূত্র পেয়ে গেলাম। এতদিন এ বিষয়টা মাথায় আসেনি। আমি ভালো করে ছোটখাট এ লোকটার দিকে তাকালাম।

মিনহাজুল আনোয়ার চিন্তিত মুখে বলতে লাগলো, আমার ধারণা এ বাড়িটা জনপদের কাছাকাছি কোথাও হবে। এবং এরা শেষ দিকে যে কূপগুলো সার্চ করবে সেগুলোর কোন না কোনটা আমাদেরকে তথ্য প্রদান করবে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছু বললাম না। তিনি বলতে লাগলেন; তা ছাড়া এরা তাদের আলোকে প্ল্যান সাজিয়েছে। আমাদের অংশটা এক্সট্রা। সুতরাং অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

আর দায়িত্ব বোধ নিয়ে কিছু বলবেন না। একটু হেসে বললাম।

সেটা আমি বলতে পারবো না। কেননা এ ধরণের দায়িত্ব আমি এখানো নেইনি। তাছাড়া এটা এক আলাদা পৃথিবী। তবে আপাকে মেন্টাল সাপোর্ট দেয়া যে উচিত তা বলতে পারি। এখন চলুন। কিছু খেতে হবে। পাহাড়ে মনে হয় ক্ষিধা বেশী লাগে।

কথাটা বলেই মিনহাজুল আনোয়ার ওয়াটার বটলের মুখ খুলতে লাগলো।

আমি মন হালকা অবস্থায় মিনহাজুল আনোয়ারের সাথে হাঁটছি। পাহাড়ের তাপমাত্রা খুব বেশী খারাপ লাগছে না।

মনের ওঠা নামা কি শরীরে কোন ইফেক্ট করে? মনে হয় করে অথবা করে না। আমি জানি না। শুধু জানি এ মুহূর্তে কারো সাথে কথা বলতে আমার মন চাচ্ছে। সে কেউ হতে হবে খুব নিকটজন। যার সাথে বর্তমান শেয়ার করা যাবে।

পকেট থেকে সেলুলার বের করলাম। ডায়ালে চোখ রাখলাম। নো নেটওয়ার্ক নোটিশ সেখানে। সেলুলার পকেটে চালান করে দিলাম। কথা শুরু করলাম। তবে সেটা মনে মনে। মন হলো মানুষের বড় নেটওয়ার্ক। এটা কখনো নো নোটিশ দেয় না।

আমি যখন মনের নেটওয়ার্ক চালু করলাম তখনই দেখলাম আকাশের এক কোণে কালো মেঘ। আগাম কাল বৈশেখির গন্ধ নাকে পেতে লাগলাম।

প্রকৃতি আবার তার রং বদলাচ্ছে। রং বদলের এ খেলা আমাকে খুব তাড়িত করে। বিচিত্র এ বিষয় আমি বুঝতে পারি। কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারি না।

হঠাৎ করে সেলুলার সজাগ হয়ে উঠলো। আমি পকেট থেকে তা বের করে আনলাম। নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গেছি হাঁটতে হাঁটতে। পরিচিত জন



www.pathagar.com

আমাকে খুঁজে পেয়েছে। পরিচিত জনের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য সেলুলার ইয়েস করলাম।

সার্ভে কাজ শেষের দিকে।

আর মাত্র দুটো কূপ বাকী। এ দুটোর রেজাল্ট এলে তারা তাদের প্রাথমিক কাজ শেষ করবে। এ দুটো কূপ শেষ করতে সাপ্তাহ খানেক লাগতে পারে।

কি করবো বুঝতে পারছিনা। আমার সাথে শুধু মিনহাজুল আনোয়ার রয়েছে। বাকীরা নিরাশ হয়ে চলে গেছে।

এর মাঝে একবার এসে পনের দিন থেকে গেছে প্রফেসর রিচার্ড এফ হেক। তার সাথে এসেছিলেন প্রফেসর হামিদুজ্জামান। আমাকে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে তারা কিছু সময় ছুটে বেড়ালেন।

শাহজালাল এয়ারপোর্টে তাকে বিদায় দিতে গেলাম। আমার হাতে লোকটা একটা ফাইল তুলে দিলো।

আমি জানতে চাইলাম; এগুলো কি?

ইন্সুরেন্স-এর কপি। ভদ্রলোক স্পষ্ট ইংরেজিতে বললো।

আমি বললাম; প্রয়োজন নেই। ওটা আপনার কাছে রেখে দিন।

নো। এটা তোমার নামে করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এটা তোমার।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এরপর ভদ্রলোক বললো; তোমার স্ত্রীর রান্না খুব ভালো। আমার স্ত্রীর রান্নাও ভালো। তোমরা ফ্রি হলে আমি টিকেট পাঠাবো। আমার স্ত্রীর রান্না খেয়ে যাবে।

অবশ্যই যাবে.। আমি বলার পূর্বে প্রফেসর হামিদুজ্জামান বললো।

ইয়েস মাই ফ্রেন্ড। তুমিও তাদের সাথে থাকছো কিন্তু! রিচার্ড হাসতে হাসতে বললো।

এটাতে আমাকে জড়াচ্ছো কেন! আশ্চর্য কণ্ঠে বললো প্রফেসর হামিদুজ্জামান।

তুমি ছাড়া পূর্ণতা পাবে না। রিচার্ড বললো।

তার প্লেন এনাউন্সমেন্ট করতে লাগলো। সে সেটা শুনলো। এরপর বললো, তুমি হতাশ হয়ো না। গড অলমাইটি এক জনকে দিয়ে এক কাজ করান। তোমাকে দিয়ে যদি এটা করাতে চান তাহলে তা করাবেন। নতুবা তুমি তা করতে পারবে না।



www.pathagar.com

আমি তার কথা আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিলো পাশ্চাত্যে ধর্ম বিশ্বাস পাওয়ার লেস। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই অল্প স্বল্প মানে। কিন্তু এ উচ্চ লেবেলের প্রফেসর তার ধর্ম বিশ্বাস যে ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে তা আমাকে আশ্চর্য করেছে। আমি তাকে বিদায়ী থ্যাংক ইউ দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছি।
এ সময় লোকটি তার কোটের ইন পকেটে হাত দিলো। একটা পেপার বের করে আনলো। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, টেক ইট। দিস গিফট ফর ইউ।
আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। প্রফেসর হামিদুজ্জামানের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, নিন। ও খুব বড় মনের মানুষ।
আমি তার হাত থেকে পেপার নিলাম।
রিচার্ড আমাদের থেকে বিদায় নিলো। তাকে বহনকারী বিমান যখন রানওয়ে থেকে আকাশে পাখা মেললো তখন আমরা ভি.আই.পি লাউঞ্জের দরজার দিকে এগুলাম।
রাস্তায় যখন গাড়িতে উঠলাম তখন আমি ওয়ান মিলিয়ন ডলারের মালিক।
স্যার! চা রেডি করেছি। মিনহাজ স্যার অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য। হাশমত বললো। আমি বাস্তবে ফিরে এলাম।
হাশমতের কথার জবাবে বললাম; আচ্ছা। আসছি।
চা শেষ করে ঘরের দিকে যখন হাঁটা শুরু করলাম তখনই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। দু'এক ফোঁটা শরীরে নিয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম।

আমি অপেক্ষা করছি।
আগামী দিন সর্বশেষ সার্ভে রিপোর্ট আসবে। আমার মধ্যে শংকা এবং উদ্বেগ দুটোই কাজ করছে। পজেটিভ এবং নেগেটিভ দু'ধরণের রেজাল্টই আশা করছি। তবে পজেটিভ রেজাল্ট হওয়ার কথা বলেছেন আহছান উল্লাহ সাহেব। দু'শত ফিট নিচে তারা কিছু একটা সম্ভাবনাময় নিউজ পেয়েছে। সেখান থেকে উপাত্ত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ডক্টর আহছান উল্লাহ নিজে উপস্থিত থেকে করাচ্ছেন।
সেলুলার চিৎকার করে উঠলো। আমি তা হাতে তুলে নিলাম। স্ক্রিনে ইশতিয়াক কে দেখতে পেলাম। ইয়েস করে সালাম বিনিময়ে হলো। ইশতিয়াক কথা বলতে লাগলো।


www.pathagar.com

: কি অবস্থা? রেজাল্ট এসেছে?
: কাল পাওয়া যেতে পারে।
: কেমন রেজাল্ট পাবে বলে বলেছে?
: বুঝতে পারছি না। তবে পজেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বলছে।
: তাই নাকি! তাহলে তো ইতিহাস সূচনা হতে যাচ্ছে। সে খুশী কণ্ঠে বললো।
: দেখা যাক।
: দেখা যাক মানে কি? তুমি তো তখন বিখ্যাত হয়ে যাবে।
: বিখ্যাত কেউ হতে চাই না। আমি চাই একজন নিপীড়িত জনের ইতিহাস মাটির নীচ থেকে আলোয় উঠে আসুক।
: অবশ্যই।
: আচ্ছা। রাখি তাহলে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টিনের চালের জন্য শুনতে কষ্ট হচ্ছে।
: যদি আবিষ্কার হয় তাহলে সেটা আর টিনের চাল রাখবো না। কটেজ বা বাংলো বানিয়ে ফেলবো।
: ঠিক আছে। সেটা তখন দেখা যাবে।
: রাখি তাহলে।
: আচ্ছা। আল্লাহ হাফিজ।
: আল্লাহ্ হাফিজ।

সেলুলার রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ে বৃষ্টি বেশী হয়। এটা পূর্বে শুনেছিলাম। এখন দেখছি। বৃষ্টির মাতলামি কিছু সময়ের জন্য আমাকে কেমন যেন করে দিলো। মনে হলো বৃষ্টিতে ভিজছে অনেক কিছু। গাছ, লতা, পাতা। তারা কোন ছাতা ব্যবহার করছে না। এমন কি বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছোটাছুটিও করছে না। হঠাৎ করে আমি নিজকে তাদের মাঝে দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম সারি সারি গাছের মাঝে আমিও এক গাছ। আমিও ভিজছি। বৃষ্টির ফোঁটা আড়াল করার কোন চেষ্টা করছি না। আমার চুল ভিজে গেছে। বৃষ্টির ফোঁটা আমার শরীর দিয়ে গড়িয়ে নামছে নীচের দিকে। আহ্! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

আনন্দের অতিশয্যে আমি নিজকে ছেড়ে দিলাম প্রকৃতির মাঝে। ক্রমান্বয়ে নিজকে এগিয়ে নিতে লাগলাম বনভূমির দিকে।

বৃক্ষগুলো যেন আমাকে বলছে। আমরা তুমি একই জিনিষ। আসো! আমাদের মাঝে। দেখ! কি চমৎকার রিম্ ঝিম্ বৃষ্টির ফোঁটা।



www.pathagar.com

আমি বললাম ; হাঁ। আমি আসছি। আমি আসছি। তোমাদের আর আমার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।
এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিতে লাগলো বনভূমির দিকে। আমি বৃষ্টিতে নামলাম।
স্যার! থামেন স্যার! আমি ছাতা আনতাছি।
হাশমতের ডাকে আমি ঘোরের জগত থেকে বাস্তবে এলাম। ততক্ষণে ভিজে একাকার।
হাশমত ছাতা হাতে নিয়ে এসে বললো, স্যার! ধরেন।
আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলাম; লাগবে না। গোসলখানায় একটু পানি দাও।
হাশমত হতভম্বরূপে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলো। এরপর বললো; জে আচ্ছা।
আমি বৃষ্টি থেকে উঠে আসছি। তখনই দেখলাম মিনহাজুল আনোয়ার রুমের দরজায় এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে বললাম; ছাতা লাগবে?
তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন; না। বৃষ্টিতে ভিজবো। বলেই আর দাঁড়ালো না। বৃষ্টিতে নেমে গেল।
তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছু সময়। এরপর চললাম বাথরুমের দিকে।

ডক্টর আহছান উল্লাহ বললেন সরি! কোন গুড নিউজ আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি না।
আপনি একটা সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। মিনহাজুল আনোয়ার বললো।
জী। আমি নিজেও আশান্বিত ছিলাম। এ জন্য এর কাছাকাছি আরো দুটো স্থানে স্পেশাল সার্ভে করেছিলাম। কিন্তু রেজাল্ট নট পজেটিভ।
যেটা পেয়েছিলেন সেটা কি? আমি বললাম।
সেটা একটা শিলা। কালার ভিন্ন। এবং এর আশপাশে অন্য কিছু পাওয়া যায়নি। ডক্টর আহছান উল্লাহ বললেন।
প্রচণ্ড আশাহত হলে মানুষ যে অবস্থার মুখোমুখি হয় আমার অবস্থা এখন সে রকম। আমি বিষয়টা কাউকে বোঝাতে পারছিনা।
আপনারা এখন কি করবেন? মিনহাজুল আনোয়ার বললো।



www.pathagar.com

আমরা নেক্সট উইন্টার পর্যন্ত এখানে থাকবো। এরপর পরবর্তী স্টেপ নেব। ডক্টর আহছান উল্লাহ শান্ত কণ্ঠে বললেন।

থ্যাংক ইউ। আপনারা যথেষ্ট হেল্প করেছেন। আমি বললাম।

না। আসলে পজেটিভ কোন নিউজ দিতে পারলে আমিও একটা ইতিহাসের অংশ হতে পারতাম। কিন্তু সব ইচ্ছা তো আর পূর্ণ হওয়ার নয়। আহছান উল্লাহ সাহেব স্থির কণ্ঠে বললেন।

আচ্ছা! উঠি তাহলে। আমি উঠতে উঠতে বললাম।

আগ্রাবাদ হোটেলের সেলিব্রেশন ডিনারে আমরা আপনার অপেক্ষা করবো। আপনি কিন্তু আমাদের স্পেশাল গেস্ট। একজন লেখককে আমরা দীর্ঘ সময় আমাদের পাশে পেয়েছি। এটা অবশ্য কম কথা না। কি বলেন মিনহাজ সাহেব? ডক্টর আহছান উল্লাহ মিটিমিটি হেসে বললো।

চেষ্টা করবো। আমি বললাম।

আমি কিছুটা একা থাকতে চাই। মিনহাজ সাহেব মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাই বললেন; আমি একটু একদিনের জন্য ঢাকা যেতে চাই। আপনার কিছু লাগবে?

তার দিকে তাকিয়ে বললাম; না।

ওদের কাজ শেষ। এবার শুরু হবে আমার কাজ। আপনি ভাববেন না। ঢাকা থেকে এসে আমরা বসবো। তখন প্ল্যান ঠিক করবো। মিনহাজ সাহেব সিরিয়াস কণ্ঠে বললো কথাগুলো।

তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মুখে কিছু বললাম না।

চলি ব্রাদার। নো চিন্তা। অক্সফোর্ড কোন রূপকথার ট্রেজারি না। বের করে ফেলবো দেখবেন। আরে! এই বান্দা অক্সফোর্ডে কেরানী না। টিচার। দেখবেন কি করি।

কথাটা বলে মিনহাজ সাহেব বিদায় নিলেন। আমি তার চলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সেলুলার ইয়েস করলাম।

ও পাশে আমার স্ত্রী। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর আমাদের কথা শুরু হলো।

: তুমি ভালো আছ?



www.pathagar.com

: আছি। তোমার অবস্থা তো ভালো না। তাই না?
: ভালো নই এটা কি তোমাকে বলেছি?
: সব কিছু কি মুখে বলতে হবে?
: আমার রেজাল্ট হলো হতাশা।
: হতাশা হতে যাবে কেন! চেষ্টা করেছো। সব চেষ্টা কি সফলতার মুখ দেখে?
: আমার চেষ্টা বিফল হবে কেন?
: এখানে তো আমি বিফল বলছি না।
: আমার মন কি বলছে জানো?
: কি বলছে?
: আমার মন বলছে আমি একটা রেজাল্ট পাবো। কিন্তু.....।
: কিন্তু কি?
: কিন্তু কিভাবে পাবো তা বুঝতে পারছি না।
: ছ'মাস তো চেষ্টা করলে।
: এটা কি খুব বেশী সময়?
: তা হলে?
: শত বছরের বিষয় কি মাত্র ছ মাসে রেজাল্ট পাওয়া যাবে?
: এখন কি করবে?
: মিনহাজ সাহেবসহ বসবো। এরপর করণীয় ঠিক করবো।
: কি বলছো তুমি!
: এ ছাড়া আপাতত আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
: আচ্ছা। এক কাজ করলে হয় না।
: কি সেটা?
: আপাতত বছর খানেক এ বিষয় স্টপ দাও। এরপর আমাদের বেবী যখন একটু মুভ করবে তখন না হয় এটা শুরু করবে।
: চুপ করে থাকলাম।
: কি ব্যাপার! কিছু বলছো না কেন?
: তুমি যে একটা অযৌক্তিক প্রস্তাবনা দিয়েছো তা কি বুঝতে পারছো?
: এটা অযৌক্তিক কিভাবে হলো!
: তুমি আমাকে দুর্বল করতে চাচ্ছ।
: কি আশ্চর্য!
: হাঁ। আমিও আশ্চর্য হচ্ছি। তুমি আমার প্রেমিকা না স্ত্রী!
: তোমার কি মনে হয়?



www.pathagar.com

: তুমিই বলো।
: আমার স্থানে তুমি হলে কি বলতে?
: আমার স্থানে তুমি হলে কি করতে?
: কল্পনা আর দায়িত্ববোধ দুটো কি এক জিনিষ?
: আমার কল্পনা কি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে?
: তুমি উত্তর দাও।
: তুমি একজন লেখকের স্ত্রী। লেখক মানে হলো বাস্তব এবং কল্পনার সাগরে ডুব সাঁতার দেয়া এক ব্যক্তি। এভারেজ ম্যান এবং রাইটার এক সুতোর ঘুড়ি নয়।
: আমি সেটা অস্বীকার করছি না।
: কল্পনা হারিয়ে গেলে লেখক হারিয়ে যায়। আর লেখক হারিয়ে গেলে তুমি কি হারাবে বুঝতে পারছো?
: সরি! তুমি উত্তেজিত হয়ো না। প্লিজ!
: তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কেমন। এরপরও খোঁচাখুঁচি কর কেন?
: সরি বলেছি তো।
: সরি ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ফর অল টাইম।

সেলুলারের লাইন কেটে দিলাম। এরপর অফ করে দিলাম। বাইরে শুরু হয়েছে ঝুম বৃষ্টি। বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। হাশমত পেছন থেকে ছাতা নিয়ে ছুটে এলো। আমি ছাতা সমেত তাকে ফেরত দিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং অকৃত্রিম প্রকৃত্রির সাথে নিজকে একাকার করে দিলাম।

ইশতিয়াক আমার দিকে তাকিয়ে বললো; একি অবস্থা তোমার!
তার দিকে না তাকিয়ে বললাম: বস।
এখানে কতক্ষণ থেকে বসে আছিস?
কোন উত্তর দিলাম না।
তোর কি হয়েছে? ভাবী না বললে তো আমি বুঝতেই পারতাম না।
তোর ভাবীর কি অবস্থা? ম্লান কণ্ঠে বললাম।
সেটা তো তোর থেকে জানার কথা। ইশতিয়াক বললো।
কথা প্যাঁচাপেঁচি করবি না। ভালো লাগে না। বিরক্ত কণ্ঠে বললাম।
আচ্ছা। ঠিক আছে। কাল রাতে কিছুই খাসনি। সারা রাত নাকি জেগে ছিলি?


www.pathagar.com

তোকে এগুলো হাশমত বলেছে, না।
হাশমত না বললেও তোরদিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে।
পারলে পারুক। সব কাজ কি সবাইকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে করতে হবে নাকি! ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম।
ফোন অফ করে রেখেছিস কেন?
তুই কি আমাকে জেরা করতে ঢাকা থেকে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিস?
আচ্ছা ঠিক আছে। এখন উঠ। জামা কাপড় চুল দাড়িতে তোর কি অবস্থা! তুই কি বুঝতে পারছিস না?
আমি সোনাই বিবির কোন কূল কিনারা করতে পারছি না। কিভাবে এগুবো তাও ঠিক করতে পারছি না।
পারবেন। একটা ইতিহাস উদ্ধারের জন্য ছ'মাস এক বছর কোন সময় না। আরে! এই যে উঁচা উঁচা পিরামিড, এগুলো কি ছ'মাস এক বছরে উদ্ধার হয়েছে? আমার কথার জবাবে মিনহাজুল আনোয়ার বললো। তার কণ্ঠ শুনে সেদিকে তাকালাম। তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।
সরি ভাই! এক দিনের কথা বলে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাতের কাজ শেষ করতে কয়েক দিন লেগে গেল। আপনাকে অবশ্য কল করেছিলাম। কিন্তু আপনার সেলুলার প্রতিবারই স্টপ অ্যানসার দিচ্ছিলো। মিনহাজ সাহেব বললো।
আমি বসা থেকে দাঁড়ালাম। চলা শুরু করলাম। পাশাপাশি চলছে ইশতিয়াক এবং মিনহাজ সাহেব। মিনহাজুল আনোয়ার কথা বলছে।
আমরা এবার নতুন প্ল্যান নিয়ে এগুবো।
আমি চলা থামিয়ে বললাম; সেটা কি?
এটা অনেকটা আফ্রিকান স্টাইল। তিনি বললেন।
আমি চুপ থাকলাম। চলা শুরু করলাম। তিনি প্ল্যান ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।
আফ্রিকান পাহাড়ীরা তাদের ইতিহাস সংরক্ষণ করতো মুখে মুখে। অনেকটা গল্প বলা স্টাইলে। আলেক্স হেলি নামক এক ঔপন্যাসিক সে আলোকে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন।
দ্যা রুটস্। আমি বললাম।
রাইট। আমার বিশ্বাস সোনাই বিবি উপাখ্যানটা এখনো পাহাড়ীদের মাঝে আছে। তবে তারা এতে ওলট পালট করে ফেলতে পারে।
করলেও সমস্যা নেই। আমাদের কাজ ঘটনা শোনা না। ঘটনার এরিয়া চিহ্নিত করা। মিনহাজুল আনোয়ার লেকচার স্টাইলে বললেন।



www.pathagar.com

প্রচণ্ড হতাশার মাঝে আমি সুক্ষ্ম আশার সুতো দেখতে পেলাম। এজন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? তার দিকে তাকিয়ে বললাম।

আমাদের পুরো কাজটাকে কয়েকটা পার্টে ভাগ করে এগুতে হবে।

যেমন?

প্রথম অংশে আমাদেরকে জানতে হবে এ এলাকায় এর প্রচলন আছে কিনা? অবশ্য থাকার কথা।

যদি থাকে?

থাকলে সেখানে সোনাই বিবির উপাখ্যান বলা লোক খুঁজে বের করতে হবে।

যদি ঐ লোক উপজাতী ভাষার লোক হয়? আমি বললাম।

সেটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এবং লোকটা বৃদ্ধ হবে।

এর সমাধান কি হবে?

সমাধান খুবই সহজ। মিনহাজুল আনোয়ার একটু হেসে বললো।

সেটা কেমন? আমি বললাম।

দোভাষী ব্যবহার করা। এবং সে জন্য লোক খুঁজতে ঢাকায় বলে এসেছি।

লোক কি পাওয়া যাবে?

অবশ্যই যাবে। এবং দেখবেন স্মার্ট উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েই আমরা পাবো। দৃঢ়তার সাথে বললো প্রফেসর মিনহাজুল আনোয়ার।

এত বেশী কনফিডেন্সের হেতু কি? আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম।

আরো ভাই! মিনহাজুল আনোয়ার অক্সফোর্ডের মাস্টার। সুতরাং প্রাচ্যের অক্সেফোর্ডে তার জন্য এতটুকু হেল্প করবে না! ভি.সি সাহেব নিজে তার ইউনিভার্সিটির দুটো ছেলে মেয়েকে ইতিমধ্যে এ জন্য রাজি করিয়ে ফেলেছেন। কাল তারা এখানে এসে পৌছবে। তাদেরকে এ জন্য হার্ড পেমেন্ট দেব। আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন! আমি এবং আপনি দুজনই স্কলার। এবং এ স্কলারশিপ আমি আসার পূর্বেই ড্র করা শুরু করেছি। প্রথমে আমার পাউন্ড ব্যয় করবো। এরপর আপনার গুলো। আমার ভাই বউ বাচ্চা নেই। মা বাবা ভাই বোনও নেই। পাউন্ড কাদের জন্য রেখে যাবো! চলেন, খুব ক্ষিধা লেগেছে। আমি আসতে চিংড়ি এনেছি। হাশমতকে টাটকা ভাজি করতে বলেছি। কুড়মুড় করে খাবো।

একটানে সবগুলো কথা বললেন মিনহাজুল আনোয়ার। আমরা বাংলোর সামনে দাঁড়ালাম। তখনই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই।

ইশতিয়াক আমাকে টেনে বাংলোয় ঢুকিয়ে নিলো।



www.pathagar.com

আশার ক্ষীণ ধারা নিভে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

উপজাতীয় লোকদের কেউ কোন তথ্য দিতে পারছে না। এমনকি আশ্চর্যজনক কথা হলো এ ধরণের কোন গায়েন বা ইতিহাসবিদ পাওয়া যাচ্ছে না।

মিনহাজুল আনোয়ার তো একদিন রাগের বশে বলেই ফেললো। এরা তো নিজেদেরও কোন ইতিহাস জানে না। তাদের কাছে মোগল আমলের ইতিহাস জানাতো বোকামী ছাড়া অন্য কিছু না।

আমি মুচকি হেসে বললাম; তাই নাকি?

অবশ্যই। যা কিছু বলছে সব হলো দু'একশ বছরের ভাসা ভাসা বাচ্চা কাচ্চার গল্প। প্রেম উপাখ্যান ছাড়া এগুলো অন্য কিছু না। অথচ এদেরকে আদিবাসী বানানোর কি আজগুবি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এক শ্রেণীর লোকেরা।

ভাই, বাদ দেন। যার যা খুশী করুক।

আরে! কি বলছেন বাদ দেব। এগুলো কি বাদ দেয়ার মত বিষয় নাকি! রেড ইন্ডিয়ান আর অস্ট্রেলিয় আদিবাসীরা হাজার বছরের ইতিহাস মুখে মুখে বলতে পারে। এরপরও তাদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না। আর এখানকার কে না কে কিছু একটা বললো আর পেমেন্ট মিডিয়ার পারসন দালাল গ্রুপ হৈ হৈ করে উঠলো। এতেই কি সব হয়ে যায় নাকি। আমার সাথের দো-ভাষী ছেলে মেয়েগুলো পর্যন্ত লজ্জায় কথা হারিয়ে ফেলছে।

মিনহাজুল আনোয়ার তার কথা বলে চলছে। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে। কিছু ঢুকছে না। এটা আমার বিষয় নয়। আমার বিষয় হলো এ মুহূর্তে সোনাই বিবি। কোন পথে অগ্রসর হবো বুঝতে পারছি না।

সেলুলার সচেতন হয়ে উঠলো। ও পাশের কেউ একজন আমাকে চাচ্ছে। এ মুহূর্তে কারো সাথে কথা বলতে মন চাচ্ছে না। ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমার পেছনে হাশমত। হাতে রেইন কোট, ছাতা, ওয়াটার বটল।

ওয়াটার বটল তার হাত থেকে নিয়ে বললাম, হাশমত! তোমার স্যার তোমাকে কি বলেছে?

আপনার সাথে সাথে থাকতে। মাথা নীচের দিকে দিয়ে বললো।

কিন্তু আমি তো একা থাকতে চাই।

স্যার! আপনার শরীর ভালো না। এই জন্য...।



www.pathagar.com

আমার শরীরের চেয়ে মন আরো বেশী খারাপ। এখন বল কম খারাপ আর বেশী খারাপের মধ্যে কোনটা আগে ভালো করা প্রয়োজন।

স্যার ! দুইটাই ভালো করা জরুরী।

তার সাথে কথার প্রতিযোগিতায় যেতে চাচ্ছি না। আমি বুঝতে পারছি। তাকে ভালো করে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেছে ইশতিয়াক।

ঘরে ফিরে এলাম। সেলুলার টেনে নিলাম। ইশতিয়াকের নাম্বারে রিং করলাম। সে ইয়েস করলো।

: তুই কি চাস আমি ঠিকানা বদল করে ফেলি?

: হঠাৎ করে এ কথা কেন আসছে?

: তুই, তোর ভাবী, তোরা কি আমাকে ব্ল্যাক মাইন্ডেড করে দিতে চাস? তোরা কি চাস আমি নজরুলের মত বাকহারা হয়ে যাই?

: সে চুপ করে থাকলো।

: কথা বলছিস না কেন?

: তুই বলে শেষ কর। এরপর বলবো।

: তুই আমার পেছনে হাশমতকে লেলিয়ে দিয়েছিস কেন?

: তোর শারীরিক অবস্থা তোর কি জানা আছে?

: আমি শারীরিক শক্তিতে চলি না। মনের শক্তিতে চলি।

: আবেগ বাস্তবতা বর্জিত হলে সেটা সচেতন মানুষ গ্রহণ করে না।

: তোর কাছে জ্ঞানের কথা শুনতে কল করিনি।

: তোকে জ্ঞানের কথা শোনানো আমার সাজে না। তোর জ্ঞানী জ্ঞানী কথা মানুষ টাকা দিয়ে কিনে পড়ে।

: তোদেরকে তো আমি কিনতে বলছি না। তুই তোর ভাবী তোরা হলি সচেতন মানুষ। তোরা সচেতন হয়ে চল। আমি আমার মত চলবো। আমি তো তোদের পথে বাধা হচ্ছি না। তোরা আমার পথে বাধা হচ্ছিস কেন?

: হাশমতকে আমি বলে দেব।

: যা খুশী তুই কর। আমার চিন্তা, কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি কারো কাছে বিক্রি করিনি। এগুলো যার প্রদত্ত সে ব্যতীত আর কেউ এগুলোর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি সে বাধা ভেঙ্গে ফেলতে দ্বিধা করবো না।

কথাগুলো বলে সেলুলার অফ করে দিলাম। চুপচাপ কিছু সময় বসে থাকলাম। এরপর ব্যাগ গোছাতে লাগলাম। সব রেডি করার পর হাশমতকে ডাকলাম। হাশমত রুমে ঢুকে চোখ বড় করে ফেললো। কাছে এসে হঠাৎ করে বসে আমার পায়ে হাত দিতে গেল। আমি তার হাত ধরে ফেললাম।



www.pathagar.com

তার চোখভর্তি পানি। তার চোখের পানি আমার ভেতর ভীষণ নাড়া দিলো। এই একটি জিনিষ আমাকে দুর্বল করে দেয়। কেন যেন আমার মনে হয় এ এক জিনিষের মালিক স্রষ্টা। এটা সে ব্যতীত আর কারো জন্য ফেলা উচিত না।

হাশমতকে চেয়ারে বসালাম। পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বের করে তার চোখের দিকে এগুতেই সে তার হাতে আমার ব্যাগ নিয়ে ফেললো।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকলাম। হাশমত আমার ব্যাগ খুলে জিনিষপত্র আবার যথাস্থানে রাখতে লাগলো। পৃথিবীর কিছু অকৃত্রিম মানুষের ভালোবাসা আমাকে আজকের স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। আজ এর সাথে যুক্ত হলো আরো একজনের নাম।

তার চোখের পানি আমার চোখে জমতে শুরু করছে। কিছু সময় পরে হয়তো তা আর জমবে না। পাড় উপচিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করবে। সে সময়ের পূর্বেই আমাকে ঘর ছাড়তে হবে। আমি ঘরের বাইরে পা রাখলাম। বিশাল প্রকৃতিই আমার বিচরণ ক্ষেত্র। সারাদিন আমি প্রকৃতির মাঝে কাটালাম।

রাতে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে ঠাণ্ডা লাগতে লাগলো। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না শরীর কাঁপছে কেন।

দুটো পেইন কিলার একসাথে খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকলাম। কিন্তু কাঁপুনি থামাতে পারছি না। কি করা প্রয়োজন বুঝতেও পারছি না।

অতি কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা ছাড়লাম। হাশমত আমাকে দেখে দৌড়ে এলো এক প্রকার। এসেই আমাকে ধরে ফেললো। তার হাতে নিজকে সঁপে দিলাম।

চমৎকার সকাল।

বিছানায় শুয়ে থেকে খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম। এ রকম সকাল সচরাচর দেখা যায় না। তা ছাড়া এ জানালা দিয়ে যে এত সুন্দর সকাল দেখা যায় তা আমার এত দিন জানা ছিলো না।

তন্ময় হয়ে প্রকৃতি দেখতে লাগলাম। হঠাৎ নাকে এক ধরণের ঘ্রাণ এলো। চমকে উঠলাম। এটা প্রকৃতির ঘ্রাণ। প্রকৃতি তার রূপ বদল করছে। রূপ বদলের এ খেলায় আমি বিছানায় শুয়ে থাকবো তা হতে পারে না।

হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হাশমত দরজা দিয়ে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো।



www.pathagar.com

সাথে সাথে আমার গত রাতের সব কথা মনে পড়ে গেল। আমি হাশমতকে উদ্দেশ্য করে বললাম; হাশমত! লেবু চা খেতে মন চাচ্ছে।

স্যার! আপনি এখানে থাকেন। আমি নিয়া আসতেছি।

না। বাইরে দাও। বৃষ্টিভেজা রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে আমি ঘরের কোণে বসে চা খাবো না। বাইরে দাও। আমি এখন সুস্থ।

ওটা আপনি বলবেন না। ওটা বলবেন মেজর ডাক্তার সাহেব। কথাটা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মিনহাজুল আনোয়ার।

আমি তাদেরকে সালাম দিতে দিতে বিছানা ছাড়লাম।

ডাক্তার সাহেবের সাথে নাস্তা করলাম। তিনি বিভিন্ন চেক ফেক করলেন। ব্লাড কালেকশান করে সাথে করে নিয়ে গেলেন। টেস্ট করবেন। দিনের আলোয় আমি ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু রাতে আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো।

দিনের আলোয় যখনই সুস্থতা অনুভব করি তখনই বের হই। একে ওকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবে যায়। এভাবে দু'চার দিন পার হলো। শরীর আর সাড়া দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে ডাক্তার শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করে ফেলেছে। সুতরাং আমাকে নিয়ম করে ঔষধ খেতে হচ্ছে। হাশমত এ মহান দায়িত্ব পালন করছে।

শরীর যা কিছু পারছে সহ্য করছে। কিন্তু সোনাই বিবির কোন কিনারা করতে না পারায় মন ক্রমান্বয়ে দূর্বল হয়ে পড়ছে। কোন সূত্র পর্যন্ত পাচ্ছি না।

মিনহাজুল আনোয়ার তার মিশন চালিয়ে যাচ্ছেন। খাতা ভর্তি করছেন। তার লেখা ভর্তি একটা খাতা আমার টেবিলের উপর। আমি খুলে দেখতে পারছি না।

দুর্বল শরীরে বাইরে বসে আছি। মাথার মধ্যে কাজ করছে সোনাই বিবি। এ সময় হাশমত এলো ঔষধ নিয়ে। আমি ঔষধ হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। হাশমত আমার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। মুখে কিছু বললো না। হাশমতকে ইশারায় চলে যেতে বললাম। হাশমত চলে গেল। হঠাৎ করে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো। শরীর হালকা কেঁপে উঠলো। আমি সব কিছু সহ্য করে বসে থাকলাম।

হাশমত আবার এসে সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে ঔষধ। আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো; স্যার! নেন।

তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছু সময়। এরপর ঔষধ খেয়ে নিলাম। তার চেহারায় একটা তৃপ্তির ছায়া ভেসে উঠলো। আমার হাত থেকে খালি গ্লাস নিয়ে সে ঘরে চলে গেলো।



www.pathagar.com

আমি ঝিম মেরে বসে থাকলাম। এন্টিবায়োটিকের প্রভাবে শ্বেত কণিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠলো। তারা ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু পক্ষ সমানে লড়াই করছে। বাঁচা মরার এ লড়াই চলতে চলতে যে জয়ী হবে সে দখল করে নেবে আমাকে। আমি তাদের প্ল্যাট ফর্ম। যুদ্ধ প্রান্তর। তাদের যুদ্ধ তারা করতে থাকুক। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এতে করে শ্বেত কণিকারা কিছুটা খুশী হয়ে উঠলো। তাদের ধারণা তারা জয়ী হতে চলেছে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত বাড়তে লাগলো।

ইতিমধ্যে দু'বার বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে। শরতের আকাশে বৃষ্টির মাত্রা এই আসে এই যায়। তবে সমস্যা হলো বৃষ্টির ফোঁটা হয় বড় বড়। আমার মনে হতে লাগলো এ গুলো বৃষ্টির ফোঁটা নয়। বরফের টুকরো। বৃষ্টিতে ভিজে যখন বাংলোয় এলাম তখন রাত ভালোই হয়েছে।

হাশমত এগিয়ে এলো খাওয়াদাওয়ার বিষয় নিয়ে। আমি বললাম; টেবিলে দাও। পরে খেয়ে নেব। আমার এখন ভালো লাগছে না। জামা কাপড় চেঞ্জ না করেই বিছানায় কাত হলাম।

হাশমত খাবার টেবিলে রাখলো। হট পটের মধ্যে সব রাখা।

ঔষধ এনে বললো; স্যার! খাওয়ার পরে খেয়ে নেবেন। আমি টেবিলে রাখছি।

আচ্ছা। লাইট নিবিয়ে দাও। চোখ জ্বালা করছে।

দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। কথাটা বলে সে লাইট অফ করে দরজা লক করে চলে গেল।

অন্ধকার আমার কাছে কিছুটা ভালো লাগছে। অন্ধকারে নিজকে বিলীন করে দিলাম। মাথার ঝিম ঝিম ব্যথা এতে মনে হয় কিছুটা আরাম পাচ্ছে।

হঠাৎ করে ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি এবং অন্ধকার দুয়ে মিলে এক অন্য ধরণের জগত সৃষ্টি করলো। এ জগতে নিজকে ছেড়ে দিলাম। নিজকে হালকা অনুভব করতে লাগলাম। এ হালকা মনে হলো ক্রামান্বয়ে বাড়ছে। নিজকে শূন্যে ভাসমান মনে করতে লাগলাম। শূন্যে ভাসতে ভাসতে নিজকে নিয়ে যেতে লাগলাম অন্য ভুবনে। অন্য জগতে। ভুলে গেলাম স্থান কাল পাত্র। আমার কাছে এখন সত্য হলো আমি আছি অন্য ভুবনে। অন্য ভুবনের বাসিন্দা। অন্য ভুবনে আমি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছি এক বিন্দুর দিকে।



www.pathagar.com

আর অল্প বাকি সে বিন্দুতে পৌঁছতে। এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমান্বয়ে সে বিন্দুর দিকে। যেতে যেতে শূন্যের একেবারে কিনারে পৌঁছলাম। এবার ঢুকে যাচ্ছি এর ভেতরে। ভেতরে ঢুকে নিওক্লিয়াসের দিকে ছুটছি। সেটাই শেষ গন্তব্য। নিওক্লিয়াস আমাকে প্রচণ্ড বেগে টেনে নিচ্ছে তার মাঝে। কোন বাধা দিচ্ছি না। বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছাও আমার নেই।

আমি পৌঁছে গেলাম নিওক্লিয়াসে। এরপর সব নীরব। সুনসান নিরবতা আমাকে গ্রাস করে নিলো।

আহ! কি নিরবতা! আহ! কি শান্তি!

চোখ খুলে গেল।

চোখ খুলে আমি কোন রকম নড়াচড়া করলাম না। নিজকে খাটের উপর অর্ধেক এবং পা সমেত বাকী অংশ খাটের সাথে ঝুলানো অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। ঘর ভর্তি আলো। আমার কাছে এত আলো কোন সমস্যা মনে হলো না। বরং কেমন যেন ভালো লাগতে লাগলো।

চোখ ঘুরিয়ে যাকে দেখলাম তাকে দেখে চমকে উঠলাম। সোনাই বিবি! কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

আশ্চর্যের অতিশয্য আমার মধ্যে ক্রিয়া করা শুরু করলো। এক সাথে অনেকগুলো ক্রিয়া, ব্যথা, আনন্দ। আশ্চর্য সব। সবগুলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারূপে আমার মাঝে ফুটে উঠতে লাগলো।

চোখে অশ্রু জমতে লাগলো। অশ্রু ভরা চোখে তার চেহারার দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার মাথার দিকে। খাটের পাশে।

তাঁর কাজল মাখা চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম; আপনি কি সত্যি এসেছেন!

তিনি কোন কথা বললেন না। চোখের পাতা বন্ধ করলেন মাত্র। সাথে সাথে দেখলাম তাঁর কাজল চোখের অশ্রু প্লাবনের ধারা হয়ে কপোল বেয়ে নামছে। তাঁর অশ্রু ধারা আমার অশ্রু ধারাকেও নিচের দিকে নামিয়ে আনতে লাগলো।

তোমার কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছিলো না। তাই কথা রাখতে পারলাম না। কান্না জড়ানো কণ্ঠে সোনাই বিবি বললো।

আমার কথা তুলে নিচ্ছি। ধরা গলায় বললাম।

তোমার এ অবস্থা হবে জানলে তোমাকে কিছুই বলতাম না। এ কি অবস্থা তোমার!



www.pathagar.com

না! না! আমার কিছুই হয়নি। ম্লান মুখে হাসলাম। এরপর বিছানার উপর সোজা হয়ে বসলাম।

তোমার কি হয়েছে তুমি কি তা খেয়াল করছো! তুমি তো আমার খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছো। চষে ফেলেছো পুরো এলাকা নয় বরং পুরো পৃথিবী। আহারে! তুমি এত কষ্ট করবে এটা আমি ভাবতেও পারিনি। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে।

আরে! আমার কিছুই হয়নি। আপনি দয়া করে চোখ মুছুন। আপনার অশ্রু আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কান্না হাসি মিশিয়ে কথাগুলো বললাম।

সোনাই বিবি তাঁর চোখে আঁচল চাপা দিলো। ডুকরে ওঠা কান্না থামানোর জন্য মুখে আঁচল চেপে ধরলো।

এক প্লেটনিক ভালোবাসা আমাকে নাড়া দিলো। ঘিরে ধরলো আমার সমগ্র সত্ত্বায়। সেই ঘিরে ধরা ভালোবাসার বাঁধন অস্বীকার করতে পারছিনা।

নিজকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেও পারছি না। এ যেন এক মিলনের আনন্দ। দূরে থাকার যন্ত্রণায়ময় ব্যাথার শেষ বিন্দু। বিরহের পর প্রাপ্তির আনন্দময় ক্ষণ। পার হলো কিছু সময়।

তুমি নিজকে কিছুটা বদলে নাও। আজ তোমাকে নিজহাতে বেড়ে খাওয়াবো। টেবিলের ওপর তোমার খাবার ঢাকা দেয়া আছে। সেগুলো থাক। আমি তোমার জন্য খাওয়া রেডি করেছি। সেগুলো খাবে।

ঠিক আছে। আমি আসছি। আপনি চলে যাবেন না কিন্তু।

যাবো না। তোমার থেকে বিদায় না নিয়ে আমি যাবো না। কথাটা বলে সোনাই বিবি চেয়ারে বসলো।

আমি তার দিকে একটু তাকিয়ে দরজার দিকে এগুতে লাগলাম।

দরজার কাছাকাছি যেতেই দরজা আপনা আপনি খুলে গেল। তা দেখে পেছন ফিরলাম। দেখলাম সোনাই বিবি মিটিমিটি হাসছে।

বাথরুমের কাছে পৌছলাম।

দরজার নবে হাত রেখে মৃদু চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

পুরো মোগল স্টাইলের হাম্মাম খানা। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এটা আমার। আমি আমার কাজ শুরু করলাম।

হাশমত ঘুমাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে সোনাই বিবির সাথে পরিচয় করে দেব কিনা ভাবছি।

ভাবতে ভাবতে তার ঘরের দরজায় হাত রাখলাম। দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। হাশমত নীচে ঘুমাচ্ছে।



www.pathagar.com

তাকে তিনবার ডাকলাম। তৃতীয় বারে সে একটু নড়াচড়া করলো। আমি নিশ্চিত হলাম সে জেগে উঠবে।

সে উঠলো না। নড়েচড়ে আবার ঘুম শুরু করলো।

থাক। দিনে অনেক পরিশ্রম করেছে। এখন একটু ঘুমাক। মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম।

ঘরে পা রেখেই দেখলাম আমার রুম নেই। সেখানে খাবার ঘর। তবে সেটা জমিদার বাড়ী স্টাইলের। বড় টেবিলের উপর সব কিছু সাজানো। বড় বড় তশতরিতে সব কিছু। ঝালর কাপড় সমেত ঢাকনা দিয়ে সেগুলো ঢাকা দেয়া। পুরো ঘর বিভিন্ন কারুকাজ সমৃদ্ধ। উপরে ঝালর বাতি। অনেক লোক বসে খাওয়া যায় এভাবে ঘরটা সাজানো। বসার সব স্থান খালি। শুধু এক স্থানে বসে আছে সোনাই বিবি।

তাশরিফ নিন জনাবে শাহজাদা! কথাটা বলে আমাকে তার পাশের বসার স্থান দেখিয়ে দিলো।

আমি সেখানে বসতে বসতে বললাম; থ্যাংক ইউ।

কি আশ্চর্য! যারা তোমাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করেছিলো তোমরা তাদের ভাষায় ধন্যবাদ জানাচ্ছো। সোনাই বিবি বললো।

সরি! লজ্জিত কণ্ঠে বললাম।

আবারও কিন্তু একইটা বললে। সোনাই বিবি একটু হেসে বললো।

আমি কিছু না বলে তার দিকে তাকালাম। তিনি আমার কথা অন্য দিকে নেয়ার জন্য বললেন; এটা হলো তোমার পূর্ব পুরুষদের শেষ নিবাস। অর্থাৎ জমিদার রহমত উল্লা খাঁ এর বাসস্থান। এ বসার স্থানগুলো হলো ঘরোয়া জেনানা মোহরেমাদের বসার স্থান। সাধারণত রাতে সবাই এক সাথে খেতেন। নাও শুরু কর।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খাওয়া থেকে চমৎকার ঘ্রাণ আসছে। প্রতিটি আইটেম গরম। মনে হচ্ছে সদ্য রান্না করা হয়েছে। আমি ঘ্রাণ পেয়ে বলে উঠলাম; আপনিও বসুন আমার সাথে।

তিনি আমার কথায় ম্লান হেসে বললেন; বসতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তোমার আর আমার মাঝে রয়েছে এক বিশাল পার্থক্য। এ পার্থক্য তুমি ভালো করেই জানো।

আমি সব বুঝলাম। এরপর বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলাম। খেতে খেতে বলতে লাগলাম; আমার স্ত্রীকে নিয়ে বসতে পারলে ও খেতেও পারতো আবার আপনার সাথে কথাও বলে আনন্দ পেত। ওর এখন আনন্দে থাকা প্রয়োজন। অথচ আমাকে নিয়ে সে খুব মানসিক কষ্টে আছে।

তুমি তোমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসো। তাই না? সরু কণ্ঠে বললো সোনাই বিবি।



www.pathagar.com

আমি তার কথার উত্তর দিলাম না। চুপ করে থাকলাম। এতে আমার খাওয়া কিছু সময়ের জন্য থেমে গেলো।
সোনাই বিবি একটু হেসে উঠে বললো; ঠিক আছে। তুমি খাওয়া শুরু করো। তোমার চুপ থাকা এবং লজ্জিত ভঙ্গি আমাকে সব জানিয়ে দিচ্ছে। ভেবোনা, আমি তোমার স্ত্রীর ভালোবাসায় ভাগ বসাবো না।
খাওয়া শেষ করে উঠলাম। একটা চমৎকার রুমালে হাত মুছছি।
ঔষধগুলো খেয়ে নাও। আমার সামনে রাতে খাওয়ার ঔষধগুলো দেখিয়ে সোনাই বিবি বললো।
ঔষধগুলো খেয়ে নিলাম।
চলো, তোমাকে বাড়িটা ঘুরে দেখাই। তুমি না হয় আমাকে পরে বলবে কেন আমি দেখালাম না। বলেই মিটিমিটি হাসতে লাগলো সোনাই বিবি।
আমি এগিয়ে যাচ্ছি। সোনই বিবি একটু সামনে। আমার মনে হলো সোনাই বিবি হাঁটছে না। শূন্যে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পা মেঝেতে লাগছে না। আমরা একটা ঘরে এসে পৌঁছলাম।
বিশাল ঘর। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বাচ্ছন্দ্যে বসতে পারে। সেভাবে বসার স্থান করা আছে। ওপরে বড় বড় ঝালর বাতি। নিচে মোজাইক পাথর বসানো। সুন্দর গালিচা বিছানো। হেলান দিয়ে বসার জন্য বড় বড় তাকিয়া। মাঝখানে খোলা স্থান। এক স্থানে বড় একটা বসার স্থান।
এটা হলো বৈঠকখানা। এখানে বসে বিভিন্ন এলাকার নায়েবরা জমিদার কে পরামর্শ দিতো। বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরতো। কখনো বাংলার নবাব এলে এলাকার জমিদাররা এখানে মিলিত হতো। সর্বশেষ এখানে এসেছিলেন আলিবর্দি খাঁ। তার সাথে তার নাতি সিরাজউদ্দৌলা। ঐ বড় স্থানটাতে বসেছিলেন নবাব। আঙ্গুল ইশারা করে সোনাই বিবি স্থানটা দেখালো।
এখন এটা কোথায়? জানতে চাইলাম।
আমার কাছে। সোনাই বিবি ম্লান মুখে বললো।
তার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি বললেন; চলো।
আমি নিঃশব্দে তার সাথে চলতে লাগলাম। একে একে মেহমানখানা, নহবতখানা, আস্তাবল সহ সব ঘুরিয়ে এনে আমরা ঢুকলাম খাস কামরায়। এখানে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।
একেবারে দূর্বল অবস্থা এ রুমের। সবচেয়ে নিম্ন মানের রুম বললে এটাকেই বলতে হয়। আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম, এখানে কে থাকতেন?
জমিদার রহমত উল্লাহ খাঁ। তোমার পূর্ব পুরুষ। সোনাই বিবি বললো।
কি বলছেন! এই এক প্রস্থ শক্ত বিছানা উনি ব্যবহার করতেন!



www.pathagar.com

হাঁ। তোমার মত আমিও সেদিন আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাকে সওয়াল করেছিলাম এ বিষয়ে। তিনি বলেছিলেন; আমি সাধারণ জীবন বেছে নিয়েছি। কেন যেন মনে হচ্ছে এ সাধরণ জীবনের মাঝেই আমাকে জীবনের একটা বিশেষ অংশ কাটাতে হবে।

তার কথা সঠিক হয়েছে।

হাঁ। এক নির্মম সত্য তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এবং এর অংশীদার আমাকেও করেছে। অবশ্য এ জন্য আমার দু:খবোধ নেই। সোনাই বিবি দীর্ঘ নি:শ্বাস ছেড়ে বললো।

আমি চুপ করে থাকলাম। চুপ করে থাকা ছাড়া করার কিছু আছে কিনা আমি বুঝতে পারছিনা।

চলো! তোমার ঘরে ফিরে যাই।

চলুন।

খাস কামরা থেকে বাইরে পা দেয়ার সাথে সাথেই দেখলাম আমি আমার বাংলোর রুমে। সোনাই বিবি চেয়ারে বসে আছে। টেবিলের উপর আমার রাতের খাবার। ঢাকা দেয়া অবস্থায়। আমি খাটের উপর বসলাম।

তুমি শরীরের দিকে খেয়াল করছোনা কেন? সোনাই বিবি উদ্বীগ্ন কণ্ঠে বললো।

না। এই একটু অসুস্থ্য হয়ে পড়েছি হঠাৎ করে।

একটু কি! আমি তো দেখছি ভালো অসুখ বাঁধিয়েছো।

না, ম্যালেরিয়া জাতীয় আর কি!

নিজের দিকে খেয়াল রাখবে। আগামীতে তোমার সন্তান আসছে। তার দিকে তাকাতে হবে তোমাকে।

জী।

শুধু জী বললে হবে না। তুমি ঢাকা ফিরে যাও। এখানে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে না।

যাবো। তবে এক শর্তে। সুযোগ বুঝে কথাটা বললাম।

কি সেই শর্ত? তুমি তোমার পূর্বের শর্ত ও তো এখনো পুরো করোনি। সোনাই বিবি মুচকি হেসে বললো।

আমার শর্ত পুরো করার সময় শেষ হয়ে যায়নি। ওয়াদা যেহেতু দিয়েছি সেটা আমি পুরো করবোই আল্লায় চাহেতো। দৃঢ়তা দিয়ে কথাগুলো বললাম।

কই, এখনো তো এক লাইন ও লিখলে না? সোনাই বিবি আমাকে খোঁচা দিয়ে বললো।

অবশ্যই লিখবো। তবে আমার প্ল্যান একটু ভিন্ন। একটু হেসে উঠে বললাম।

সেটা কেমন?



www.pathagar.com

আমি চাচ্ছি বিষয়টা শুধু কল্প গল্প না হয়ে বাস্তবের সাথে মিলে আসুক। এ জন্য প্রথমে তথ্য অনুসন্ধ্যান করলাম।

সেটাতো তুমি ভালোই পেয়েছো।

হ্যাঁ। কিন্তু দ্বিতীয় অংশে এসে আটকে গেলাম।

সেটা কেমন? সোনাই বিবি উৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইলো।

সেটা হলেন আপনি। আপনাকে বাস্তব দিতে পারছি না। আপনাকে বাস্তবে আনতে পারলেই আমার লিখা শুরু করবো।

এ জন্য আমাকে কি করতে হবে? তিনি মিটিমিটি হেসে বললেন।

আপনার অবস্থান আমাকে জানিয়ে দিন। মানে আপনাকে কোথায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সে স্থানটা আমাকে চিহ্নিত করে দিন। কথাটা বলে আমি তার দিকে তাকালাম।

তাঁর চেহারার হাসি হঠাৎ করেই নিভে গেল। সেখানে একরাশ বেদনা এসে ভর করলো। আমি কি বলবো বুঝতে পারছিনা।

আমি সেটা পারবো না। তিনি ম্লান মুখে বললেন।

বিশ্বাস করুন। এ এক স্থানে এসে আমি আটকে গেছি। এটার জন্যই আমি এই পাহাড়ে পড়ে আছি। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছি। রোদ বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে পার করছি। প্লিজ! আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আকুলভাবে কথাগুলো বললাম।

সেটা করার ক্ষমতা আমার নেই।

কি বলছেন আপনি! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। ঠাণ্ডা কণ্ঠে সোনাই বিবি বললো।

তাহলে আমি কি ধরে নেব আপনি শূন্য। অথবা আমার কল্পনা।

সেটা তোমার ইচ্ছা। তুমি আমাকে যা ভাববে আমি তাই।

আমি যদি আপনাকে বাস্তব ভাবতে চাই তাহলে? তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললাম।

যা ভাববে আমি তাই হবো।

এজন্যই তো আমি চাচ্ছি আপনার চাপা পড়া বাস্তবকে মাটির গভীর থেকে নিয়ে আসতে। সারা পৃথিবীবাসীকে জানাতে।

এতে আমার কি লাভ হবে! ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার সে সময়গুলোকে? ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার হাসি আনন্দ বেদনাকে? ফিরিয়ে দিতে পারবে আমার আগত সন্তানটাকে? আজ অন্তত আমি তার মাঝে বেঁচে থাকতে পারতাম। পৃথিবীবাসী শুধু ধ্বংস করতে জানে। কিন্তু এর মাঝে কত কিছু যে হারায় তার খোঁজ রাখে? কত আনন্দ কত হাসি কত সম্ভাবনা এর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় সেটা কি তারা বোঝে? ঐ বেনিয়ারা আমাদেরকে ধ্বংস করে কি পেয়েছে? তারা কি এ মাটি ধরে রাখতে পেরেছে? আজ তারা পরাজিত হয়ে



www.pathagar.com

লেজগুটিয়ে নিতে হয়েছে না ? যে আমেরিকা একদিন তাদের কলোনি ছিলো আজ তার করুণায় তারা বেঁচে আছে। ইচ্ছে করলে তাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কেউ ধ্বংস করে দিতে পারে। কি ক্ষতি হতো যদি তারা আমাদেরকে ধ্বংশ না করে আমাদের সাথে মিশে চলতো। আমরা তাদেরকে কিছু দিতাম। তারা আমাদেরকে কিছু দিতো। আমরা তাদের থেকে কিছু নিতাম। তারা আমাদের থেকে কিছু নিতো। শুধু কি ধ্বংসই সকল সমাধান?

তাঁর কথা শুনে যাচ্ছি। কোন উত্তর দিচ্ছি না। তাঁর কথার উত্তর দেয়ার সাধ্য আমার নেই। এক পর্যায়ে তিনি থামলেন। আমি তার দিকে তাকালাম।

অন্য প্রসঙ্গে কথা বলো। তিনি বললেন।

আমার সন্তানের জন্য একটা নাম দিন। কথা ঘোরানোর জন্য বললাম।

তোমাদের সন্তানের নাম তোমরা রাখবে। এখানে আমাকে টানছো কেন? তিনি হালকা হেসে বললেন।

না। আপনি আমাকে দু'টা নাম দিন। একটা ছেলের। অন্যটা মেয়ের।

আমি আমার মেয়ের জন্য একটা নাম ঠিক করেছিলাম। সেটা ব্যবহার করতে পারিনি। তিনি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে বললেন।

সেটা কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

মেহজাবিন। আমার ইচ্ছা ছিলো মেয়ে হলে আমি নাম রাখবো। আর ছেলে হলে জমিদার সাহেব রাখবেন। তবে তোমার একটা মেয়ে আগামী পূর্ণিমায় পৃথিবীতে আসবে।

আপনি কি করে জানলেন? আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

এটাও তোমাকে বলবো না। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন।

আমাকে আপনার অবস্থান বললে আমার কষ্ট কম হতো। শীতল কণ্ঠে বললাম।

সেটা করতে পারলে আমার কাছে তৃপ্তি বোধ হতো। কিন্তু সেটা আমি পারবো না। তবে --- ।

তবে কি?  আমি সতর্কভাবে প্রশ্ন করলাম।

তবে কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে।

কিন্তু কিভাবে? এ জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? দুটো প্রশ্ন এক সাথে করলাম।

সেটা আমি জানি না। নিরাশ কণ্ঠে সোনাই বিবি বললো।

আমি আবার হতাশ হয়ে চুপ করে থাকলাম। কি বলবো বুঝতে পারছি না। এ সময় তিনি বলে উঠলেন; আমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

তার কথায় চমকে উঠলাম। বলে উঠলাম; আবার কখন আসবেন?

জানি না।



www.pathagar.com

আমি আমার সন্ধি প্রস্তাব ফিরিয়ে নিচ্ছি। কোন শর্তও আপনাকে দিচ্ছি না। আমি বললাম।

এরপরও জানি না। তবে তোমাকে শেষ একটা কথা বলতে চাই।

জী বলুন।

তুমি যদি আমাকে পাও তাহলে আমাকে এনে সাধারণ যে খাস কামরা আছে সেখানে দাফন করবে।

জী করবো। আমি যন্ত্রচালিতের মত বলতে লাগলাম।

তুমি নিজকে কষ্ট দেবে না। নিজকে কষ্ট দেয়া পাপের কাজ।

জী দেবো না।

এ ওড়নাটা তোমার মেয়ের জন্য তোহ্ফা।

কথাটা বলেই তিনি তাঁর ওড়না খুলে ফেললেন। সেটি শূন্যে ভাসতে লাগলো ঘুরে ঘুরে। এরপর উড়তে লাগলো। উড়তে উড়তে ছোট হতে লাগলো। এক পর্যায়ে একেবারে ছোট ভাঁজ হয়ে আমার হাতে এলো। আমি এটাকে হাতের তালুতে নিয়ে তার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমার ধারণা ছিলো তার ওড়না যেহেতু আমার হাতে সেহেতু তার মাথা ওড়নাহীন হবে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমানিত হলো। তার মাথার ওড়না ঠিক পূর্বের মতই আছে।

তিনি আমার আশ্চর্য ভাব দেখে বললেন; তোমার হাতের ওড়নার মত বাইশটা ওড়না মিলে আমার ওড়না তৈরী করা হয়েছে। সেখান থেকে একটা তোমার মেয়ের জন্য তোহফা দিলাম। বাকী একুশটা এখনো আমার মাথায় আছে।

এটাই কি সেই বিখ্যাত মসলিন! আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম।

এইতো তুমি ধরে ফেলেছো। কথাটা বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

আমি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলাম। হাতের মধ্যে যে একটা কাপড় রয়েছে তা মনেই হলো না।

আমি এখন বিদায় নেব। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

আমারও কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম।

আল-বিদা। সোনাই বিবি ধরা গলায় বললো।

আল-বিদা। আমিও বললাম।

আমার মনে হলো আমি তাকে আটকে রাখি। সোনাই বিবি শূন্যে ভেসে উঠলো। শূন্যের মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলো। পেছন দিকে। এক কদম দু'কদম করে তিনি পেছাচ্ছেন। তার কাজল মাখা চোখ অশ্রু কাজল হয়ে উঠলো। অশ্রু গোপন করার কোন চেষ্টা তিনি করলেন না। তার অশ্রু কপোল



www.pathagar.com

বেয়ে নামতে লাগলো। হঠাৎ করে আমার চোখের কোন ভিজে উঠলো। ক্রমান্বয়ে সেটা বেড়ে গড়িয়ে নামতে লাগলো চোখের কোন বেয়ে।

অনেক দূর পর্যন্ত আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিদায় যে এত কষ্টকর তা আমার জানা ছিলো না। বিদায়ের ব্যথাতুর ক্ষণ আমার জন্য এক বিশেষ ক্ষণ বলে মনে হলো।

সোনাই বিবিকে আমি একটি সাজানো পুতুলের মত দেখতে পাচ্ছি। তিনি ভেসে ভেসে পেছন দিকে যাচ্ছেন। কোন গাছপালা তাকে বাধা দিচ্ছে না।

শেষ বিন্দু আলো হয়ে উঠলো হঠাৎ করে। আমি সেখানে সোনাই বিবিকে দেখলাম শেষ বারের মত। এরসাথে আরো কিছু আমার চোখে পড়লো। সেটা কি আমি বুঝতে পারছি না। এরপর সব অন্ধকার। আমি অন্ধকারে হারিয়ে যেতে লাগলাম। অন্ধকার আমাকে টেনে নিচ্ছে গভীরভাবে।

আমার চোখ খুলে গেল।

চোখ খুলে চুপ চাপ শুয়ে থাকলাম। রোদ এসে পড়ছে মুখের উপর। বাইরের আকাশ স্বচ্ছ।

বিছানার উপর উঠে বসলাম। গায়ের উপরের কম্বল সরিয়ে ফেললাম। ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ। মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে আমার চোখ গেল।

হাত খুলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হাতের তালুতে চমৎকার এক কাপড়। সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। সাথে সাথে রাতের সব কিছু মনে পড়ে গেল।

হাতের তালু থেকে চোখ ফেরালাম ঘরের দিকে। সব ঠিক ঠাক আছে। টেবিলের উপর খাবার ঢাকনা দেয়া। পাশে ঔষধ। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঔষধের খালি মোড়ক। যার অর্থ আমি ঔষধ খেয়েছি। কিন্তু যেখানে ঔষধ খেয়েছি সেটা এ টেবিল না।

হাতের মুষ্টি আবার খুললাম।

টেবিলের উপর থেকে একটা ঔষধের বক্স নিলাম। সেখান থেকে ঔষধ টেবিলে রেখে ওড়না টাকে সেখানে রাখলাম। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।



www.pathagar.com

সামনে চা।

একটু একটু করে নিচ্ছি। রাতের পুরো ঘটনা ভাবছি। একটার সাথে একটা যোগ করছি। বিশ্লেষণ করছি। একটা থিওরি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি।

খসড়া প্ল্যান দাঁড় করালাম। এরপর উঠে কাপড় পরতে লাগলাম। হাশমত এসে বললো; স্যার। কই যাইবেন?

আহছান উল্লাহ সাহেবের কাছে যাবো।

রাইতে তো কিছুই খাইলেন না। শুধু ঔষধ খাইলেন। এখন কি খানা দিমু?

না। এসে খাবো। তার দিকে ফিরে বললাম।

দুপুরে আইবেন স্যার?

হাঁ। আসবো। এখন থেকে নিয়ম মেনে সব কাজ করবো।

আলহামদুলিল্লাহ! মাবুদ আল্লাহ্‌র শোকর।

আমি তার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ডক্টর আহছান উল্লাহ আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। বলতে লাগলেন; আরে ভাই! কি খবর আপনার? একেবারে যে দেখাই পাচ্ছি না।

সালাম দিলাম।এরপর বললাম; এই একটু জ্বর টর হয়েছিলো। এ জন্য দেখা সাক্ষাত কম হয়েছিলো।

আগ্রাবাদের ডিনারটাতেও তো এলেন না। আমি তো ভাবলাম ভুলে টুলে গেলেন নাকি।

না। মনে ছিলো। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছিলো না।

যাক। আজ এক সাথে লাঞ্চ করবো। এরপর বলেন, কোন সূত্র পেলেন কিনা?

না। তবে একটা অনুমান নির্ভর স্থান চিন্তা করছি। সেটা নিয়ে আলোচনা করতে এলাম।

অবশ্যই। কল্পনানির্ভর হয়ে যদি এতটুকু করা যায় তা হলে অনুমান নির্ভরটা তো আশার কথা। বলুন, বিষয়টা আমাকে খুলে বলুন।

বিষয়টা আজ সন্ধ্যায় আরো শিওর হবো।

আচ্ছা। তো কালকে আমার করণীয় কি? কিছুটা ঢং করে তিনি বললেন।

আগামী দিন আপনার একটু টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রয়োজন।



www.pathagar.com

একটু খুলে বলুন। কোন ধরণের টেকনিক্যাল সাপোর্ট আপনার প্রয়োজন। আহছান উল্লাহ সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন।

বিষয়টা আপনাকে সহজভাবে বলছি। ধরুন আমি এখানে বসে অনেক দূর দেখতে চাই। আকাশের দিকে না। সমতলের দিকে।

আপনাকে দূরবিন ব্যবহার করতে হবে।

ঠিক যত দূরে দেখলাম সেটার দূরত্ব মাপতে চাই।

সেটারও ব্যবস্থা আছে। সিভিল ডিপার্টমেন্টের কাজ এটা। তিনি সাথে সাথে বললেন।

এ কাজটুকুতে আপনার কাছ থেকে প্রাথমিক হেল্প চাচ্ছি।

ধরুন পেয়ে গেলেন। এরপর?

এরপর সে স্থানে অনুসন্ধান চালানো।

এখানে একটু সময় লাগতে পারে। আর এ সময় নির্ভর করবে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দূরত্বের উপর।

আচ্ছা। তাহলে কাল দূরত্ব নির্ণয়টা শেষ করতে চাই। আপনি কি কষ্ট করে আপনার টিম পাঠাবেন?

কোথায়?

আমার বাংলোয়।

ওকে। আর কিছু করতে হবে?

থ্যাংক ইউ। আপাতত এতটুকু করলেই চলবে।

চলুন। আজ একটু এডভান্স লাঞ্চ করবো।

আমি এবং ডক্টর আহছান উল্লাহ সাহেব লাঞ্চ শেষ করলাম। ফিরে এলাম বাংলোয়। মিনহাজুল আনোয়ার পূর্ব থেকে এসে অপেক্ষা করছে। আমার প্ল্যান তাকে খুলে বললাম। তিনি অতি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা মেলানোর সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করলাম।

পুরো বাংলোর লাইট অফ করা।

শুধু আমার রুমের লাইট জ্বালানো। অধিক আলো করার জন্য রুমে মোট ছয়টা বাতি সেট করা হয়েছে। লাইন দেয়া হয়েছে। হাশমতকে বলা হলো সুইচ অন করতে। হাশমত সুইচ অন করলো।



www.pathagar.com

পুরো রুম আলোর বন্যায় ভাসছে। মিনহাজুল আনোয়ার বলে উঠলেন; আরে! এতো দেখি আলোর বন্যা না আলোর সাগর হয়ে গেছে। আমার তো মন চাচ্ছে এটায় সাঁতার কাটি।

শুরু করুন। হেসে উঠে বললাম।

আচ্ছা ঠিক আছে। এবার কি করবো আমরা? তিনি বললেন।

এবার এ জানালাটা খুলতে হবে।

মিনহাজুল আনোয়ার জানালা খুলে দিলো। সাথে সাথে আলোর বন্যা বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাংলোর সামনে খোলা স্থানে আলো পড়লো শুধু জানালার অংশ দিয়ে।

চলুন। এবার আমাদের কাজ নিচে। মিনহাজ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

ঠিক আছে চলুন।

নিচে এসে আমরা আলো বরাবর খুঁটি পুঁতলাম। একটা দু'টা করে পাহাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত। আলোর প্রান্ত রেখা বরাবর। জানালার সামনে থেকে এটা চওড়া হতে লাগলো। অনেকটা সার্চ লাইটের আলোর মত।

কাজ শেষ করে আমি বললাম; এবার আহছান সাহেবের সহযোগিতা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

তাই নাকি? আশ্চর্য কণ্ঠে বললো মিনহাজুল আনোয়ার।

কাজ শেষ করে ডিনার সারলাম। এরপর দু'জন দু'রুমে বিছানায় গেলাম। বিছানায় পিঠ রাখার সাথে সাথে আমার চোখ ভার হয়ে এলো।

ডক্টর আহছান উল্লাহ সকাল ন'টার দিকে উপস্থিত হলেন।

তার সাথে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারসহ সব যন্ত্রপাতি। এক ঘণ্টার মধ্যে তারা তাদের যন্ত্রপাতি সেট করে ফেললো।

আমার রুমের মধ্যে দূরবীন জাতীয় জিনিষটা। সব ওকে করে আমার কাছে এসে আহছান উল্লাহ সাহেব বললেন; এবার ওটাতে চোখ রাখুন। প্রথমে আপনাকে নিয়ম বুঝিয়ে দেবে। এরপর আপনি নির্দিষ্ট লেন্স ব্যবহার করবেন।

ঠিক আছে।

অল্প সময়ের মাঝে আমি বিষয়টা বুঝে ফেললাম। এরপর সার্চের মানসিকতা নিয়ে কাজ শুরু করলাম।



www.pathagar.com

আমার মাথায় একটা ফাইল সচল হলো। এর নাম দিলাম সোনাই বিবির প্রস্থান। আমার ফাইল আমাকে ভালো হেল্প করতে লাগলো।

প্রথমে খুঁজতে লাগলাম ছোট ছোট সমান এক ধরনের গাছ। অল্প সময়ের মধ্যে সেটা পেয়ে গেলাম।

হাঁ। ছোট ছোট গাছের বিছানা দেখতে পাচ্ছি। কি চমৎকার এ বিছানা। মনে হচ্ছে কে যেন যত্ন করে এটা পেতে রেখেছে।

এবার একটা বড় গাছ। যার পাতা হবে চিকন। লম্বা। ওটার গায়ে একটা লাল জাতীয় চিহ্ন।

বড় গাছ কয়েকটা পেলাম। কিন্তু যেটা খুঁজছি সেটা পাচ্ছি না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম।

হাঁ। এবার পেয়ে গেছি। হাঁ। এটা। এখান থেকেই সোনাই বিবি অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাঁ আমি পেয়ে গেছি।

হাঁ। আমি পেয়ে গেছি। এ স্থানটা! এ স্থান! মুখে বলে উঠলাম।

আহছান সাহেব আস্তে করে আমার পিঠে হাত রাখলেন। এরপর বললেন; আমি দেখছি। আপনি আস্তে করে সরে আসুন। যাতে পয়েন্ট নড়ে না যায়।

আমি বাস্তবে এলাম। আহছান সাহেবের দিকে তাকালাম। এরপর বললাম; ঐ সে স্থান। যেখান পর্যন্ত আমি সোনাই বিবিকে দেখেছি। এরপর আর দেখিনি।

আচ্ছা! আপনি বসুন। আমরা দেখছি। আহছান সাহেব বললেন।

ইঞ্জিনিয়ার চোখ রাখলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। এক সময় আমাকে বললো; দেখুন। এটা সেই চিহ্ন কিনা।

আমি চোখ রাখলাম। এবার আরো স্পষ্ট। আমি বলে উঠলাম; হাঁ। এটাই সে স্থান। আই অ্যাম শিওর।

ঠিক আছে। আপনি বসুন। আহছান সাহেব বললো।

আমি ফিরে এলাম। হাশমতকে বললাম সবাইকে চা দিতে।

মিনহাজ সাহেব ইতিমধ্যে একবার স্থানটা দেখে নিলেন। এরপর এসে আমাদের সাথে বসলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমি বললাম, আহছান সাহেব! এবার দ্বিতীয় অংশ।

তিনি কিছু না বলে চুপ থেকে কিছু পরে বললেন; বিষয়টা আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে। অতি প্রাকৃত কোন বিষয় আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এখন অবিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে।



www.pathagar.com

আহছান সাহেবের কাছে একটা খাম নিয়ে এলো একজনে। তিনি সেটা খুললেন। আমার দিকে একটা ছবি এগিয়ে দিয়ে নিজে রিপোর্ট খুলে পড়তে লাগলেন।
আমি ছবি দেখে আশ্চর্য হলাম। ঐ গাছটার ছবি। ঐ চিহ্নটার ছবি। কি আশ্চর্য! এতদূর থেকে এরা তুলে ফেললো।
এটা কিভাবে তুললেন? আশ্চর্য কণ্ঠে আহছান সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম।
আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন। এটা পৃথিবীর একটা বিখ্যাত তেল গ্যাস অনুসন্ধানী কোম্পানি । আহছান সাহেব একটু হেসে বললো।
ও আচ্ছা। আমি বললাম।
আপনি যে স্থান চিহ্নিত করেছেন সেটা একটা চা বাগান। ছোট ছোট যে গাছগুলো দেখেছেন সেগুলো চা গাছ। বড় যে গাছটা দেখেছেন সেটা হলো ছায়া গাছ। এর দূরত্ব এখান থেকে সতের কি.মি.। অবশ্য এটা আলোক পথে। স্থল পথে পরে জানা যাবে। তবে মজার কথা হলো সেটা আমরা পেছনে রেখে এসেছি। এবং সেটা পাহাড়ের শুরু অংশ। সেখানে একটা ছড়া আছে। অনেকটা ক্যানেল টাইপের। এক টানে কথাগুলো বললেন আহছান সাহেব।
আমার ধারণা মিলে যাচ্ছে। মিনহাজ সাহেব বললেন।
ওটার কাছাকাছি আমরা রিগ বসানোর যন্ত্রপাতির একটা অংশ রেখে এসেছি। বাকীগুলো নিয়ে কাল রওয়ানা হলে কেমন হয়। আহছান সাহেব বললো।
মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মত অবস্থা আমার। তার কাছে আমি কাল সাতটার মধ্যে পৌঁছবো। এ কথা আমার থেকে নিয়ে আহছান সাহেব তার দলবল নিয়ে রওয়ানা হলেন। খোলা চত্বরে আমি আর মিনহাজ সাহেব কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকলাম। কেন বসে থাকলাম বুঝতে পারছি না।

আজ চার দিন চা বাগানে।
কাজ চলছে সমান তালে। প্রাথমিক রিপোর্ট এখানে পজেটিভ! একটা ধারণা আসতে লাগলো। আজ কিছু উপাত্ত এনালাইসিস করা হচ্ছে।
একজন ছোট একটা প্যাকেট এনে ডক্টর আহছান উল্লাহর হাতে দিলো। তিনি সেটা আমার সামনে খুললেন। ভেতর থকে হাত দিয়ে যা বের করলেন তা দেখে আমি চমকে উঠলাম।



www.pathagar.com

আমার মাথা কেমন যেন করে উঠলো। আমার পাশে বসা মিনহাজ সাহেব। তার দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কিছু বলবেন?

সোনাই বিবি! কম্পিত কণ্ঠে বললাম।

কোথায়? তিনি বললেন।

আমি আহছান সাহেবের হাত থেকে জিনিষটা কম্পিত হাতে নিলাম।

একটা নোলক। সে দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলাম।

আমার মনে হলো আমি সোনাই বিবিকে দেখছি। তবে তার নাকে নোলক নেই। সেটা আমার হাতে।

এটা সোনাই বিবির নাকে ছিলো। কাঁপা কণ্ঠে বললাম।

আর ইউ শিওর! আহছান সাহেব বললেন।

ইয়েস মাই ফ্রেন্ড। এটাই আমি দেখেছি। এখানেই তাকে আমি পাবো। আমি বললাম।

ওহ্ মাই লর্ড! থ্যাংকস! আমরা একটা ইতিহাস উন্মোচন করতে যাচ্ছি। আমরা ইতিহাসের অংশ হবো। ডক্টর আহছান উল্লাহ্ খুশীতে বলে উঠলো।

আমি নির্বাক দৃষ্টিতে নোলকটা দেখতে লাগলাম।

আহছান উল্লাহ হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালো। এরপর বললো। স্টপ! অল ওয়ার্ক স্টপ! কুইক! স্টপ!

সাথে সাথে একজন দৌড়ে গেল। আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম: স্টপ কেন?

স্টপ না করলে স্থাপনা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের সিস্টেমে অক্ষত কিছু উদ্ধার সম্ভব না। এখন প্রয়োজন প্রত্নতত্ত্ব বিদের। প্রফেসর আকরামুজ্জামানকে আমি সব জানিয়ে দিচ্ছি। গভর্ণমেন্টকেও জানাতে হবে। আপনারা বসুন। আমি কাজগুলো সেরে আসি। কথাগুলো বলে ডক্টর আহছান উল্লাহ্ আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

ঘটতে লাগলো এক এক করে সব। প্রতি ঘন্টার নিউজ দেশবাসী জানতে লাগলো। সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তা। মিডিয়া কর্মীরা আস্তানা গাড়লো পাহাড়ী এ এলাকায়।



www.pathagar.com

সোনাইবিবিকে পাওয়া গেল একুশ দিন পরে।

তবে সেটা শুধু কালো হাড় গোড়। আমার সামনে তাকে আস্তে আস্তে মাটির নীচ থেকে তোলা হচ্ছে।

আশ্চর্যজনক বিষয় হলো তার শরীরে পাওয়া গেল অলংকারগুলো। হাড়ের মধ্যে পরানো।

আমি সব দেখতে লাগলাম। মাথার খুলিটা পরম যত্নে যখন হাতে নিলাম তখন ইশতিয়াক ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে একটা সংবাদ দিলো।

আমাদের মেয়ে হয়েছে। মনে মনে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোর ভাবী কেমন আছে?

আছে। ভালো আছে। লাইনে ধরে দিচ্ছি। ধর, কথা বল।

আমি খুলি কোলে নিয়ে বললাম; দে! আমাকে দে।

ওপাশে আমার স্ত্রী। কুশল বিনিময়ের পর আমি বললাম; তুমি কেমন আছো?

: তোমার মেয়ের পাশে শুয়ে আছি।

: ওকে এখন থেকে মেহজাবিন বলবে।

: তুমি কি ইতিমধ্যে তার নামও ঠিক করে ফেলেছো।

: আমি ঠিক করিনি। এটা একজন তার মেয়ের জন্য ঠিক করেছিলো।

: তাহলে তার ঠিক করা নাম আমার মেয়েকে দিলে কেন?

: সে ছিলো বড় দুখী। তার নাম তার মনেই ছিলো। তাকে তার মেয়ে সমেত জ্বালিয়ে দিয়েছিলো নিষ্ঠুর মানুষরা। কথাটা বলতে গিয়ে আমার গলা ধরে এলো।

: তুমি কার কথা বলছো ?

: সোনাই বিবির কথা বলছি। সে হতভাগিনীর ক্ষয়িত মাথার কঙ্কাল কোলে নিয়ে তোমার সাথে কথা বলছি।

: তাঁকে পাওয়া গেছে?

: হাঁ। এইমাত্র তাকে তোলা হচ্ছে। চ্যানেলে লাইভ হচ্ছে। তুমি চ্যানেলে দেখতে পারো।

: আচ্ছা দেখছি। তুমি কখন আসছো?

: এইতো, তোলা শেষ হলেই মেহজাবিনকে দেখতে রওয়ানা দেব।



www.pathagar.com

: আচ্ছা, আসো।

: তুমি একটা কাজ করবে ?

: কি কাজ ?

: তুমি মেহজাবিনকে একবার মেহজাবিন বলে ডাকো। আমি চাই আমার কোলের কঙ্কাল সে শব্দ তোমার কণ্ঠে শুনুক। সে বুঝুক। প্রজন্ম তাকে মর্যাদা দিয়েছে। সম্মান দিয়েছে। তার মেয়ের নাম এক মেয়ের মাঝে স্থাপন করে দিয়েছে।

: আচ্ছা। দেখ, তোমার মেহজাবিন তোমার মতই হয়েছে। এই মেহজাবিন! চোখ খোল। আব্বুর ইচ্ছা আমি পূরণ করছি। এটা বলে দাও।

আমি লাউড দিয়ে আমার স্ত্রীর কণ্ঠ শুনালাম। আশপাশের দু'একজন আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগলো।

একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, স্যার! এটা রাখা প্রয়োজন।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, চলো। আমি নিজ হাতে রাখবো।

আমার নাকে হঠাৎ কিসের যেন ঘ্রাণ লাগলো। আমি চমকে উঠলাম। প্রকৃতি তার রং বদলাচ্ছে। রং বদলের এ খেলা চলছে প্রকৃতির মাঝে। আমি উপরের দিয়ে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, সোনাই বিবি! প্রকৃতি রং বদলাচ্ছে।

একুশ বছর পর।

মেহজাবিনের বিয়ে। মেহজাবিন এসেছে আমার রুমে।

দরজা বন্ধ করে সে আমার সামনে বসেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আব্বু! আমার গিফট। একটা গিফট তুমি আমাকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে। আমি তার দিকে তাকালাম ভালো করে। এরপর বললাম; বলেছি যখন অবশ্যই দেব। তোমার গিফট এ রুমেই আছে।

আস্তে করে উঠলাম। লেখার টেবিল থেকে। সাজানো একটা বক্স তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম। তোমার আম্মু বেঁচে থাকলে সে এটা তোমাকে দিতো।

মেহজাবিন আস্তে করে মিনি বক্সটা খুললো। ভেতরে ভাঁজ করা ছোট এক টুকরা কাপড়।



www.pathagar.com

মেহজাবিন একটু হেসে বলে উঠলো। আব্বু, এ ছোট কাপড়টার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

তুমি এটি খুলতে থাকো। আমি মৃদু হেসে বললাম।

সে এটা খুলতে লাগলো। যত খুলছে তত বড় হচ্ছে। সে আর্শ্চয কণ্ঠে বললো, আব্বু! এটাতো দেখি শুধু বড় হচ্ছে। এটা কি একটা ওড়না!

আমি বললাম, হাঁ।

কিন্তু এটা তো আমি বাজারে দেখিনি। একেবারে মাকড়সার জালের মত। অথচ কি চমৎকার বুনন। আব্বু! এটাকে কি কাপড় বলে?

মসলিন।

কি আশ্চর্য! আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো! মেহজাবিন বললো।

না! এটা বাস্তব।

এটা তোমাকে কে দিয়েছে? তুমি কি এটা কিনেছো?

না! এটা আমাকে একজন দিয়েছেন। তোমাকে দেয়ার জন্য। আমি তার পক্ষ থেকে এটা আজ তোমাকে দিলাম।

এটা কে দিয়েছে তোমাকে আমাকে দেয়ার জন্য?

সোনাই বিবি। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

মেহজাবিন কিছু সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এরপর ওড়নাটা সুন্দর করে পরলো। পরে আমাকে বললো, আব্বু! আমাকে কি সোনাই বিবির মত লাগছে?

কথাটা বলেই সে আমাকে সালাম দিতে উদ্যত হলো।

আমি তার হাত ধরে বললাম, চলো আম্মু! আমি তোমাকে সাজঘরে পৌঁছে দেই।

বারো বছর পর।

আমি বসে আছি প্লেনে। নিউইয়র্ক যাচ্ছি। পাশের সিটে আমার নাতি। মেহজাবিন এবং তার স্বামী পেছনে সিট পেয়েছে।

আমার নাতি আমাকে বললো, নানু ভাই! ঐ।

আমি বই থেকে মুখ না তুলে বললাম, কই ? নানু ভাই!



www.pathagar.com

আমার নাতি আমার চেহারাকে তার ছোট হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো, নানু ভাই, ঐ।

আমি তার দেখানো দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। চমকে উঠার কারণ হলো ঐ সিটে এক মহিলা বসে আছে। সে হাত দিয়ে ডাকছে আমার নাতিকে। তার পাশের সিট খালি। সেখানে বসতে বলছে মহিলা ওকে। নাতিও যেতে চাচ্ছে। কিন্তু আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। বুঝতে না পারার কারণ রয়েছে। কারণ হলো ঐ মহিলা।

আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে আমার অপরিচিত কেউ নয়। খুবই পরিচিত। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর আমি তাকে দেখছি। সেই পূর্বের রূপে। পূর্বের সাজে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। নতীর দিকে তাকিয়ে বললাম, যাও নানু ভাই। উনি তোমার অপর কেউ না। আপনজন।

মহিলা মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

আমি মনে মনে বললাম, সোনাই বিবি! আপনার হাসি আমার এখনো মনে আছে।

www.pathagar.com

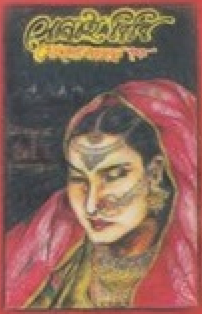

আনন্দে মেয়েটির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যে ক'জন মানুষের আনন্দিত চেহারা আমার স্মৃতি ধরে রেখেছিলো আজ তার সাথে যুক্ত হলো আরেকটি। আমি তাকিয়ে আছি। মেয়েটি আমার কলম হাতে নিলোনা। এর পরিবর্তে সে তার ডান হাতের শাহাদাত আংগুল চোখের কাছে নিলো। চোখ থেকে অশ্রু মিশ্রিত কাজল আংগুলের ডগায় লাগালো। এরপর কগজের উপর লিখলো। ধীরে ধীরে। একবারে এক অংশ।

আমি তাকিয়ে দেখছি। একবার একটু লিখছে। কালি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার চোখের কিনার থেকে কাজল নিচ্ছে। আবার লিখছে। তার সমগ্র সত্ত্বা উজাড় করে পরম যত্নে সে লিখলো। আমি তখন ভাবছি। যে উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে সে আমার উপন্যাসের নাম লিখে দিচ্ছে তার বিনিময়ে আমি তা কতটুকু স্বার্থক রূপে লিখতে পারবো।

www.pathagar.com

## খোন্দকার মাহ্‌ফুজুল হক

গল্প ও উপন্যাস লিখতে আনন্দবোধ করেন। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হয় ছড়া। আশির দশকে। দৈনিকের পাতায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'ফেরা'। কিশোর উপন্যাস সংকলন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম গল্প সংকলন 'খেয়ালি দুপুর' ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্প্রতি তার প্রকাশিত উপন্যাস 'মুখোশের অন্তরালে' অবলম্বনে টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিনিয়ত গল্প ও উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন। পেশায় শিক্ষক। লিখে যাচ্ছেন সেই কিশোর কাল থেকে।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com